JAIBB

ACCOUNTING FOR FINANCIAL SERVICES (AFS)

Reading Materials [Part-01]

Questions (Part-01)

১.	হিসাববিজ্ঞান কাকে বলে? ব্যাংকিং ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা বা উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করুন।
২.	একটি প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩.	হিসাববিজ্ঞান কীভাবে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনায় সাহায্য করে?
৪.	হিসাববিজ্ঞান Functional এবং Operational সংজ্ঞা দিন।
৫.	Forensic হিসাববিজ্ঞান কী? এই হিসাববিজ্ঞান কি বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যায়?
৬.	হিসাববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্কের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৭.	হিসাব তথ্যের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারী কারা? হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীগণ তথ্যসমূহের কি ধরনের ব্যবহার করেন তা উল্লেখ করুন।
৮.	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কে? হিসাববিজ্ঞান কিভাবে এদেরকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে?
৯.	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বহিরাগত ব্যবহারকারী কারা? তারা কি উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করেন?
১০.	বাহ্যিক ব্যবহারকারীগণের মধ্যে (i).বিনিয়োগকারী এবং (ii).পাওনাদার আর্থিক হিসাব তথ্যকে কীভাবে ব্যবহার করেন?
১১.	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
১২.	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Comparability এবং Consistency এর মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৩.	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং নির্ভরতার মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৪.	সংজ্ঞা দিন ঃ (i). সম্পদ, (ii). দায়, (iii). ইক্যুইটি, (iv). মালিকানা স্বত্ব।
১৫.	টার্মগুলোর সংজ্ঞা দিন : (i). ব্যয়, (ii). ক্ষতি, (iii). আয়, (iv). লাভ।
১৬.	হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১৭.	হিসাববিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা নীতির (Consistency Principle) প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
১৮.	ব্যয়নীতি, রাজস্ব নীতি ও মিলকরণ নীতি ব্যাখ্যা করুন।
১৯.	GAAP এবং Cost Principle ব্যাখ্যা করুন।
২০.	Going Concern Assumption কী? এমন একটা পরিস্থিতি বর্ণনা করুন যেখানে Going Concern Assumption প্রয়োগ হয় না।
২১.	"হিসাববিজ্ঞানের Matching Principle-এর কারণে Adjusting Entry-এর প্রয়োজন হয়" - ব্যাখ্যা করুন।
২২.	হিসাববিজ্ঞানের নীতিগুলোর বাধাসমূহ/হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো বিবৃত করুন।
২৩.	হিসাবকালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২৪.	মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
২৫.	নৈতিকতার সংজ্ঞা দিন। কেন নৈতিকতা ব্যবসায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
২৬.	আর্থিক বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়? আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।
২৭.	সমান্তরাল ও উল্লম্ব বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
২৮.	অনুপাত বিশ্লেষণ কী? অনুপাত বিশ্লেষণের গুরুত্ব বা উদ্দেশ্যসমূহ ও সীমাবদ্ধতা কী কী?
২৯.	একটি ব্যবসায়ের তারল্য বলতে কী বোঝেন? একটি ফার্মের তারল্য কীভাবে নির্ধারণ করা যায়?
৩০.	হিসাব-চক্র বলতে কী বুঝায়? হিসাব-চক্রের ধাপগুলো কী কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৩১.	হিসাব লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মৌলিক ধাপগুলো কী কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৩২.	দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি এবং একতরফা দাখিলা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?
৩৩.	মূল হিসাববিজ্ঞান সমীকরণ কী? সমীকরণের প্রতিটি উপাদান ব্যাখ্যা করুন। ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ে এই সমীকরণ কীভাবে ব্যবহৃত হয়?
৩৪.	Differentiate between T-Form and Multi-column Ledger.

(১). হিসাববিজ্ঞান কাকে বলে? ব্যাংকিং ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা বা উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করুন।

➪ **হিসাববিজ্ঞান ঃ**

- 'হিসাব' বলতে বুঝায় কোন বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য এবং 'বিজ্ঞান' বলতে বুঝায় কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান বা কোন বিষয়ের পরীক্ষিত সত্যতাকে। সুতরাং, হিসাববিজ্ঞান হলো 'হিসাব তথ্যের বিজ্ঞান'।
- কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সময়কালে সংঘটিত আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সেগুলোর সামগ্রিক ফলাফল ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং পর্যালোচনা করে সবগুলো তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।
- অর্থাৎ, একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উপাত্তসমূহের লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উহার বিশ্লেষণের কৌশলই হলো হিসাববিজ্ঞান।

➪ **ব্যাংকিং ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা বা উপকারিতাসমূহ ঃ**

- ব্যাংক গ্রাহকের আস্থা বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ব্যবসা করে। তাই সঠিক হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের আস্থা অর্জন করে।
- ব্যাংকিং ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের উপকারিতা বা সুবিধাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **স্থায়ী হিসাবকরণ** ঃ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সকল লেনদেনসমূহকে হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এ রক্ষিত হিসাব ভবিষ্যতে উৎস হিসেবে কাজ করে।

(ii). **আমানতকারীদের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান** ঃ ব্যাংকিং তহবিলের মূল উৎস আমানতকারীগণ। তাদের আস্থার উপর ব্যাংকের সাফল্য নির্ভরশীল। সঠিক হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে আমানতকারীদের হিসাবের সর্বশেষ তথ্য প্রদান করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

(iii). **অগ্রিম গ্রহণকারীদের হিসাবরক্ষণ** ঃ হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রিম বা ঋণগ্রহণকারীদের হিসাব সঠিকভাবে রাখা যায়। ফলে ব্যাংকের মূল আয় সুদ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

(iv). **লাভ-ক্ষতি নির্ণয়** ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা এক বছরে ব্যাংক কী পরিমাণ লাভ করলো বা ক্ষতির সম্মুখীন হলো তা হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়।

(v). **আর্থিক অবস্থা** ঃ একটি নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ দায় ও সম্পত্তির অবস্থা একমাত্র হিসাববিজ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমেই জানা যায়।

(vi). **জালিয়াতি রোধ** ঃ জালিয়াতি ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট করে। হিসাববিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে জালিয়াতি রোধ করা যায়।

(vii). **সুদ ও বাট্টার হিসাব** ঃ হিসাববিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বন করে হিসাবকালের জন্য অর্জিত সুদ ও বাট্টার হিসাব করা হয়।

(viii). **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ** ঃ ব্যাংক পরিচালনার জন্য প্রতিটি ব্যাংককে প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়। হিসাববিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বন করে এই খরচ হিসাবভুক্ত করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(ix). **প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহার** ঃ আইনগত প্রয়োজনে রক্ষিত হিসাব প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

✪✪✪

(২). একটি প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

➪ **কোনো প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা ঃ**

- আধুনিক হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত সঠিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান যেসব ভূমিকা পালন করে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা** ঃ হিসাববিজ্ঞানের একটি ভূমিকা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হলো সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটি বেছে নেওয়া। এক্ষেত্রে 'কার্য নির্বাচন' ও 'তথ্য নির্বাচন' এ দুটি সিদ্ধান্ত যাচাই করতে হয়।

(ii). **ব্যবস্থাপনার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা** ঃ এ ভূমিকা পালনের জন্য হিসাববিজ্ঞানের কাজ মূলত দু'টি। যথা ঃ- (ক).মনোযোগ নির্দেশ এবং (খ).সমস্যা সমাধান।

(iii). **বিনিয়োগকারীদের জন্য ভূমিকা** ঃ একজন বিনিয়োগকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবেন কি-না তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিনিয়োগ সুযোগ বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন হয়। হিসাববিজ্ঞান এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

(iv). **পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা** ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান যথার্থ তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করে ব্যবস্থাপকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(v). **নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা** ঃ বাজেট নিয়ন্ত্রণ, ব্যয় হিসাব ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(vi). **মালিকানা স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা** ঃ হিসাববিজ্ঞান একটি আর্থিক পদ্ধতির সাহায্যে ব্যবসায়ের সঠিক তথ্য মালিকানা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে মালিকানা স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

✪✪✪

(৩). হিসাববিজ্ঞান কীভাবে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনায় সাহায্য করে?

➪ একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় হিসাববিজ্ঞানের ভুমিকাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, ফলে ১০০% আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ii). খতিয়ান তৈরির মাধ্যমে খাতওয়ারী হিসাবের মোট পরিমাণ জানা যায়। ফলে হিসাবকাল শেষে প্রকৃত খরচের সাথে বাজেটের তুলনা করে খরচ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(iii). রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। ফলে সহজেই ভুল-ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(iv). সমন্বয় দাখিলার মধ্যে বাদ পড়া হিসাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে আর্থিক ফলাফল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়, যা বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(v). Balance Sheet-এর মাধ্যমে কারবারের দায় এবং সম্পত্তি সঠিক ও যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়। ফলে দায় ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়।

✪✪✪

(৪). হিসাববিজ্ঞান Functional এবং Operational সংজ্ঞা দিন।

➪ **হিসাববিজ্ঞানের ক্রিয়ামূলক (Functional) সংজ্ঞা**

হিসাববিজ্ঞান যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ, ফলাফল (লাভ/ক্ষতি) নির্ণয়, উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত, নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত, ব্যবহারকারীদের নিকট আর্থিক তথ্য জ্ঞাপন এবং আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণজনিত কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে ক্রিয়ামূলক হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।

➪ **হিসাববিজ্ঞানের পরিচালনামূলক (Operational) সংজ্ঞা**

হিসাববিজ্ঞান যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ, পরিচালনা প্রণয়ন, বাজেট তৈরিকরণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন, ভুল ও জুয়াচুরি প্রতিরোধ এবং তহবিলের উৎস নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে পরিচালনামূলক হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।

✪✪✪

(৫). Forensic হিসাববিজ্ঞান কী? এই হিসাববিজ্ঞান কি বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যায়?

➪ Forensic হিসাববিজ্ঞান

- হিসাব সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিয়ে যখন কোর্টে কোনো মামলা হয় তখন কোর্ট হিসাববিষয়ক জটিলতা নিরসনের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসাববিজ্ঞানী নিয়োগ করে তদন্ত করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করেন। এই তদন্ত প্রক্রিয়াকে Forensic Accounting বলা হয়।
- এক্ষেত্রে মামলা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিগত হিসাববিষয়ক কর্মকান্ড যাচাই করা হয়। হিসাব অসম্পূর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রেও দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক বা হিসাববিজ্ঞানী দ্বারা হিসাবসম্পূর্ণ করা হয়।
- সুতরাং বলা যায় যে, হিসাববিষয়ক জটিলতা নিরসনের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসাববিজ্ঞানীর তথ্য, উপাত্ত ও দালিলিক মতামত গ্রহণকে Forensic Accounting বলে।

➪ Forensic হিসাববিজ্ঞান ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশে বেশির ভাগ অর্থনৈতিক খাত দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। সরকারি ও বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। সুতরাং Forensic Accounting প্রয়োগের মাধ্যমে এ দুর্নীতি রোধ করা যেতে পারে।
- তবে Forensic Accounting প্রয়োগের পূর্বে ব্যয় ও উপকার তুলনা (Cost Benefit Comparison) করে দেখতে হবে তা ইতিবাচক কিনা।

✪✪✪

(৬). হিসাববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্কের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

➪ হিসাববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক

হিসাববিজ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে কোন কাজ করতে সক্ষম হয় না। এটি বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিনিময়ে ঐ সকল উৎসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। যে সব বিষয়ের সঙ্গে হিসাববিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **হিসাববিজ্ঞান এবং অর্থনীতি** ঃ

- অর্থনীতি হলো সীমাবদ্ধ সম্পদের চাহিদা পূরণে মানুষের আচরণ পর্যালোচনাকারী একটি বিজ্ঞান। মানুষ কি উপায়ে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করে, ক্রেতা-বিক্রেতা কোন অবস্থায় কি আচরণ করে ইত্যাদি বিষয় অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে।
- অপরদিকে হিসাববিজ্ঞান এই সকল আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেন অর্থের মাপকাঠিতে লিপিবদ্ধ করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে। সুতরাং হিসাববিজ্ঞান এবং অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক।

(ii). **হিসাববিজ্ঞান এবং আইনশাস্ত্র** ঃ

- দেশের প্রচলিত আইন অনেকাংশে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই হিসাববিজ্ঞান এবং আইনশাস্ত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি বিষয়।
- হিসাবরক্ষক এবং হিসাব কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে অংশীদারি আইন, কোম্পানি আইন, কর আইন, শিল্প আইন, সমবায় আইন প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী হতে হয়। কারণ সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ কার্য সম্পাদন করতে হয়।

(iii). **হিসাববিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান** ঃ

- রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের পথ নির্দেশনা দান করে। এজন্য রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়, রাষ্ট্রীয় প্রকল্প হতে আয়ের সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়াদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান হতে উদ্ভূত হয়।
- পক্ষান্তরে এ সকল রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের উপযুক্ত হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করা এবং এতদ্‌সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের কাজ।

(iv). **<u>হিসাববিজ্ঞান এবং পরিসংখ্যান</u>** ঃ

- আধুনিক ব্যবসায় পরিসংখ্যান এবং হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ।
- এই দুই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট গাণিতিক রাশিমালাকে সহজবোধ্য ও যুক্তিযুক্ত করে বিবরণী আকারে প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক তথা সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহার উপযোগী করে প্রকাশ করা । ফলে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাজ সহজ হয় ।

(v). **<u>হিসাববিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা</u>** ঃ

- আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে হিসাববিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয় ।
- হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপকগণকে ব্যবসায়ের সঠিক ও তথ্যভিত্তিক ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে এবং অধিক সুফল লাভের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে । সুতরাং হিসাববিজ্ঞানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কযুক্ত বিষয় হলো ব্যবস্থাপনা ।

✪✪✪

(৭). হিসাব তথ্যের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারী কারা? হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীগণ তথ্যসমূহের কি ধরনের ব্যবহার করেন তা উল্লেখ করুন ।

➪ হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীগণ তথ্যসমূহের যে ধরনের ব্যবহার করেন তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো ঃ

হিসাব তথ্য ব্যবহারকারী	হিসাব তথ্য ব্যবহারের ধরন
(i). একমালিকানা কারবারের মালিক, অংশীদারি কারবারের অংশীদার এবং যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ারহোল্ডারগণ	লাভ বা ক্ষতি, আর্থিক অবস্থা, শেয়ার প্রতি আয় প্রভৃতি জানার জন্য ।
(ii). ব্যবসায় পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ	ব্যবসায়ের ক্রয়-বিক্রয়, মোট মুনাফা, নীট মুনাফা প্রভৃতি জানার জন্য ।
(iii). অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক নিরীক্ষক	হিসাবের সত্যতা যাচাই, সম্পত্তির অস্তিত্ব যাচাই প্রভৃতির জন্য ।
(iv). শ্রমিক ইউনিয়ন	বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি এবং বোনাস-এর জন্য ।
(v). সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ	বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, লাভজনকতা, দায় পরিশোধ ক্ষমতা, সচ্ছলতা যাচাই করার জন্য ।
(vi). আয়কর ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষ	আয়কর ও ভ্যাট সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য ।

✪✪✪

(৮). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কে? হিসাববিজ্ঞান কিভাবে এদেরকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে?

➪ **<u>হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী</u>**

- যে পক্ষ নিয়মিত বা অনিয়মিত সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান তথ্যসমূহ ব্যবহার করে থাকেন তাদেরকে হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী বলা হয় ।
- হিসাবতথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

(i). **<u>মালিক</u>** ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক যেহেতু মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন সেহেতু প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত উন্নতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন । হিসাববিজ্ঞান সম্পদের ওপর অর্জিত আয়, মূলধনের নিরাপত্তা, পুনঃবিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ে সাহায্য করে ।

(ii). **ব্যবস্থাপকগণ** ঃ কোম্পানির ব্যবস্থাপকগণ ব্যবসার নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় ও যোগাযোগের জন্য আর্থিক বিবরণীসমূহের তথ্যাদি ব্যবহার করে থাকেন ।

(iii). **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক** ঃ হিসাববিভাগ হতে পৃথকভাবে নিযুক্ত কর্মচারী অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক প্রতিনিয়ত কারবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরীক্ষা করেন । তারাও প্রয়োজনে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকে ।

(iv). **কর্মচারীবৃন্দ** ঃ কর্মচারীবৃন্দ কাজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের হিসাববিবরণীসমূহ, আর্থিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে ।

✪✪✪

(৯). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বহিরাগত ব্যবহারকারী কারা? তারা কি উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করেন?

⇨ **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বহিরাগত ব্যবহারকারী ঃ**

- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বহিরাগত ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী** ঃ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক এমন বিনিয়োগকারীগণ অবশ্যই বিনিয়োগের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় । অর্থাৎ শেয়ার ক্রয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে ।

(ii). **পাওনাদারগণ** ঃ পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই করেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধারে পণ্য বিক্রি করে । ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় ।

(iii). **ঋণদাতা** ঃ হিসাব তথ্যের সাহায্যে সুদসহ মূল অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই করেই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়ে থাকে ।

(iv). **আয়কর ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষ** ঃ কর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণী ব্যবহার করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় কর নির্ধারণ করে থাকে । এছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট নির্ধারণ করে থাকে ।

(v). **ভোক্তা** ঃ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের মান এবং ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা এজন্য ভোক্তা সাধারণকে হিসাব তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় ।

(vi). **অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী** ঃ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনাকারীগণ হিসাবতথ্য ব্যবহার করে থাকেন ।

(vii). **গবেষকগণ** ঃ গবেষকগণ তাদের গবেষণা কার্যে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকেন ।

(viii). **জনগণ** ঃ আপামর জনসাধারণ দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং অদক্ষ পরিচালনার কারণে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা অর্জন ও সরকারের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকে ।

(ix). **আর্থিক পরামর্শক** ঃ কারবার পরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবা প্রদান করতে হিসাব তথ্য আর্থিক পরামর্শকদের প্রচুর সাহায্য করে থাকে ।

(x). **বণিক সমিতি** ঃ দেশের বণিক সমিতি উহার সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকে ।

✪✪✪

(১০). বাহ্যিক ব্যবহারকারীগণের মধ্যে (i).বিনিয়োগকারী এবং (ii).পাওনাদার আর্থিক হিসাব তথ্যকে কীভাবে ব্যবহার করেন?

⇨ (i). বিনিয়োগকারী

- বিনিয়োগকারী বলতে কোনো অংশীদারী কারবারের অংশীদার হতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি বা কোনো যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে বুঝায় ।

- অংশীদারী এবং যৌথমূলধনী কারবারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী কোন বিনিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্য ব্যবহার করে উহার লাভ অর্জন ক্ষমতা, তারল্যতা, চলতি এবং স্থায়ী দায় পরিশোধ ক্ষমতা প্রভৃতি যাচাই করে নিতে পারে।
- বিনিয়োগকারীগণ প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে অর্থের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায় এবং সেই সঙ্গে অর্থ বিনিয়োগ করা লাভজনক কি না সে সম্পর্কে জানতে চায়। হিসাব তথ্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
- তাছাড়া আর্থিক হিসাব তথ্যসমূহ যাচাই করে বিনিয়োগকারীগণ যদি মনে করেন প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে তাহলে তারা পুনর্বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

⇨ (ii).**পাওনাদার**

- যিনি বা যারা কোনো প্রতিষ্ঠানে ধারে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন তাকে বা তাদেরকে পাওনাদার বলা হয়।
- আর্থিক হিসাব তথ্যসমূহ ব্যবহার করে পাওনাদারগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায় পরিশোধের ক্ষমতা আছে কি না তা যাচাই করতে পারেন।
- সুতরাং কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাব তথ্যসমূহ যাচাই করে পাওনাদারগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

✪✪✪

(১১). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

⇨ **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য ঃ**

- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের দুই ধরনের গুণবাচক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যথা ঃ

(a). **প্রাথমিক গুণাবলি;**

(b). **মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণাবলি;**

(a). **প্রাথমিক গুণাবলি** ঃ হিসাব তথ্যের প্রাথমিক গুণাবলি নিম্নরূপ ঃ

(i). **প্রাসঙ্গিকতা** ঃ এ তথ্যের **পূর্বাভাস মূল্য, ফলাবর্তন মূল্য** এবং **সময়োপযোগিতা** থাকতে হবে।

(ii). **নির্ভরযোগ্যতা** ঃ তথ্যসমূহ নির্ভরযোগ্য হতে হলে **প্রমাণযোগ্যতা, বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন** এবং **নিরপেক্ষতা**-এ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে।

(b). **মাধ্যমিক গুণাবলি** ঃ হিসাব তথ্যের মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণাবলি নিম্নরূপ ঃ

(i). **তুলনাযোগ্য** ঃ হিসাব তথ্যসমূহ এমন হওয়া উচিত যাতে একই জাতীয় অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায়।

(ii). **সামঞ্জস্যতা** ঃ হিসাব তথ্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে পূর্বের তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য থাকে।

✪✪✪

(১২). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Comparability এবং Consistency এর মধ্যে পার্থক্য করুন।

⇨ **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Comparability এবং Consistency-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ**

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Comparability	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Consistency

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Comparability	হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Consistency
(i). হিসাব প্রদত্ত তথ্য বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে তুলনীয় হতে হয়। অর্থাৎ, হিসাব তথ্যগুলো যাতে এক বছরের সাথে অন্য বছরের তুলনা করা যায় সেভাবে পরিবেশন করতে হয়। এতে লেনদেনের সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হয় এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়। একেই হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Comparability বলে।	(i). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের Consistency বলতে বুঝায় যে হিসাবরক্ষণের কোনা নীতি একবার গৃহীত হলে তা প্রতিবছর বার বার অনুসরণ করা উচিত। যেমন- মজুদপণ্য মূল্যায়নে FIFO পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে পরবর্তী হিসাবকালেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
(ii). Comparability নির্ভর করে Consistency-এর উপর। সুতরাং প্রথমে Consistency এবং পরে Comparability আসে।	(ii). Consistency বজায় থাকলে তথ্যগুলোর Comparability বৃদ্ধি পায়।
(iii). Comparability নীতি অন্য কোন নীতির উপর নির্ভর করে না ।	(iii). Consistency নীতি হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতির উপর নির্ভরশীল।
(iv). হিসাববিজ্ঞানের আর্থিক তথ্যগুলোর তুলনামূলক চিত্র দেখার জন্য Comparability নীতি মেনে চলা হয়।	(iv). হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যেগুলো সঙ্গতিপূর্ণ রাখার জন্য Consistency নীতি মেনে চলা হয়।
(v). Comparability নীতি হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়ম বা নীতির পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে।	(v). Consistency নীতি অনুযায়ী যদি নতুন নিয়মে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয় তাহলে অবশ্যই বিবরণীর মধ্যে বা নিচে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হয়।

✪✪✪

(১৩). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং নির্ভরতার মধ্যে পার্থক্য করুন।

⇨ **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance)**

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভিন্নতা আনে তাহলে হিসাববিজ্ঞানের ঐ তথ্য হবে প্রাসঙ্গিক।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্য প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য অবশ্যই নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে ঃ
  - (i). হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ফলাবর্তন মূল্য থাকতে হবে;
  - (ii). হিসাববিজ্ঞান তথ্যকে অবশ্যই সময়োপযোগী হতে হবে;

⇨ **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের নির্ভরতা/নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)**

- হিসাববিজ্ঞান তথ্য নির্ভরযোগ্য হবে তখনি যখন হিসাববিজ্ঞানের ফলাফল প্রমাণযোগ্য এবং তথ্যের উপস্থাপনা বিশ্বাসযোগ্য হয়।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্য নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য অবশ্যই নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে –
  - (i). প্রমাণ যোগ্যতা;
  - (ii). উপস্থাপনগত বিশ্বাসযোগ্যতা;
  - (iii). নিরপেক্ষতা;

✪✪✪

(১৪). সংজ্ঞা দিন ঃ (i). সম্পদ, (ii). দায়, (iii). ইক্যুইটি, (iv). মালিকানা স্বত্ব।

⇨ **(i). সম্পদ (Assets)**

- যে সমস্ত লেনদেনের ক্রিয়াকাল বা ফলাফল কারবারে একাধিক বা অনেক বছর ধরে থাকে তাকে সম্পদ বলা হয়।
- কারবার পরিচালনার জন্য দু'ধরনের সম্পদ কারবারে থাকে। যথা ঃ

(i). **স্থায়ী সম্পদ** ঃ যেমন - জমি, যন্ত্রপাতি, দালান, আসবাবপত্র ইত্যাদি;

(ii). **চলতি সম্পদ** ঃ যেমন - প্রাপ্য নোট, মজুত পণ্য, কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ ইত্যাদি;

- এছাড়াও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি আছে, যেমন - সুনাম ।

⇨ **(ii). দায় (Liabilities)**

- কারবারের নিকট তৃতীয় পক্ষের দাবি বা অধিকারকে দায় বলে । সুতরাং দায় বলতে মূলত বহির্দায়কে বুঝায় ।
- দায় সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে ঃ

(i). **দীর্ঘমেয়াদী দায়** ঃ যেমন - ব্যাংক লোন, ঋণপত্র, প্রদেয় নোট ইত্যাদি;

(ii). **চলতি দায়** ঃ যেমন - প্রদেয় বিল, প্রদেয় খরচ, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ইত্যাদি;

⇨ **(iii). ইক্যুইটি (Equity)**

- যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ারহোল্ডারদের পরিশোধিত অর্থকে ইক্যুইটি বলা হয় ।
- উদাহরণস্বরূপ ঃ ১০০ টাকা মূল্যের ১০০০ শেয়ারের ৫০ টাকা পরিশোধিত হলে উহাকে ইক্যুইটি বলে ।

⇨ **(iv). মালিকানা স্বত্ব**

- এক মালিকানা কারবারের মালিকের মূলধনকেই মালিকানা স্বত্ব বলে ।
- হিসাবকাল শেষে মালিকানা স্বত্ব নিম্নরূপে নির্ণয় করা হয় ঃ

প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ + অতিরিক্ত মূলধন - উত্তোলন

- নিট লাভ না হয়ে লোকসান হলে তা বাদ যাবে ।

✪✪✪

(১৫). টার্মগুলোর সংজ্ঞা দিন : (i). ব্যয়, (ii). ক্ষতি, (iii). আয়, (iv). লাভ ।

⇨ **(i). ব্যয় (Expenses)**

- হিসাবকালের আয় অর্জন করার জন্য ঐ হিসাবকালের মধ্যে সম্পদ বা বিবিধ সেবার ব্যবহৃত অংশকেই ব্যয় বা খরচ নামে অভিহিত করা হয় ।
- মুনাফা বা নীট মুনাফা অর্জন করার জন্য এ খরচ আবশ্যিক । সুতরাং বলা যায় যে, আয় অর্জন করতে যে খরচ হয় তাই ব্যয় ।

⇨ **(ii). ক্ষতি (Losses)**

নিয়মিত খরচ এবং মালিকের প্রতি বণ্টন ছাড়া অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎস বা অনিয়মিত ঘটনা থেকে সৃষ্ট খরচ দ্বারা মালিকানা সত্ত্বার হ্রাস ঘটলে তাকে ক্ষতি বলা হয় ।

⇨ **(iii). আয় (Revenue)**

- পণ্য বা সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য সম্পদের আন্তঃপ্রবাহ বা বৃদ্ধিই হচ্ছে আয় ।
- আয় অবশ্যই দায়মুক্ত হতে হবে । অর্তাৎ প্রাপ্ত সুবিধার বিনিময়ে কোন দায় সৃষ্টি হবে না ।

⇨ **(iv). লাভ (Gains)**

রাজস্ব আয় বা মালিকের বিনিয়োগ ছাড়া অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অন্যান্য অনিয়মিত ঘটনা থেকে সৃষ্ট মুনাফা দ্বারা মালিকানা সত্ত্বার বৃদ্ধি ঘটলে তাকে লাভ বলা হয় ।

✪✪✪

(১৬). ***হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।***

⇨ **হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা ঃ**

- প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বইতে লেনদেনগুলো কিভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে এবং হিসাব প্রতিবেদন কিভাবে উপস্থাপিত হবে তা যে নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তাকে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা বলে ।
- নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের চারটি নীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **ক্রয়মূল্য নীতি বা অতীত মূল্য নীতি**

এই নীতি অনুসারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তি যে মূল্যে ক্রয় করা হয় ঐ মূল্যই হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ঐ সম্পত্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়মূল্য অনুসারে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয় ।

(ii). **আয় শনাক্তকরণ নীতি**

এই নীতি অনুসারে যে আর্থিক বছরে আয় অর্জিত হলো ঐ আর্থিক বছরে ঐ আয়কে হিসাবভুক্ত করতে হবে । এ নীতির কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন ।

(iii). **সমন্বয় নীতি**

এখানে সমন্বয় বলতে আয়ের বিপরীতে ব্যয় সমন্বয়কে নীতি হিসাবে বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আয় অর্জনের জন্য যে ব্যয়টি সংশ্লিষ্ট থাকে সেই ব্যয়টি তখনই হিসাবভুক্ত করা হবে যখন ঐ ব্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়টি হিসাবভুক্ত করা হয় ।

(iv). **পূর্ণ প্রকাশের নীতি**

তথ্য ব্যবহারকারীগণের বিবেচনায় আসবে এমন সকল তথ্য আর্থিক বিবরণী বা আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে ।

✪✪✪

(১৭). ***হিসাববিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা নীতির (Consistency Principle) প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।***

⇨ **হিসাববিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা নীতির (Consistency Principle) প্রয়োজনীয়তা ঃ**

- হিসাববিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা নীতির মূলকথা হলো, "হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বছরের একই নীতির অনুসরণ করা উচিত" ।
- কারণ কোম্পানির বিভিন্ন বছরের লাভ-ক্ষতি তুলনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন আছে । যদি বিভন্ন বছরে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে এক বছরের আর্থিক ফলাফলের সাথে অন্য বছরের আর্থিক ফলাফলের সামঞ্জস্য থাকবে না ।
- ফলে তুলনামূলক সিদ্ধান্তও সঠিক হবে না । যেমন- এক বছর যদি মজুত পণ্যের ক্রয়মূল্য প্রদর্শন করা হয় এবং পরের বছর যদি বিক্রয়মূল্য বা বাজার মূল্যে প্রদর্শন করা হয় তাহলে লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ে গড়মিল দেখা দিবে । তাই হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করা উচিত ।
- তবে এ ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, কোন নিয়ম একবার চালু করলে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না । পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করে যদি দেখা যায় যে, নিয়ম কিছু পরিবর্তন করলে আরও উন্নতমানের ফলাফল লাভ করা যাবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই নীতির পরিবর্তন করা যাবে ।

✪✪✪

(১৮). ***ব্যয়নীতি, রাজস্ব নীতি ও মিলকরণ নীতি ব্যাখ্যা করুন।***

⇨ **ব্যয় নীতি**

- এ নীতির মূল বক্তব্য হলো সম্পত্তিসমূহকে উক্ত সম্পত্তি অর্জনে প্রদত্ত অর্থে অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে । পরবর্তীতে বাজার মূল্য যাই হোক না কেন স্থায়ী সম্পত্তি অবশ্যই ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে ।
- চলতি সম্পত্তির আয়ুষ্কাল সর্বোচ্চ এক বছর হওয়ায় এর মূল্যায়নে এ নীতি প্রযোজ্য নয় ।
- বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ক্রয়মূল্য নীতি চলতি সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লিপিবদ্ধকরণের সময় প্রযোজ্য এবং স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে সবসময় প্রযোজ্য ।

⇨ **রাজস্ব নীতি**

- পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আয়ের সূত্রপাত ঘটে। এ নীতি প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়।
- রাজস্ব নীতিতে কোন আয়কে কখন আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়।
- এ নীতি অনুযায়ী যখন ক্রেতার নিকট পণ্যের মালিকানাসত্ত্ব হস্তান্তরিত হয় বা কোন সেবা প্রদান সম্পন্ন হয় এবং তার ফলে ক্রেতা বা সেবা গ্রহণকারীর নিকট হতে অর্থ পাওয়ার বা আদায়ের অধিকার সৃষ্টি হয় তখন তা লিপিবদ্ধ করা হয়।
- রাজস্ব স্বীকৃতি নীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, কমিশন অর্জিত হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায় নি, বিনিয়োগের বকেয়া সুদ, বকেয়া উপ-ভাড়া ইত্যাদিকে আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে হবে যদিও নগদ অর্থ পাওয়া যায়নি।

⇨ **মিলকরণ নীতি**

- মিলকরণ নীতির অর্থ হলো আয়ের সাথে ব্যয়ের সংযোগসাধন।
- এ নীতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য মুনাফা জাতীয় আয়সমূহ হতে ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে প্রদত্ত ও প্রদেয় সকল মুনাফা জাতীয় খরচসমূহ বাদ দিয়ে ব্যবসায়িক লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- এ নীতিতে শুধুমাত্র চলতি হিসাবকালের প্রাপ্ত ও প্রাপ্য মুনাফা জাতীয় আয়ের সাথে উক্ত চলতি হিসাবকালের প্রদত্ত ও প্রদেয় মুনাফা জাতীয় খরচের সংযোগ সাধন করা হয়। ঐসব আয়-ব্যয়ের পূর্ববর্তী হিসাবকালের সংযোগ সাধন হবে না।

✪✪✪

(১৯). *GAAP এবং Cost Principle ব্যাখ্যা করুন।*

⇨ **GAAP ঃ**

- যে নিয়ম বা ধারণা হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তাকে সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বা Generally Accepted Accounting Principles, সংক্ষেপে GAAP বলে।
- অর্থাৎ, GAAP হলো ঐসব নীতিমালা, যা হিসাববিজ্ঞান কৌশল নির্বাচন এবং উত্তম হিসাববিজ্ঞান চর্চা হিসেবে বিবেচিত পদ্ধতিতে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরির হিসাববিজ্ঞান পেশাকে নির্দেশনা দেয়।
- GAAP-এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ
  - (i). GAAP সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সত্য প্রমাণিত।
  - (ii). এর নীতিমালাসমূহ ব্যক্তিগত কার্যাভ্যাস, রাষ্ট্রীয় আইন এবং আদালতের রায় দ্বারা গঠিত হয়েছে।
  - (iii). প্রত্যেক হিসাব ব্যবহারকারীগণকে এই নীতিমালা অনুসরণ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়।
  - (iv). এই নীতি অনুসরণ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করলে তা সঠিক হয়।

⇨ **Cost Principle (ব্যয় নীতি) ঃ**

- এই নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে সকল পণ্য ও সেবা ক্রয় করে সেগুলো ক্রয়মূল্যে হিসাব বইতে দেখানো হয় এবং এই পণ্য বা সেবার উপযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়মূল্য অনুসারেই আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে।
- উদাহরণস্বরূপ, কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১ কোটি টাকায় একখন্ড জমি ক্রয় করল। এক্ষেত্রে হিসাব বইতে জমিটির মূল্য ১ কোটি টাকাই লিপিবদ্ধ করতে হবে। যদি বাজার মূল্য পরিবর্তন হয় তাহলেও তা ১ কোটি টাকা দেখাতে হবে। যদি ১০ বছর পর ঐ জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে আরও ১০ গুণ হয় তাহলে ১০ বছর পর ক্রয়মূল্য অনুযায়ী এই জমির মূল্য উদ্বৃত্তপত্রে ১ কোটি টাকাই প্রদর্শন করতে হবে। দায়ের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

✪✪✪

(২০). ***Going Concern Assumption কী? এমন একটা পরিস্থিতি বর্ণনা করুন যেখানে Going Concern Assumption প্রয়োগ হয় না।***

⇨ **<u>Going Concern Assumption (চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা)</u> ঃ**

- কারবারি প্রতিষ্ঠানটি অনাদিকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরি করা হয়।
- মনে করা হয় যে, আপাতত কারবারটিকে বিলোপ সাধনের ইচ্ছা নেই অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতেও কারবারটির স্বাভাবিক কার্যকলাপসহ চলমান অস্তিত্ব বজায় রাখবে।
- এ ধারণার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

(i). বিভিন্ন ব্যয়গুলোকে দীর্ঘমেয়াদি বা মূলধন জাতীয় এবং চলতি বছরে সমাপ্য বা মুনাফা জাতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রথমোক্ত ব্যয়গুলোকে উদ্বৃত্তপত্রে এবং শেষোক্ত ব্যয়গুলোকে লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয়।

(ii). স্থির সম্পত্তির মূল্যগুলোকে তাদের ক্রয়মূল্য বাদ অবচয় ধরে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়। তাদের বাজার দাম বা বর্তমানে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়া যেত, তাকে হিসাবে ধরা হয় না।

(iii). স্থির সম্পদের অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে তাদের বাজার মূল্যকে ভিত্তি না ধরে কার্যকরী জীবনকালকে ভিত্তি ধরা হয়।

(iv). অগ্রিম প্রদত্ত খরচকে সম্পত্তি গণ্য করা হয় যদিও তাদের কোনো আদায় মূল্য নেই।

(v). চলতি সম্পদসমূহ ক্রয়মূল্য এবং আদায়যোগ্য মূল্যের মধ্যে নিম্নতর অঙ্কে প্রদর্শিত হয়।

⇨ **<u>যেখানে Going Concern Assumption প্রয়োগ হয় না</u> ঃ**

- যদি এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সামনের বছর বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে যে সকল খরচ প্রতি বছর অবলোপন করা হতো ঐ সকল খরচের অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অংশ ঐ এক বছরের খরচ হিসেবে গণ্য করে মূল হিসাবে দেখাতে হবে।
- এরূপ দুই ধরনের হিসাবের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ভিন্ন রকম হবে।

✪✪✪

(২১). ***"হিসাববিজ্ঞানের Matching Principle-এর কারণে Adjusting Entry-এর প্রয়োজন হয়" - ব্যাখ্যা করুন।***

⇨ হিসাববিজ্ঞানের Matching Principle-এর কারণে Adjusting Entry-এর প্রয়োজন হয়। নিচে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

(i). কোনো হিসাবকালে খরচ বকেয়া রয়েছে অর্থাৎ খরচ দেয়া হয়নি কিন্তু তা ঐ হিসাবকালের খরচ। তাই আয়ের বিপরীতে খরচ Matching করার জন্য Adjusting Entry দিতে হয়।

(ii). কোনো হিসাবকালে খরচ অগ্রিম প্রদান করা হলে ঐ অগ্রিম খরচের অংশটুকু ঐ হিসাবকাল সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় Matching করার জন্য Adjusting Entry দিতে হয়।

(iii). কোনো হিসাবকালের বাহিরের সময়ের আয় প্রাপ্ত হলে নীট আয় নির্ণয় করার জন্য হিসাবকালের বাহিরের আয় বাদ দিতে হয়। অর্থাৎ Matching করার জন্য Adjusting Entry দিতে হয়।

(iv). কোনো হিসাবকালে আয় বকেয়া থাকলে ঐ হিসাবকালের সঠিক আয় নির্ণয় করার জন্য ঐ বকেয়া আয়কে হিসাবভুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ Matching করার জন্য Adjusting Entry দিতে হয়।

(v). সঠিক আয় নির্ণয়ের জন্য সকল ক্রয়ের ব্যয় হিসাবভুক্ত না করে সমাপনী মজুদ পণ্যের ব্যয় বাদ দেয়া হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ধরা হয়। এক্ষেত্রেও Matching Principle-এর জন্য Adjusting Entry দিতে হয়।

✪✪✪

(২২). ***হিসাববিজ্ঞানের নীতিগুলোর বাধাসমূহ/হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো বিবৃত করুন।***

➪ **হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা/নীতিগুলোর বাধাসমূহ ঃ**

- যে ধারণাগুলো হিসাববিজ্ঞানের নীতির প্রয়োগকে প্রভাবিত করে তাদেরকে হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বলা হয়।
- হিসাববিজ্ঞানের চারটি সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **ব্যয়-সুবিধা সম্পর্ক সীমাবদ্ধতা** ঃ হিসাব তথ্য পরিবেশন করতে একদিকে যেমন ব্যয় হয় তেমনি উক্ত তথ্য হতে সুবিধাও পাওয়া যায়। ব্যয়ের তুলনায় সুবিধা বেশি হলে ব্যবহারকারীদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে, ব্যয়ের তুলনায় সুবিধা কম হলে তা ব্যবহারকারীদের নিকট বর্জনীয় হয়। সুতরাং ব্যবসায়িক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে এবং তথ্য প্রকাশ করতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

(ii). **বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা** ঃ একটি হিসাবখাত বা দফাকে আর্থিক বিবরণীতে কতটুকু গুরুত্ব সহকারে দেখাতে হবে তা বস্তুনিষ্ঠতার মূল বিষয়। প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে হিসাবরক্ষককে পারদর্শী হতে হয়।

(iii). **শিল্প ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা** ঃ কারবারের বিভিন্নতার কারণে বিশেষ করে সেবা, রেল, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিসাবনীতি চর্চা ও প্রয়োগে কিছু কিছু বিষয় উপেক্ষা করা হয় অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বিশেষ হিসাব অনুমোদন করা হয় বলে হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক নীতির প্রয়োগ উপেক্ষিত হয়।

(iv). **রক্ষণশীলতার সীমাবদ্ধতা** ঃ ব্যবসা জগতে অনিশ্চয়তার কারণে পূর্ব হতে সম্ভাব্য লোকসানের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করাকে রক্ষণশীলতা বলে। এ সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল প্রকার ক্ষতি ও ব্যয়কে হিসাবভুক্ত করা হয়।

✪✪✪

(২৩). ***হিসাবকালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।***

➪ **হিসাবকালের গুরুত্ব ঃ**

- হিসাবকালের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয় হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনগুলোর নীট ফল অর্থাৎ লাভ ও ক্ষতি এবং ঐ হিসাবকালের শেষ দিনে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- তাছাড়া নিম্নলিখিত কার্যক্ষেত্রে হিসাবকাল ধারণা বিশেষ প্রয়োজন ঃ

(i). আয় ও ব্যয়গুলোকে মূলধনী খাতে এবং রেভিনিউ খাতে বিভাজন করা।

(ii). আয় ও ব্যয়গুলোকে বর্তমান হিসাবকাল এবং ভবিষ্যৎ হিসাবকালের মধ্যে বিভাজন করা।

(iii). রেভিনিউ সৃষ্টির সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা।

(iv). চলতি হিসাবকালের অতিবাহিত ব্যয়সমূহকে সংশ্লিষ্ট রেভিনিউ -এর সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় করা।

(v). বিলম্বিতকরণ এবং মূলতবীকরণ সংক্রান্ত ধারণা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা।

✪✪✪

(২৪). ***মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?***

➪ **মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যসমূহ ঃ**

মূলধন জাতীয় ব্যয়	মুনাফা জাতীয় ব্যয়
(a). সম্পত্তি অর্জনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে	(a). মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় হয় তাকে মুনাফা জাতীয়

মূলধন জাতীয় ব্যয় বলা হয় ।	ব্যয় বলা হয় ।
(b). এ ব্যয় এককালীন প্রদত্ত হয় ।	(b). এ ব্যয় বারবার প্রদত্ত হয় ।
(c). এর ব্যয় বড় অঙ্কের, কিন্তু সংখ্যায় কম হয়ে থাকে ।	(c). এতে ব্যয়ের পরিমাণ কম হয়, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি ।
(d). এর বিনিময়ে সম্পত্তি অর্জিত হয় ।	(d). এর বিনিময়ে সম্পত্তি অর্জিত হয় না ।
(e). মূলধন জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ হলো- আসবাবপত্র, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ।	(e). মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ হলো- বেতন, ভাড়া, প্রদত্ত বাট্টা ইত্যাদি ।
(f). উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয় ।	(f). উদ্বৃত্তপত্রে মুনাফা সংক্রান্ত হিসাবে দেখানো হয় ।
(g). এটি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে সহায়তা করে ।	(g). এটি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করে ।
(h). এটি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।	(h). এটি হিসাব বছরেই নিংশেষ হয়ে যায় ।

✪✪✪

(২৫). ***নৈতিকতার সংজ্ঞা দিন। কেন নৈতিকতা ব্যবসায়ে অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ?***

⇨ **<u>নৈতিকতা</u>**

- ইংরেজি 'Ethics' শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো 'নৈতিকতা' । সাধারণ অর্থে, নৈতিকতা শব্দটির দ্বারা বোঝায় ন্যায়-অন্যায় বিচার সংক্রান্ত নীতি বা মূল্যবোধ ।
- অর্থাৎ নৈতিকতা এমন কতকগুলো নীতি বা মূল্যবোধের সমষ্টি যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ।
- নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিচার করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৎ আচরণে প্রবৃত্ত করে ।

⇨ **<u>হিসাববিজ্ঞান এবং নৈতিকতা</u>**

- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যাবলি সফল করার জন্য যে সকল মৌলিক ধারণাসমূহ হিসাব প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা হয় তাই হিসাববিজ্ঞানের নৈতিকতা ।
- হিসাববিজ্ঞানের নৈতিকতা যে সকল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো ঃ
  - (i). **<u>ধর্মীয় অনুশাসন</u>** ঃ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখা ধর্মীয় কর্তব্য । আর হিসাববিজ্ঞান তা পালনে অনুপ্রেরণা দেয় ।
  - (ii). **<u>নৈতিক চরিত্র গঠন</u>** ঃ যথার্থ কার্য সম্পাদন করা একজন ব্যক্তির বা দলের নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ, আর হিসাব সচেতনতা এ চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে ।
  - (iii). **<u>অপচয় রোধ</u>** ঃ "আয় বুঝে ব্যয় করো"- এ মূল্যবোধকে হিসাববিজ্ঞান সফলতা দিয়েছে ।
  - (iv). **<u>আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতা</u>** ঃ হিসাব সচেতনতা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করতে সহায়তা করে ।
  - (v). **<u>ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণ</u>** ঃ হিসাববিজ্ঞান ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের অবস্থা জ্ঞাপনে সহায়তা করে, ফলে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা সহজ হয় ।
  - (vi). **<u>অপরাধ ও দুর্নীতি হ্রাস</u>** ঃ নিরীক্ষা হিসাববিজ্ঞান অপরাধ ও দুর্নীতি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে ।
- অতএব, হিসাববিজ্ঞান ব্যক্তি, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈতিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে ।

✪✪✪

(২৬). ***আর্থিক বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী বিশে-ষণ বলতে কী বুঝায়? আর্থিক বিবরণী বিশে-ষণের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর"ন।***

⇨ **আর্থিক বিবরণী**

- কারবার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ উক্ত কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিসাবসংক্রান্ত যে বিবরণী তৈরি করেন তাকে আর্থিক বিবরণী বলা হয়।
- অন্যভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় আইনগত বিধিবিধান মেনে সরকারি বিভিন্ন নিয়ামক সংস্থা ও ব্যবহারকারীদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে কারবারের যে হিসাব বা বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আর্থিক বিবরণী বলে।

⇨ **আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষন**

- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বলতে আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে সন্নিবেশিত আর্থিক তথ্যের বিস্তৃতভাবে সমালোচনা সহকারে পরীক্ষা করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- সুতরাং আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের অর্থ হলো উদ্বৃত্তপত্র ও আয়ের বিবরণীতে সন্নিবেশিত তথ্যের এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।
- অন্যভাবে বলা যায়, আয় বিবরণী (ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাব) এবং উদ্বৃত্তপত্রের অন্তর্নিহিত তথ্য ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপন করাকেই আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বলে।

⇨ **আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষনের উদ্দেশ্যসমূহ**

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(i). ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা তথা তারল্য কাঠামো সম্পর্কে অবহিত করা।

(ii). প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি অর্জন ক্ষমতা পর্যালোচনা করা।

(iii). ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

(iv). প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সদ্ব্যবহার ও কাম্য ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা।

(v). প্রতিষ্ঠানের ক্রম উন্নয়ন, অগ্রগতি, প্রতিযোগীদের অবস্থানের সাথে নিজেদের অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।

(vi). শেয়ার প্রতি উপার্জন হার, শেয়ারের বাজার মূল্য, বিনিয়োগকারীদের সন্তুষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ পরিবেশ ইত্যাদির আলোকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করা।

(vii). পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে ব্যবস্থাপনার সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষমতা বিচার করা।

✪✪✪

(২৭). ***সমান্ড়রাল ও উলম্ব বিশে-ষণ বলতে কী বুঝায়? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।***

⇨ **সমান্তরাল বা অনুভূমিক বিশ্লেষণ**

- যখন বেশ কয়েক বছরের আর্থিক বিবরণীকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে সমান্তরাল বিশ্লেষণ বা Horizontal Analysis বলে। এ বিশ্লেষণকে প্রবণতা বিশ্লেষণও বলা হয়।
- মূলত এ বিশ্লেষণে অতীতে কোন এক বছরের আর্থিক বিবরণীকে base ধরে প্রতিটি আইটেমের হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে বিশ্লেষণকে গতিশীল বিশ্লেষণও বলা হয়।
- পরিবর্তনের শতকরা হার = $\left(\frac{\text{চলতি বছরের পরিমাণ} - \text{ভিত্তি বছরের পরিমাণ}}{\text{ভিত্তি বছরের পরিমাণ}} \times ১০০\right)\%$

⇨ **খাড়াখাড়ি বা উলম্ব বিশ্লেষণ**

- যে বিশ্লেষণে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে উলম্ব বিশ্লেষণ বা Vertical Analysis বলে। এ বিশ্লেষণকে সমআকার আর্থিক বিবরণী কৌশলও বলা হয়।

- মূলত এ বিশ্লেষণে আর্থিক বিবরণীর একটি নির্দিষ্ট তারিখের তাৎপর্যপূর্ণ আইটেমকে ভিত্তি ধরে অন্যান্য আইটেমকে এর সাথে তুলনা করা হয়।

(ক). আয় বিবরণীর প্রতিটি আইটেমের শতকরা হার $= \left(\frac{\text{আয় বিবরণীর প্রতিটি আইটেম}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০ \right)\%$

(খ). ব্যালেন্স শীটের প্রতিটি সম্পত্তি আইটেমের শতকরা হার

$$= \left(\frac{\text{ব্যালেন্স শীটের প্রতিটি সম্পত্তি আইটেম}}{\text{মোট সম্পত্তি}} \times ১০০ \right)\%$$

(গ). ব্যালেন্স শীটের প্রতিটি দায় আইটেমের শতকরা হার

$$= \left(\frac{\text{ব্যালেন্স শীটের প্রতিটি দায় আইটেম বা ইকুইটি আইটেম}}{\text{মোট দায় এবং শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি}} \times ১০০ \right)\%$$

⇨ সমান্তরাল এবং উল্লম্ব বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্যসমূহ ঃ

সমান্তরাল বা অনুভূমিক বিশ্লেষণ	উলম্ব বা খাড়াখাড়ি বিশ্লেষণ
(a). আর্থিক বিবরণীর যে বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানের একাধিক বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহকে কাজে লাগানো হয় তাকে সমান্তরাল বা অনুভূমিক বিশ্লেষণ বলে।	(a). আর্থিক বিবরণীর যে বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানের কোন এক বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহকে কাজে লাগানো হয় তাকে উলম্ব বা খাড়াখাড়ি বিশ্লেষণ বলে।
(b). তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী তৈরি করাই এ বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।	(b). একটি নির্দিষ্ট বছরের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবরণীসমূহের অনুপাত বিশ্লেষণ করাই এ বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।
(c). এ বিশ্লেষণ বিভিন্ন বছরভিত্তিক ও তুলনামূলক বলে একে গতিশীল বিশ্লেষণ বলে।	(c). এ বিশ্লেষণ একটি নির্দিষ্ট বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে একে স্থির বিশ্লেষণ বলে।
(d). এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক ফলাফলের তুলনা করা যায়।	(d). এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক ফলাফলের তুলনা করা যায় না।
(e). দীর্ঘমেয়াদী ঝোঁক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে এ বিশ্লেষণ খুবই উপযোগী।	(e). দীর্ঘমেয়াদী ঝোঁক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।

✪✪✪

(২৮). ***অনুপাত বিশে-ষণ কী? অনুপাত বিশে-ষণের গুর"ত্ব বা উদ্দেশ্যসমূহ ও সীমাবদ্ধতা কী কী?***

⇨ অনুপাত বিশ্লেষণ

- অনুপাত বিশ্লেষণ হলো এমন একটি গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌশল যার মাধ্যমে একটি ব্যবসায়ের আর্থিক রাশি বা উপাত্তসমূহ অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের বা বিভিন্ন বছরের বা শিল্পের আদর্শমানের সাথে তুলনা করা যায়।

- প্রতিষ্ঠানের একটি রাশির মানের সাথে আরেকটি রাশির মানের যে গাণিতিক সম্পর্ক বা তাদের মধ্যকার আনুপাতিক সম্পর্ক থাকে তা অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

- অনুপাত বিশ্লেষণের অনুপাত মান আদর্শ মানের সাথে বা শিল্পে অবস্থিত অন্যান্য সমজাতীয় ব্যবসায়ের অনুপাতের সাথে তুলনা করা হয় এবং এর মাধ্যমে ব্যবসায়ের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়।

⇨ **অনুপাত বিশ্লেষণের গুরুত্ব**

- আর্থিক বিশ্লেষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, বহুল ব্যবহৃত ও ফলপ্রসূ বিশ্লেষণ হলো অনুপাত বিশ্লেষণ। আর্থিক বিশ্লেষকগণ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, ব্যয় সংকোচন ও মুনাফা হারের বৃদ্ধির ধারা ঠিক রাখা প্রভৃতির মূল্যায়নের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণের সহায়তা নিয়ে থাকে।
- নিচে অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **তারল্য** ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য Current Ratio এবং Acid Test Ratio বিশ্লেষণ সর্বাধিক জনপ্রিয়।

(ii). **সামর্থ্য** ঃ অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখে কিনা তা যাচাই করা যায়।

(iii). **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা** ঃ ব্যবস্থাপনা কত দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করছে অর্থাৎ ব্যবসায়ের সম্পদ কত কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারছে তা জানা সম্ভব হয় বিভিন্ন অনুপাত, যেমন- Turn Over Ratio, Expense Ratio, Activity Ratio বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

(iv). **মুনাফা অর্জন** ঃ ব্যবসায়ের মুনাফা পরিমাপ করার জন্য Gross Profit Ratio, Net Profit Ratio, Return on Investment এবং Return on Equity অনুপাত ব্যবহৃত হয়।

(v). **সাধারণ প্রবণতা বিশ্লেষণ** ঃ প্রতিষ্ঠানের গতি-প্রকৃতি বা সাধারণ প্রবণতা নির্ণয়ে অনুপাত বিশ্লেষণ সাহায্য করে থাকে।

⇨ **অনুপাত বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা ঃ** নিচে অনুপাত বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **আদর্শমান** ঃ অনুপাত বিশ্লেষণের মূল বা অন্যতম জটিলতা হলো আদর্শ মান ঠিক করা।

(ii). **বহুবিধ ব্যবসা** ঃ বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান শুধু একটি লাইনের ব্যবসা না করে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা করে থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত তা ঠিক করা জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

(iii). **হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতির ব্যবহার** ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতির ব্যবহার একভাবে করে না। ফলে এক প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানকে তুলনা করা অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(iv). **অনুপাত স্থির** ঃ অনুপাত একটি স্থির পরিমাপক। কোন স্থির পরিমাপক ভবিষ্যতের প্রবণতা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না।

(v). **শিল্পের সাধারণ হার** ঃ উক্ত সাধারণ গড় হার অনেকটা অনুমানভিত্তিক। কোম্পানি এ ক্ষেত্রে শুধু প্রতিযোগীদের অনুপাত দিতে পারে অন্যদের অনুপাত বিবেচনায় নাও আনতে পারে।

✪✪✪

(২৯). ***একটি ব্যবসায়ের তারল্য বলতে কী বোঝেন? একটি ফার্মের তারল্য কীভাবে নির্ধারণ করা যায়?***

⇨ **তারল্যের সংজ্ঞা**

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতাকে তারল্য বলা হয়। এই তারল্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- তারল্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতি ১ টাকা স্বল্পমেয়াদী দায়ের বিপরীতে কত টাকার চলতি সম্পদ আছে তা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাই তারল্য অবস্থাকে প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী স্বচ্ছলতার প্রতীক বলা হয়।
- তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারল্যের ফলে নগদ অর্থ অলসভাবে পরে থাকে ফলে মুনাফা হ্রাস পায়। অপরদিকে মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্য স্থায়ী সম্পত্তিতে মাত্রাতিরিক্ত বিনিয়োগ কারবারের চলতি আর্থিক স্বচ্ছলতা বিপর্যস্ত করে। সুতরাং তারল্য এবং মুনাফা পরস্পর সম্পর্কিত এবং বিপরীতধর্মী।

⇨ **একটি ফার্মের তারল্য নির্ধারণ পদ্ধতি**

- তারল্যের কাম্য অবস্থা নির্ধারণ একটি জটিল বিষয়। বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কারবার প্রতিষ্ঠান তার তারল্য নির্ধারণ করে থাকে।
- তারল্যের পর্যায় নির্ধারণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত তিনটি অনুপাত ব্যবহার করা হয় ঃ
  - (i). চলতি অনুপাত
  - (ii). তারল্য অনুপাত
  - (iii). কার্যকরী মূলধন অনুপাত

✪✪✪

(৩০). ***হিসাব-চক্র বলতে কী বুঝায়? হিসাব-চক্রের ধাপগুলো কী কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।***

⇨ **হিসাব চক্র**

- সাধারণ অর্থে চক্র বলতে কোন কিছুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে বুঝায়। সুতরাং হিসাবরক্ষণ কার্যাবলির পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে হিসাব চক্র বলে। অর্থাৎ হিসাব চক্র হলো হিসাববিজ্ঞান উপাত্তের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপসমূহ।

- অন্যভাবে বলা যায়, হিসাবের তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ প্রক্রিয়াকে হিসাব চক্র বলে। 'চক্র' শব্দ দ্বারা এ বিশেষ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বুঝায় যা যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধানে কারবারের নতুন আবর্তনকেই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সাহায্য করে।

⇨ **হিসাব চক্রের ধাপসমূহ**

- হিসাব চক্রের আধুনিক ধাপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **লেনদেন সনাক্তকরণ** ঃ এ ধাপে কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সংগ্রহ করা হয় এবং জাবেদা করার জন্য হিসাব খাত বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করা হয়। কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এরূপ লেনদেন বাদ দেয়া হয়।

(ii). **জাবেদায় লিপিবদ্ধকরণ** ঃ ব্যবসায়েরর সঠিক ও নির্ভুল হিসাব রাখার জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে তারিখ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ছকে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

(iii). **লেনদেনের শ্রেণীবদ্ধকরণ বা খতিয়ানকরণ** ঃ জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ লেনদেনগুলোকে জাবেদা হতে খতিয়ানের বিভিন্ন শিরোনামে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে একই প্রকার লেনদেন একটি নির্দিষ্ট শিরোনামের আওতায় লিপিবদ্ধ হয়। এরূপ প্রত্যেকটি শিরোনামকে একটি হিসাব খাত বলে।

(iv). **সংক্ষিপ্তকরণ বা রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ** ঃ এই পর্যায়ে হিসাবের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। খতিয়ান হতে প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট জের নিয়ে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এই রেওয়ামিলের সাহায্যে অতি সহজে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

(v). **ভুল সংশোধন ও সমন্বয় দাখিলা প্রদান** ঃ রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পরও হিসাবে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করার পূর্বে ঐ সকল ভুলত্রুটি সংশোধন করে সমন্বয় দাখিলা প্রদান করতে হয়।

(vi). **সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ** ঃ এ ধাপে বকেয়া আয়-ব্যয়, অগ্রিম আয়-ব্যয়, অবচয়, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ও হিসাবের অন্যান্য সমন্বয়গুলি একত্রে যোগ-বিয়োগ করে সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

(vii). **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ** ঃ রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর উক্ত রেওয়ামিল হতে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়। অর্থাৎ সমন্বিত রেওয়ামিলের ভিত্তিতে এ পর্যায়ে Income Statement, Owner's Equity Statement, Balance Sheet এবং Cash Flow Statement প্রস্তুত করা হয়।

(viii). **সমাপনী দাখিলা প্রস্তুতকরণ** ঃ নামিক হিসাবগুলির জের শূণ্য করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমাপনী দাখিলা বলে।

(ix). **সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ** ঃ নামিক হিসাব অর্থাৎ আয়-ব্যয় হিসাব বন্ধ করার পর সম্পত্তি ও দায়ের জের নিয়ে সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

(x). **বিপরীত দাখিলা প্রদান** ঃ সমন্বয় দাখিলার বকেয়া আয় ও ব্যয় এবং অগ্রিম আয়-ব্যয়সমূহের উল্টা দাখিলাকে বিপরীত দাখিলা বলে। এটি হিসাবচক্রের একটি অতিরিক্ত ধাপ।

✪✪✪

(৩১). ***লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মূল ধাপগুলো চিহ্নিত করুন।***

➪ **লেনদেন লিপিবদ্ধকরনের ধাপসমূহ**

- লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া হলো একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন। প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই হিসাববিজ্ঞানের স্বীকৃত নিয়মকানুন মেনেই লেনদেন হিসাবভুক্ত করে।
- নিচে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের ধাপসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **হিসাব খাতে লেনদেনের প্রভাব বিশ্লেষণ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়** ঃ প্রত্যেক লেনদেনের দুটি দিক থাকে। একটি ডেবিট দিক এবং অপরটি ক্রেডিট দিক। যে গ্রহণ করে বা যা গ্রহণ করা হয় তা ডেবিট এবং যে দেয় বা যা দেওয়া হয় তা ক্রেডিট।

(ii). **লেনদেনগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধকরণ** ঃ লেনদেনগুলো প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথকীকরণের পর দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী ক্রমানুসারে পরপর সেগুলো হিসাবের বই বা জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

(iii). **জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তর** ঃ জাবেদায় যে সব লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করে খতিয়ানে তোলা হয়।

(iv). **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ** ঃ এ ধাপে খতিয়ানে স্থানান্তরিত লেনদেনসমূহের জের নির্ণয় করা হয়। উক্ত জের ডেবিট দিকে বড় হলে তাকে ডেবিট জের বলে এবং ক্রেডিট দিকে বড় হলে তাকে ক্রেডিট জের বলে। খতিয়ানসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ডেবিট জেরগুলো ডেবিট কলামে এবং ক্রেডিট জেরগুলো ক্রেডিট কলামে লিপিবদ্ধকরণকে রেওয়ামিল বলে।

(v). **সমন্বিত দাখিলা** ঃ একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় নিরূপণের জন্য যদি কোনো বকেয়া ও অগ্রিম আয় ও ব্যয়সমূহ অসমন্বয় থাকে তবে তা সংশ্লিষ্ট দফার সাথে সমন্বয় করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে।

(vi). **সমন্বিত রেওয়ামিল** ঃ লিপিবদ্ধকরণের এই ধাপে সমন্বয় জাবেদাগুলো সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে স্থানান্তর করে উক্ত খতিয়ানসমূহের জের নিয়ে পুণরায় যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় তাকে সমন্বিত রেওয়ামিল বলে।

(vii). **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ** ঃ এ ধাপে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা প্রকাশের জন্য কতিপয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এই বিবরণীসমূহকে আর্থিক বিবরণী বলে।

✪✪✪

(৩২). ***দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি এবং একতরফা দাখিলা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?***

➪ **দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি এবং এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যসমূহ**

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি	এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি
(a).যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত সত্তা বা পক্ষের একটিকে ডেবিট এবং এর সমপরিমাণ অপরটিকে ক্রেডিট করে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।	(a). যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের সংশ্লিষ্ট পক্ষ দুটিকে সবসময় হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় না অর্থাৎ কোন কোন লেনদেনের দুটি পক্ষকে, কোন কোন লেনদেনের একটি পক্ষকে এবং কোন কোন লেনদেন মোটেই লিপিবদ্ধ করা হয় না তাকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

(b).এ পদ্ধতিতে সকল প্রকার হিসাব লিখা হয় ।	(b). এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং কখনও কখনও নগদান হিসাব লিখা হয় ।
(c).এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বছরের হিসাবের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ সম্ভব হয় ।	(c). এতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না বলে বিভিন্ন বছরের হিসাবের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ সম্ভব হয় না ।
(d).এ পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই কার যায় ।	(d). এ পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় না বিধায় হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় না ।
(e).বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হওয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।	(e). বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি না হওয়ায় শুধুমাত্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।
(f).এতে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় বিধায় অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষকের প্রয়োজন হয় ।	(f). এতে তেমন কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না । ফলে যে কোন ব্যক্তিই হিসাব বহি সংরক্ষণ করতে পারে ।

✪✪✪

(৩৩). ***মূল হিসাববিজ্ঞান সমীকরণ কী? সমীকরণের প্রতিটি উপাদান ব্যাখ্যা করুন। ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ে এই সমীকরণ কীভাবে ব্যবহৃত হয়?***

⇨ **মূল হিসাববিজ্ঞান সমীকরণ**

- কোন লেনদেন সংঘটিত হতে হলে দুইটি পক্ষের প্রয়োজন হয়- একটি দাতা ও অন্যটি গ্রহীতা । এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই একটি পক্ষ ডেবিট এবং অন্য পক্ষটি ক্রেডিট অর্থাৎ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সৃষ্টি ।
- হিসাবরক্ষণের এই নীতির উপর ভিত্তি করে আধুনিক হিসাব শাস্ত্রবিদগণ একটি গাণিতিক সূত্র প্রকাশ করেছেন, যা মূল হিসাববিজ্ঞান সমীকরণ নামে পরিচিত ।
- মূল হিসাববিজ্ঞান সমীকরণ অনুযায়ী মোট সম্পদের পরিমাণ এবং মোট দায়ের পরিমাণ সর্বদা সমান হবে । সুতরাং সমীকরণটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় ঃ

মোট সম্পদ (Total Assets) = দায় (Liabilities) + মালিকানা সত্ত্বা (Owner's Equity)

- মূল হিসাববিজ্ঞান সমীকরণের প্রতিটি উপাদানের ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো ঃ

❑ **সম্পত্তি** ঃ সম্পদ বলতে কারবারের মুনাফা অর্জন কাজে ব্যবহারযোগ্য এবং টাকায় মূল্যায়নযোগ্য অর্থনৈতিক বস্তু বা সেবাকে বোঝায় । সম্পত্তি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে । যেমন ঃ-

(i). **বাস্তব সম্পদ** ঃ Land, Building, Cash ইত্যাদি;

(ii). **ভবিষ্যতে প্রাপ্য টাকা** ঃ Accounts Receivable, Notes Receivable, Advance to Employee ইত্যাদি;

(iii). **ভবিষ্যতে সেবা গ্রহণের অধিকার** ঃ Prepaid Insurance, Unexpired Rates ইত্যাদি;

(iv). **অদৃশ্য সম্পদ** ঃ Goodwill, Patents, Deffered Charge ইত্যাদি;

❑ **দায়** ঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার মূল্যস্বরূপ, ভবিষ্যতে পরিশোধ করতে হবে এমন দেনা বা ঋণকেই দায় বলে । যেমন ঃ- বিবিধ পাওনাদার, ঋণপত্র, বকেয়া বিল, বন্ধকী ঋণ প্রভৃতি ।

❑ **মালিকান সত্ত্বা** ঃ মালিকানা সত্ত্বা বলতে কোম্পানির সম্পদে মালিকের দাবির পরিমাণকে বুঝায় । একে প্রতিষ্ঠানের মূলধন বা নীট সম্পদ বলা হয় । মালিকানা সত্ত্বায় প্রভাব বিস্তারকারী উপকরণগুলো হলো ঃ

(i). **আয়** (Revenue)

(ii). **খরচ** (Expenses)

(iii). **উত্তোলন** (Drawings)

⇨ **<u>ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ে হিসাববিজ্ঞান সমীকরণের ব্যবহার</u>**

- আধুনিককালের হিসাববিজ্ঞানীগণ সমীকরণের ভিত্তিতে লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্য সম্পাদন করে থাকেন। মূল সমীকরণটি হলো ঃ

$$A = L + C$$

Or, $A = L + C + I - E$

Or, $A = L + C + I - E - D$

এখানে, A = Assets (সম্পত্তি) L = Liabilities (দায়)

C = Capital (মূলধন / স্বত্বাধিকার / মালিকানা স্বত্বা ((Owner's Equity)

I = Income (আয়) E = Expenses (খরচ / ব্যয়)

D = Drawings (উত্তোলন)

A= সম্পত্তি হিসাব
- দায় বৃদ্ধি পেলে - ক্রেডিট
- দায়হ্রাস পেলে - ডেবিট

L = দায় হিসাব
- দায় বৃদ্ধি পেলে - ক্রেডিট
- দায়হ্রাস পেলে - ডেবিট

C = মূলধন / স্বত্বাধিকার হিসাব
- মূলধন / স্বত্বাধিকার বৃদ্ধি পেলে - ক্রেডিট
- মূলধন / স্বত্বাধিকারহ্রাস পেলে - ডেবিট

I = আয় হিসাব
- আয় বৃদ্ধি পেলে - ক্রেডিট
- আয়হ্রাস পেলে - ডেবিট

E = খরচ হিসাব
- খরচ বৃদ্ধি পেলে - ডেবিট
- খরচহ্রাস পেলে - ক্রেডিট

D = উত্তোলন হিসাব
- উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে - ডেবিট
- উত্তোলনহ্রাস পেলে - ক্রেডিট

✪✪✪

(৩৪). ***Differentiate between T-Form and Multi-column Ledger.***

⇨ **T-Account (T-Form) এবং Three-Column Form of Account <u>(Multi-Column Ledger) এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ</u> ঃ**

T-Account (T-Form)	Multi-Column Ledger
(a). T-আকৃতির হিসাব কাঠামোকে প্রথমত একটি লম্বালম্বি রেখা টেনে সমান দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এর বাম দিককে বলা হয় ডেবিট এবং ডানদিককে বলা হয় ক্রেডিট। এরপর প্রতিটি দিকে আবার তারিখ, হিসাবের নাম, জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর এবং টাকার অংক বসানোর জন্য ৪টি কলাম তৈরি করা হয়। সুতরাং ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় দিকের জন্য ৪টি করে মোট ৮টি ঘর তৈরি করা হয়।	(a). Three-Column (Multi Column) আকৃতির হিসাব কাঠামোতে তারিখ, হিসাবের নাম, জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর, ডেবিট, ক্রেডিট ও উদ্বৃত্তের জন্য ৬টি ঘর থাকে।
(b). T-Account-এ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর Balance করা হয়।	(b). Three-Column form-এ প্রতিটি লেনদেনের সাথে সাথে Balance নির্নীত হয়।
(c). এটি প্রাচীন হিসাব ছক।	(c). এটি আধুনিক হিসাব ছক।

(d). এ পদ্ধতিতে Balance নির্ণয়ের জন্য ডেবিট এবং ক্রেডিট দিক যোগ করতে হয় ।	(d). Three-Column form-এ প্রতিটি লেনদেনের পরে Balance নির্ণয় করা হয়, তাই ডেবিট এবং ক্রেডিট টাকার ঘর যোগ করতে হয় না ।

T-Account Form

Dr. Cr.

Date	Account Titles	J.F	Tk.	Date	Account Titles	J.F	Tk.

Three-Column Account Form

Date	Account Titles	Ref.	Debit Tk.	Credit Tk.	Balance	
					Debit	Credit

✪✪✪

JAIBB

ACCOUNTING FOR FINANCIAL SERVICES (AFS)

Reading Materials [Part-02]

Questions (Part-02)

১.	রেওয়ামিল কাকে বলে? রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য কী?
২.	কী কী কারণে রেওয়ামিল অমিল হতে পারে?
৩.	কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না?
৪.	রেওয়ামিল না মিললে ভুল বের করার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করতে হবে?
৫.	রেওয়ামিলের উভয়পক্ষ সমান হয় কেন?
৬.	উদাহরণসহ তিন ধরনের ভুলের নাম করুন যা সত্ত্বেও Trial Balance এর Debit এবং Credit মিলে যাবে।
৭.	অনিশ্চিত হিসাব কী? এটা কেন প্রস্তুত করা হয়?
৮.	সমন্বয় দাখিলা কী? সমন্বয় দাখিলার প্রয়োজনীয়তা কী?
৯.	বিপরীত দাখিলা কী? কীভাবে বিপরীত দাখিলা সমন্বয় দাখিলা হতে আলাদা?
১০.	একটি হিসাবকাল শেষে কোন কোন হিসাবগুলো বন্ধ করা হয়? কোন কোন হিসাবগুলো Post-closing Trial Balance এ দেখা যায়?
১১.	সমন্বয় দাখিলা এবং ভুল সংশোধনী দাখিলার মধ্যে পার্থক্য কী?
১২.	সমন্বয় জাবেদার সাথে সম্পর্কিত হিসাববিজ্ঞান নীতিগুলো কী?
১৩.	সমন্বয় দাখিলা ও সমাপনী দাখিলার মধ্যে পার্থক্য কী?
১৪.	"Perpetual মজুদ Periodic মজুদ এর চেয়ে ভাল" - ব্যাখ্যা করুন।
১৫.	Periodic এবং Perpetual মজুদ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?
১৬.	বর্তমানে একটি ব্যাংকে কত ধরনের আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়? সংক্ষেপে প্রতিটি Content দেখান।
১৭.	স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় বলতে কী বোঝেন? অবচয় নির্ধারণের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?
১৮.	"অবচয় হচ্ছে ব্যয়ের বণ্টন"- গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করুন।
১৯.	"অবচয় সঞ্চিতি একটি কন্ট্রা সম্পত্তি হিসাব"- ব্যাখ্যা করুন।
২০.	Depreciation (অবচয়), Depletion (অবসায়ন) এবং Amortization (অবলোপন) এর মধ্যে মিলগুলো কী কী?
২১.	Depreciation (অবচয়), Amortization (অবলোপন) এবং Depletion (অবসায়ন) এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
২২.	বিশেষ জাবেদা কাকে বলে? বিশেষ জাবেদার সুবিধা কী কী?
২৩.	"Debit মানে Favorable এবং Credit মানে Unfavorable" - ব্যাখ্যা করুন।
২৪.	উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি এবং দেনার সঠিক ও ভাল মূল্যায়ন থাকা উচিত। কিন্তু আমরা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় মূল্যে দেখাই। কেন?
২৫.	সুনাম কোন পরিস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়?
২৬.	লাভ-ক্ষতি হিসাবের সীমাবদ্ধতার দুইটি ব্যাখ্যা করুন।
২৭.	Posting কী এবং এটা কীভাবে Recording Process এ সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করুন।
২৮.	Matching Principle এবং Revenue Recognition অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সেটাকে সমন্বয় জাবেদা নিশ্চিত করে। আপনি কি একমত? কেন? কেন নয়?
২৯.	ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর কিছু বিশেষ আইটেমস যা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীতে দেখা যায় না তার কয়েকটির নাম লিখুন।
৩০.	ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কী? ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা কী?
৩১.	BRPD circular অনুসারে ব্যাংকের ঋণ প্রভিশন Requirementগুলো কী?
৩২.	সম্প্রতি একটি IAS লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্রে কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছে। এগুলো কী?
৩৩.	Income Statement সংক্রান্ত ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩৪.	Balance Sheet সংক্রান্ত Financial Institution Act, 1993 এর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করুন।
৩৫.	Periodicity এবং Economic Entity অনুমান ব্যাখ্যা করুন।
৩৬.	আর্থিক একক অনুমান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বা অনুমান ব্যাখ্যা করুন।
৩৭.	"হিসাববিজ্ঞান আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং তা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ"-ব্যাখ্যা করুন।
৩৮.	বাংলাদেশে ইন্সুরেন্স কোম্পানি লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরি করেনা। তাহলে তারা কীভাবে লাভ-ক্ষতি জানে?
৩৯.	BEP বের করতে Sensitivity Analysis কী?
৪০.	এক ধাপ এবং বহু ধাপবিশিষ্ট আয়-ব্যয় বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাংকে কোন ধরনের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়? উদাহরণ দিন।
৪১.	Closing Entry কী? কোন কো হিসাবগুলো বন্ধ করা হয়?
৪২.	

(১). রেওয়ামিল কাকে বলে? রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য কী?

➪ **<u>রেওয়ামিল</u>**

- হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য নগদান বহি এবং খতিয়ানের যাবতীয় হিসাব খাতের জেরগুলো ডেবিট ও ক্রেডিট এ দু'ভাগে সাজিয়ে যে তালিকা বা বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলে।
- খতিয়ানস্থিত হিসাব খাতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ যথা- ক্রমিক নং, হিসাবের নাম, খতিয়ানের পৃষ্ঠা নম্বর, ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্ত সংশ্লিষ্ট ঘরে লিপিবদ্ধ করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।
- প্রখ্যাত লেখক আর. এন কার্টারের মতে, "রেওয়ামিল হলো ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্সসহ খতিয়ান হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালেন্সগুলোর একটি তালিকা বা ফর্দ।"
- সুতরাং বলা যায় যে, খতিয়ানের হিসাবগুলোর গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি আলাদা খাতা বা একখণ্ড কাগজে সকল হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে রেওয়ামিল বলে।

➪ **<u>রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য</u>**

রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

(i). **<u>পৃথক কাগজে প্রস্তুত</u>** ঃ রেওয়ামিল সাধারণত একটি পৃথক কাগজে প্রস্তুত করা হয়। এর জন্য কোন হিসাবের বই রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না।

(ii). **<u>গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই</u>** ঃ এটি হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করে। অর্থাৎ জাবেদা ও খতিয়ানে হিসাব সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে কিনা রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে তা যাচাই করা যায়।

(iii). **<u>নির্দিষ্ট সময়</u>** ঃ রেওয়ামিল একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে তৈরি করা হয়। অর্থাৎ রেওয়ামিল সাধারণত কোন হিসাবকাল শেষে নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুত করা হয়।

(iv). **<u>সকল প্রকার হিসাব</u>** ঃ সকল প্রকার হিসাব অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক, সম্পত্তিবাচক ও নামিক হিসাবসমূহের জের বা উদ্বৃত্ত নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

(v). **<u>সমন্বয়কারী</u>** ঃ রেওয়ামিল কোন হিসাব খাত নয়। এটি খতিয়ানের হিসাব ও চূড়ান্ত হিসাবের মধ্যে সমন্বয়কারী একটি বিবরণী মাত্র।

➪ **<u>রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য</u>**

রেওয়ামিল কোন হিসাব বা হিসাবের অংশ না হলেও নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তা প্রস্তুত করা হয় ঃ

(i). হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করা রেওয়ামিলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

(ii). দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট দুটি পক্ষই সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

(iii). চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের সুবিধার্থে খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের জেরগুলোকে একস্থানে জড়ো করা।

(iv). সকল হিসাবের জের সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

(v). হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোন ভুল থাকলে তা বের করা।

(vi). খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের বর্তমান বছরের জেরগুলোর সাথে বিগত বছরের জেরগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।

✪✪✪

(২). কী কী কারণে রেওয়ামিল অমিল হতে পারে?

➪ **<u>রেওয়ামিল অমিল হওয়ার কারণসমূহ</u>** ঃ

রেওয়ামিলে যে সকল ভুল ধরা পড়ে বা যে সকল ভুলের জন্য রেওয়ামিল অমিল হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **<u>বাদ পড়ার ভুল</u>** ঃ জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুত করার সময় ভুলবশত কোন হিসাব বাদ পড়ে গেলে।

(ii). **<u>লেখার ভুল</u>** ঃ জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় হিসাব খাতের ডেবিট অঙ্ককে সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের ক্রেডিট দিকে এবং ক্রেডিট অঙ্ককে ডেবিট দিকে লেখা অথবা লেনদেনের কোনো পক্ষকে ভুলে দু'বার হিসাবভুক্ত করা।

(iii). **<u>টাকার অঙ্কের ভুল</u>** ঃ জাবেদা করার সময় লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমপরিমাণ টাকা দ্বারা ডেবিট ও ক্রেডিট না করা এবং খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় ভুলবশত টাকার অঙ্ক কম বা বেশি লেখা।

(iv). খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের সময় ভুল উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা।

(v). খতিয়ান উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে লেখার সময় ভুল করলে। অর্থাৎ ডেবিট ঘরের স্থলে ক্রেডিট ঘরে বা ক্রেডিট ঘরের স্থলে ডেবিট ঘরে লিখলে।

(vi). রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট ঘরের যোগফল নির্ণয়ের সময় কোনো ভুল করলে।

✪✪✪

(৩). কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না?

➪ **<u>রেওয়ামিলে যে ভুলগুলো ধরা পড়ে না</u>**

- রেওয়ামিলের দুই দিকে মিলে গেলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোথাও ভুল নেই। কারণ এমন কিছু ভুল থাকতে পারে যা রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে গেলেও সাধারণত ধরা পড়ে না। এরূপ ভুল সাধারণত দুই প্রকার; যথা-

(a). করণিক ভুল বা হিসাব লেখার ভুল;

(b). নীতিগত ভুল;

(a). <u>করণিক ভুল বা হিসাব লেখার ভুল</u>

- যে সকল ভুল হিসাবরক্ষণ বা অন্যান্য কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের অসাবধানতার কারণে ঘটে থাকে তাকে করণিক বা হিসাব লেখার ভুল বলে।
- করণিক ভুলকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(i). বাদ পড়ার ভুল	(ii). লেখার ভুল	(iii). পরিপূরক ভুল	(iv). বেদাখিলার ভুল

(i). **<u>বাদ পড়ার ভুল</u>** ঃ যদি কোন লেনদেন হিসাবের বইতে সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়ে অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট কোন পক্ষই জাবেদা বা খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত না হয় তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। যেমন- ধারে ১০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে তা দৈনিক ক্রয় বইতে লেখা হলো না। ফলে খতিয়ানে ডেবিট ও ক্রেডিট কোন দিকেই তা উঠবে না। সুতরাং রেওয়ামিল মিলে যাবে, তবে হিসাবে ভুল থেকে যাবে।

(ii). **<u>লেখার ভুল</u>** ঃ হিসাবের কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধের সময় প্রকৃত অঙ্ক অপেক্ষা কম বা বেশি লিখলে তাকে লেখার ভুল বলে। যেমনঃ ২৭ এর স্থলে ৭২ টাকা লেখা হলে যে ভুলের সৃষ্টি হয় তা লেখার ভুল। যেহেতু উভয় দিকে সমান ভুল হয় সেহেতু রেওয়ামিলের দুই দিক মিলে যাবে।

(iii). **<u>পরিপূরক ভুল</u>** ঃ যখন একটি ভুলের দ্বারা অপর এক বা একাধিক ভুলের পূরণ হয় তখন তাকে পরিপূরক ভুল বলে। যেমন- একটি হিসাবের ডেবিট দিকে ১০০ টাকা কম লেখা হলো। আবার অপর একটি হিসাবের ক্রেডিট দিকে ১০০ টাকা কম লেখা হলো। এক্ষেত্রে প্রথম ভুলটি দ্বিতীয় ভুল দ্বারা পূরণ হয়ে গেল।

(iv). **<u>বেদাখিলার ভুল</u>** ঃ হিসাবের প্রাথমিক বই জাবেদা হতে খতিয়ানে স্থানান্তর করার সময় ভুলে এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাবকে কিন্তু সঠিক পাশে লেখা হলে তাকে বেদাখিলার ভুল বলে। যেমন- 'ক' এর হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট না করে ভুলবশত 'খ' এর হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট করা হলে।

(b). <u>নীতিগত ভুল</u> ঃ

হিসাবরক্ষণের নীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষণে যে ভুল হয়ে থাকে তাকে নীতিগত ভুল বলে। মুনাফা জাতীয় খরচকে মুলধন জাতীয় খরচ এবং মূলধন জাতীয় খরচকে মুনাফা জাতীয় খরচ লেখার ফলে এই প্রকার ভুলের উদ্ভব হয়। যেমন- ১০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় ভুলক্রমে যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট করা হলে।

✪✪✪

(৪). রেওয়ামিল না মিললে ভুল বের করার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করতে হবে?

⇨ **<u>রেওয়ামিল না মিললে ভুল বের করার উপায়সমূহ</u>**

রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল যদি অসমান হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোনও ভুল রয়ে গেছে। একটি অশুদ্ধ বা ভুল রেওয়ামিলকে শুদ্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(i). রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(ii). হিসাবের প্রাথমিক বহি বা জাবেদা বহি থেকে লেনদেনগুলো সঠিকভাবে খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতসমূহে তোলা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

(iii). খতিয়ানের একটি হিসাব খাতের যোগফল ও জের টানা সঠিক হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

(iv). খতিয়ানস্থ সকল হিসাব খাতের জের সঠিকভাবে রেওয়ামিলে তোলা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

(v). পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের জেরসমূহ চলতি বৎসরে সঠিকভাবে আনা হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখতে হবে, যাতে কোন হিসাব বাদ না পড়ে।

(vi). নগদান বই ও ব্যাংক হিসাবের জের সঠিকভাবে টানা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

(vii). ভুলের অঙ্কটি ২ দ্বারা বিভাজ্য হলে উক্ত রাশিটি ডেবিট বা ক্রেডিট ঘরে আছে কিনা দেখতে হবে। যদি থাকে তবে ডেবিটের টাকা ক্রেডিটে বা ক্রেডিটের টাকা ডেবিটে লিখবার দরুন এরূপ ভুল হয়েছে বুঝতে হবে।

(viii). ভুলের অঙ্কটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে বুঝতে হবে সংখ্যাটি উল্টা লিখবার ফলে ভুল হয়েছে। যেমন- ৩৫ এর স্থলে ৫৩ বা ৪৭ এর স্থলে ৭৪ ইত্যাদি।

(ix). উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করেও যদি ভুল ধরা না পড়ে তাহলে প্রতিটি লেনদেনের পোস্টিং সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

✪✪✪

(৫). রেওয়ামিলের উভয়পক্ষ সমান হয় কেন?

- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করার সময় হিসাবের একটি পক্ষকে যত টাকায় ডেবিট করা হয়, হিসাবের অন্য পক্ষটিকেও ঠিক তত টাকা দ্বারা ক্রেডিট করা হয়।
- সুতরাং জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুত করার সময় প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট পক্ষকে একটি খতিয়ানে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষকে অপর একটি খতিয়ানে ক্রেডিট করা হয়। ফলে খতিয়ানের সম্মিলিত ডেবিট উদ্বৃত্তের যোগফল ক্রেডিট উদ্বৃত্তের যোগফলের সমান হয়।
- ঠিক একই কারণে খতিয়ান হিসাবসমূহের ডেবিট উদ্বৃত্তের যোগফল ক্রেডিট উদ্বৃত্তের যোগফলের সমান হয়ে থাকে। কেননা, এর উভয় পার্শ্বের যোগফলের পার্থক্যই হলো খতিয়ানের উদ্বৃত্ত।
- অতএব, জাবেদা ও খতিয়ান হিসাবসমূহ গাণিতিকভাবে নির্ভুল থাকলে তাদের যোগফল বা উদ্বৃত্তের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলে রেওয়ামিলের উভয়দিকের যোগফল অবশ্যই সমান হবে।

✪✪✪

(৬). উদাহরণসহ তিন ধরনের ভুলের নাম করুন যা সত্ত্বেও Trial Balance এর Debit এবং Credit মিলে যাবে।

➪ নিম্নোক্ত তিন ধরনের ভুল করা সত্ত্বেও Trial Balance বা রেওয়ামিল-এর Debit এবং Credit মিলে যাবে ঃ

(i). <u>হিসাব লেখার ত্রুটি</u>

হিসাবের প্রাথমিক বইতে হিসাব লেখার সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভুল লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে লেখার ভুল বলে। যেমনঃ- কোন ব্যক্তির নিকট হতে ১,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো। কিন্তু ক্রয় বইতে

ভুলে ১০০ টাকা লেখা হলো। ফলে খতিয়ানের ক্রয় হিসাবে ১০০ টাকা ডেবিট হলো এবং ব্যক্তির হিসাবে ১০০ টাকা ক্রেডিট হলো। এক্ষেত্রে হিসাবে ভুল সত্ত্বেও রেওয়ামিল মিলে যাবে।

(ii). **বে-দাখিলার ভুল**

সহকারি বইয়ে টাকার অংক ঠিক থাকলেও খতিয়ান হিসাবে স্থানান্তরের সময় একটি নির্দিষ্ট হিসাবে ডেবিট বা ক্রেডিট করার পরিবর্তে অপর একটি হিসাবে ডেবিট বা ক্রেডিট করলে যে ভুল হয় তাকে বে-দাখিলার ভুল বলে। যেমন ঃ- X এর নিকট থেকে ৫০০ টাকা বকেয়া পাওনা আদায় করে নগদান হিসাবে সঠিকভাবে ডেবিট করা হলো। কিন্তু উক্ত টাকা দিয়ে X-এর হিসাবে ক্রেডিট করার পরিবর্তে Y-এর হিসাবে ক্রেডিট করা হলো। এরূপ অবস্থায়ও রেওয়ামিল মিলে যাবে, তবে হিসাবে ভুল থেকে যাবে।

(iii). **পরিপূরক ভুল**

কোন একটি ভুল যদি এক বা একাধিক ভুলের দ্বারা এমনভাবে পূরণ হয় যে, রেওয়ামিলে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না, তবে সেই ভুলগুলোকে একত্রে পরিপূরক ভুল বলে। যেমন ঃ- X এর নিকট থেকে ৫০০ টাকা প্রাপ্তি কিন্তু ভুলবশত তার হিসাবে ৫০০০ টাকা লেখা হয়েছে, আবার Y-এর হিসাবে ৫০০০ টাকা প্রাপ্তি কিন্তু ভুলবশত তার হিসাবে ৫০০ টাকা লেখা হয়েছে। ফলে প্রথম ভুলটি দ্বারা দ্বিতীয় ভুলটি পূরণ হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায়ও রেওয়ামিল (Trial Balance) মিলে যাবে, তবে হিসাবে ভুল থেকে যাবে।

✪✪✪

(৭). অনিশ্চিত হিসাব কী? এটা কেন প্রস্তুত করা হয়?

⇨ **অনিশ্চিত হিসাব**

- কোন রেওয়ামিল না মিললে এবং না মিলার কারণও তাৎক্ষণিকভাবে বের করা না সম্ভব না হলে ঐ রেওয়ামিল সাময়িকভাবে মিলানোর জন্য যে হিসাবের আশ্রয় নিতে হয়, তাকে অনিশ্চিত হিসাব (Suspense Account) বলা হয়।
- অন্যভাবে বলা যায়, কোন হিসাবের নাম অজ্ঞাত থাকায় উক্ত হিসাবের অর্থ যে হিসাবে রেখে দেওয়া হয়, ঐ হিসাবকে অনিশ্চিত হিসাব বলে।

⇨ **অনিশ্চিত হিসাব প্রস্তুত করার কারণ**

অনিশ্চিত হিসাব একটি সাময়িক হিসাব। সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে অনিশ্চিত হিসাব প্রস্তুত করা হয়ে থাকে ঃ

(i). **রেওয়ামিল সম্পন্নকরণ**

লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল সংঘটিত হতে পারে। এসব ভুলের কারণে রেওয়ামিল মিলবে না। স্বল্প সময়ের কালণে অরেক সময় ভুলত্রুটি অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় না। তাই যে পরিমাণ টাকার গরমিল ঘটেছে ঐ পরিমাণ টাকা অনিশ্চিত হিসাবে লিখে রেওয়ামিল সম্পন্ন করা হয়।

(ii). **চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতকরণ**

রেওয়ামিল সম্পন্ন করা না হলে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। ভুলত্রুটি যাই ঘটুক না কেন কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। চূড়ান্ত হিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের স্বার্থে অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়ে থাকে।

(iii). **অনুসন্ধানের ভিত্তি**

অনিশ্চিত হিসাব সংরক্ষণের অন্যতম কারণ হলো পরবর্তীকালে ভুলত্রুটি অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কত টাকার গরমিল হয়েছে তা অনিশ্চিত হিসাবে লেখা হয়। ফলে উক্ত টাকার গরমিল কোথায় কোথায় ঘটেছে তা অনুসন্ধান করা যায়।

(iv). **হিসাবরক্ষণে গতি আনয়ন**

গরমিলের কারণে আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব না হলে হিসাবরক্ষণের কাজ স্থবির হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থার নিরসন করে হিসাবরক্ষণ কাজে গতিধারা আনয়ন করার জন্য অনিশ্চিত হিসাব প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

✪✪✪

(৮). সমন্বয় দাখিলা কী? সমন্বয় দাখিলার প্রয়োজনীয়তা কী?

➪ **সমন্বয় দাখিলা**

- হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণী বা চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের সময় অলিপিবদ্ধকৃত লেনদেন, যেমন- বকেয়া আয়, বকেয়া ব্যয় বা খরচ, অগ্রিম প্রদত্ত খরচ, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, অবচয় ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতের সাথে সমন্বয় সাধন (যোগ বা বিয়োগ) করার জন্য যে দাখিলা ব্যবহার করা হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলা হয়।
- অন্যভাবে বলা যায়, হিসাবকাল শেষে খতিয়ানভুক্ত হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত হালনাগাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অংক বিভিন্ন হিসাবে যোগ বা বিয়োগ করতে যে দাখিলা ব্যবহার করা হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে।
- Pyle & Larson বলেন, "নির্দিষ্ট সময়ের আয় নির্ধারণ এবং আয়ের সাথে ব্যয় সমন্বয়ের জন্য যে জাবেদার প্রয়োজন হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলা হয়।"

➪ **সমন্বয় দাখিলার প্রয়োজনীয়তা**

- প্রতিটি হিসাবকাল শেষে কারবারের ফলাফল নির্ণয় এবং আর্থিক অবস্থা প্রদর্শণ করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।
- হিসাববিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালা (GAAP) অনুসরণ করে কারবারের ফলাফল নির্ণয় করা এবং আর্থিক অবস্থা প্রদর্শণের জন্য প্রতিটি হিসাবকালের শেষ তারিখে কতিপয় সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন হয়।
- কারণ, কিছু লেনদেন আছে যেগুলো কেবলমাত্র হিসাবকাল শেষেই হিসাবভুক্ত করা হয় এবং কিছু লেনদেন আছে যা পূর্ব থেকে অনুমান করা যায় না, যেমন- অবচয়, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, সমাপনী মজুদ, বকেয়া খরচসমূহ, অগ্রিম ব্যয়সমূহ, অনুপার্জিত আয়, প্রাপ্য আয় ইত্যাদি।
- প্রতিষ্ঠানের খতিয়ান জেরসমূহের সাথে হিসাবকাল শেষে উক্ত বিষয়গুলোর সমন্বয় না করা হলে তা হিসাববিজ্ঞানের মিলকরণ নীতি, রাজস্ব স্বীকৃতি নীতি, হিসাবকাল ধারণা, চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা ইত্যাদি নীতির পরিপন্থী হবে এবং কারবারের নির্ণীত ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ভরযোগ্য বা সঠিক হবে না।
- সুতরাং বলা যায় যে, কারবারের সঠিক ফলাফল নির্ণয় করা এবং প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য হিসাবকাল শেষে সমন্বয় সাধন করা বা সমন্বয় দাখিলা করা অপরিহার্য।

✪✪✪

(৯). বিপরীত দাখিলা কী? কীভাবে বিপরীত দাখিলা সমন্বয় দাখিলা হতে আলাদা?

➪ **বিপরীত দাখিলা**

- বিপরীত দাখিলা সমন্বয় দাখিলার বিপরীত যা পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে। নতুন হিসাবকালের শুরুতে পূর্ববর্তী হিসাবকালের বকেয়া ও অগ্রিম সংক্রান্ত আয় ও ব্যয়সমূহের বিপরীত দাখিলা দেয়া হয়।
- সুতরাং নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে যে সমন্বয় দাখিলা দেয়া হয় পরবর্তী হিসাবকালে তা বিপরীতভাবে লিখে যে দাখিলা দেয়া হয় তাকেই বিপরীত দাখিলা বা Reversing Entry বলে।
- এখানে উল্লেখ্য যে, বিপরীত দাখিলা তৈরি করা বাধ্যতামূলক নয়, এটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। বিপরীত দাখিলা ব্যবহারের ফলে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত আয়-ব্যয়ের টাকার পরিমাণ বদলায় না। তবে এটি পরবর্তী বছরে উক্ত লেনদেনের নগদ নিষ্পত্তির সময় হিসাবভুক্তকে সহজীকরণ করে মাত্র।

➪ **<u>বিপরীত দাখিলা ও সমন্বয় দাখিলার পার্থক্য</u>**

- নিম্নোক্ত সমন্বয় দাখিলার ক্ষেত্রেই শুধু বিপরীত দাখিলা দেখাতে হবে ঃ

(i). প্রদেয় খরচ ও প্রাপ্য আয়ের ক্ষেত্রে;

(ii). অগ্রিম প্রদত্ত খরচ প্রাথমিকভাবে খরচ হিসাবে এবং অগ্রিম প্রাপ্ত আয় প্রাথমিকভাবে আয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে;

- যে সকল সমন্বয় দাখিলার জন্য বিপরীত দাখিলার প্রয়োজন নেই, সেগুলো হলো ঃ

(i). অগ্রিম প্রদত্ত খরচ সম্পত্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ হলে;

(ii). অগ্রিম প্রাপ্ত আয় দায় হিসেবে লিপিবদ্ধ হলে;

(iii). অনুমিত দায়সমূহ, যেমন- অবচয়, কু-ঋণ সঞ্চিতি, আয়কর সঞ্চিতি ইত্যাদি;

✪✪✪

(১০). একটি হিসাবকাল শেষে কোন কোন হিসাবগুলো বন্ধ করা হয়? কোন কোন হিসাবগুলো Post-closing Trial Balance এ দেখা যায়?

➪ একটি হিসাবকাল শেষে যে হিসাবগুলো বন্ধ করা হয় সেগুলো হলো —

(i). সকল আয় হিসাব (ii). সকল ব্যয় হিসাব (iii). উত্তোলন হিসাব

➪ যে হিসাবগুলো Post-closing Trial Balance এ দেখানো হয় সেগুলো হলো —

(i). সকল সম্পত্তিবাচক হিসাব (ii). সকল দায় হিসাব (iii). মূলধন হিসাব
(iv). আয় অগ্রিম বা বকেয়ার হিসাব (v). ব্যয় অগ্রিম বা বকেয়ার হিসাব

✪✪✪

(১১). *সমন্বয় দাখিলা এবং ভুল সংশোধনী দাখিলার মধ্যে পার্থক্য কী?*

➪ **<u>সমন্বয় দাখিলা এবং ভুল সংশোধনী দাখিলার মধ্যে পার্থক্যসমূহ</u>**

সমন্বয় দাখিলা এবং ভুল সংশোধনী দাখিলার মধ্যে যেসব পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

সমন্বয় দাখিলা	ভুল সংশোধনী দাখিলা
(a). নির্দিষ্ট সময়ের আয় নির্ধারণ এবং আয়ের সাথে ব্যয় সমন্বয়ের জন্য যে দাখিলার প্রয়োজন হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে।	(a). কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ভুল সংশোধনের জন্য যে দাখিলা দেয় হয় তাকে ভুল সংশোধনী দাখিলা বলে।
(b). সমন্বয় দাখিলা হিসাব চক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।	(b). ভুল সংশোধনী দাখিলা হিসাব চক্রের কোনো অংশ নয়।
(c). অসম্বিত লেনদেনগুলোকে সমন্বয় করে প্রকৃত লাভ-ক্ষতি ও সঠিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা সমন্বয় দাখিলার উদ্দেশ্য।	(c). হিসাবের ভুলত্রুটি নিরূপণ ও সংশোধন করে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সংশোধনী দাখিলার উদ্দেশ্য।
(d). নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষেই কেবলমাত্র সমন্বয় দাখিলা করা হয়।	(d). ভুল ধরা পড়া মাত্রই তা সংশোধনের জন্য সংশোধনী দাখিলা দেয়া হয়। হিসাবকাল শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।
(e). আয়-ব্যয়ের বকেয়া, অগ্রিম এবং মূল্যায়িত দফার জন্য সমন্বয় দাখিলা দেয়া হয়। যেমন- বেতন বকেয়া, ভাড়া অগ্রিম, বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ, অবচয় ইত্যাদি।	(e). বিভিন্ন প্রকার ভুল সংশোধন করার জন্য সংশোধনী দাখিলা দেয়া হয়।

✪✪✪

(১২). ***সমন্বয় জাবেদার সাথে সম্পর্কিত হিসাববিজ্ঞান নীতিগুলো কী?***

➪ **<u>সমন্বয় জাবেদার সাথে সম্পর্কিত হিসাববিজ্ঞান নীতিসমূহ</u>**

- সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়ার সময়কাল অনুমান থেকে শুরু করে আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য হিসাব ও বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা পর্যন্ত যাবতীয় সমন্বয়গুলো বিচার বিবেচনা করাকে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া বা Adjustment Process বলা হয়।

- সমন্বয় জাবেদার সাথে সম্পর্কিত হিসাববিজ্ঞান নীতিগুলো হলো —

(i). হিসাবকালীন নীতি (Accounting Period Principle);

(ii). চলমান প্রতিষ্ঠান নীতি (Going Concern Principle);

(iii). আয়-ব্যয় সংযোগ নীতি (Matching Cost and Revenue Principle);

(iv). সময়কাল অনুমান;

(v). নগদ ভিত্তিক বনাম বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি;

(vi). অগ্রিমের জন্য দাখিলা;

(vii). বকেয়ার জন্য সমন্বয় দাখিলা;

✪✪✪

(১৩). ***সমন্বয় দাখিলা এবং সমাপনী দাখিলার মধ্যে পার্থক্য কী?***

➪ **<u>সমন্বয় দাখিলা এবং সমাপনী দাখিলার মধ্যে পার্থক্যসমূহ</u>**

সমন্বয় দাখিলা এবং সমাপনী দাখিলার মধ্যে যেসব পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

সমন্বয় দাখিলা	সমাপনী দাখিলা
(a). নির্দিষ্ট সময়ের আয় নির্ধারণ এবং আয়ের সাথে ব্যয় সমন্বয়ের জন্য যে দাখিলার প্রয়োজন হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে।	(a). হিসাব বহির মুনাফাজাতীয় হিসাবসমূহ বন্ধ করার জন্য যে দাখিলার প্রয়োজন হয় তাকে সমাপনী দাখিলা বলে।
(b). সমন্বয় দাখিলা সমাপনী দাখিলার পূর্বে দেওয়া হয়।	(b). সমাপনী দাখিলা সমন্বয় দাখিলার পরে দেওয়া হয়।
(c). রেওয়ামিলের বহির্ভূত বিষয়সমূহের জন্য এ দাখিলা দেয়া হয়।	(c). রেওয়ামিলের অন্তর্ভূক্ত ও বহির্ভূত উভয় বিষয়ের জন্য এ দাখিলা দেয়া হয়।
(d). এ দাখিলার ফলে প্রকৃত ব্যয় ও আয় নির্ধারিত হয় যা হিসাবকালের লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ে সাহায্য করে।	(d). এ দাখিলার ফলে খতিয়ানে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে যায়।
(e). কারবারের অবসানের সময় এ দাখিলার প্রয়োজন হয় না।	(e). কারবারের অবসানের সময় এ দাখিলার প্রয়োজন হয়।

✪✪✪

(১৪). ***"Perpetual মজুদ Periodic মজুদ এর চেয়ে ভাল" - ব্যাখ্যা করুন।***

➪ নিত্য মজুদ তালিকা পদ্ধতি (Perpetual Inventory) কালান্তিক মজুদ তালিকা পদ্ধতির (Perpetual Inventory) চেয়ে ভাল, কারণ নিত্য মজুদ তালিকা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i). নির্দিষ্ট মাত্রার পণ্য মজুদ রাখা হয় বিধায় পণ্য বাবদ অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় না ।

(ii). এই পদ্ধতি ভান্ডারের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা পদ্ধতি ।

(iii). মজুদকৃত পণ্য গণনার জন্য ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয় না ।

(iv). সর্বদাই মজুদপণ্যের পরিমাণ ও মূল্য জানা যায়, ফলে আর্থিক বিবরণ প্রণয়ন বিলম্বিত হয় না ।

(v). অতি সহজে বিক্রয়কৃত পণ্যের ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন জানা যায় ।

(vi). এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে পণ্যের টুরি বা অপচয় যথাসময়ে ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় ।

(vii). পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ।

(viii). যে কোনো সময় মজুদপণ্যের পরিমাণ জানা যায় ।

(ix). গুদামজাত পণ্যের উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব ।

(x). অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করা সম্ভব ।

- অন্যদিকে, কালান্তিক মুজুদ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i). মজুদকৃত পণ্য গণনার জন্য ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে ।

(ii). সময় স্বল্পতার জন্য মজুদপণ্যের গণনার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়, ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

(iii). এই পদ্ধতিতে জালিয়াতি ও গড়মিলের সম্ভাবনা বেশি থাকে কেননা এখানে পন্যেল উপর নিয়মিত বা ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় না ।

(iv). সময় অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য প্রকৃত মুজদপণ্য ও হিসাবে প্রদর্শিত পণ্যের পার্থক্যের কারণ সহজে বের করা যায় না ।

(v). এই পদ্ধতিতে পণ্য মজুদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল । ফলে কর্মচারীরা অসাধু হওয়ার সুযোগ পায় ।

(vi). এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে পণ্যের টুরি বা অপচয় যথাসময়ে ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় ।

- সুতরাং বলা যায় যে, নিত্য মজুদ তালিকা পদ্ধতি (Perpetual Inventory) কালান্তিক মজুদ তালিকা পদ্ধতির (Perpetual Inventory) চেয়ে ভাল ।

✪✪✪

(১৫). *Periodical এবং Perpetual মজুদ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?*

➪ নিত্য মজুদ তালিকা পদ্ধতি (Perpetual Inventory) এবং কালান্তিক মজুদ তালিকা পদ্ধতির (Perpetual Inventory) মধ্যে যেসব পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

নিত্য মজুদ তালিকা পদ্ধতি	কালান্তিক মজুদ তালিকা পদ্ধতি
(a). এ পদ্ধতি দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ গণনার উপর নির্ভরশীল ।	(a). এ পদ্ধতি কালান্তিক প্রত্যক্ষ গণনার উপর নির্ভরশীল ।
(b). এটি মজুদপণ্যের পরিমাণ এবং বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্যের চলমান বা দৈনন্দিন তথ্য প্রদান করে ।	(b). এটি মজুদপণ্যের পরিমাণ এবং বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের কালান্তিক তথ্য প্রদান করে ।

(c). বড় ব্যবসয়া প্রতিষ্ঠান অথচ কম সংখ্যক আইটেমের পণ্য বিক্রয় করা হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।	(c). তুলনামূলকভাবে ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথচ অধিক সংখ্যক আইটেমের পণ্য বিক্রয় করে সে সকল প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।
(d). এক্ষেত্রে স্থায়ী ও অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষণকারীর প্রয়োজন হয় ।	(d). এক্ষেত্রে হিসাবরক্ষনের জন্য পৃথক হিসাবরক্ষণকারীর প্রয়োজন নাই ।
(e). এক্ষেত্রে মজুদ মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ প্রারম্ভিক মজুদ A + ক্রয় B **(A+B)** বাদ ঃ বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্য C সমাপনী মজুদ **(A+B-C)**	(e). এক্ষেত্রে মজুদ মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ প্রারম্ভিক মজুদ A + ক্রয় B **(A+B)** বাদ ঃ সমাপনী মজুদ C বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্য **(A+B-C)**
(f). প্রতিটি ক্রয় এবং ইস্যুর জন্য Entry দিতে হয় তাই এ পদ্ধতিতে সময় এবং শ্রম বেশি লাগে ।	(f). এ পদ্ধতিতে Entry কম তাই সময় এবং শ্রম উভয়ই কম লাগে ।
(g). এ পদ্ধতিতে সারা বছর ধরে মজুদপণ্যের গণনা করা হয় ।	(g). এ পদ্ধতিতে বছরের শেষে মজুদপণ্যের গণনা করা হয় ।

✪✪✪

(১৬). ***বর্তমানে একটি ব্যাংকে কত ধরনের আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়? সংক্ষেপে প্রতিটি Content দেখান।***

⇨ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি (BRPD) সার্কুলার অনুযায়ী একটি ব্যাংকের চার (০৪) ধরণের আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয় । যথা ঃ

(i). স্থিতিপত্র (Balance Sheet);

(ii). লাভ-ক্ষতির বিবরণী (Profit & Loss Statement);

(iii). নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash-flow Statement);

(iv). ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী (Statement of Changes in Equity);

নিচে প্রতিটির কনটেন্ট দেখানো হলো ঃ

(i). **<u>স্থিতিপত্র (Balance Sheet)</u> ঃ**

স্থিতিপত্র

... ২০... তারিখ ভিত্তিক

	টাকা	বর্তমান বছর (টাকা)	পূর্ববর্তী বছর (টাকা)
<u>সম্পত্তি ও সম্পদ</u>			
নগদ তহবিল			
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত অর্থ			
স্বল্প সময়ে পরিশোধযোগ্য অর্থ			

বিনিয়োগ ঋণ ও অগ্রিম ভূমি, ইমারত, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামসহ স্থায়ী সম্পদ অন্যান্য সম্পদ অ-ব্যাংকিং সম্পদ			
মোট সম্পদ			
<u>দায় ও মূলধন</u> অন্যান্য ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত অর্থ আমানত ও অন্যান্য হিসাব অন্যান্য দায় পরিশোধিত মূলধন বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি অন্যান্য সঞ্চিতি লাভ-ক্ষতির উদ্বৃত্ত			
মোট দায় ও মূলধন			
ঘটনা সাপেক্ষ দায়সমূহ (LC, Bills) অন্যান্য প্রতিশ্রুতি			
মোট			

(ii). **<u>লাভ-ক্ষতির বিবরণী (Profit & Loss Statement)</u> ঃ**

o সুদ আয় o আমানত ও কর্জ ইত্যাদির উপর পরিশোধিত সুদ o নীট সুদ আয় - বিনিয়োগ হতে - কমিশন, বিনিময় ও দালালী - অন্যান্য পরিচালন আয় o বেতন ও ভাতাদি	o বিজ্ঞাপন, মনিহারি ব্যয় o নিরীক্ষকের ফি o বিনিয়োগ মূল্য হ্রাসজনিত সংস্থান o ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খরচ o পরিচালকদের ফি o ঋণের জন্য সংস্থান o অন্যান্য সংস্থান ইত্যাদি

(iii). **<u>নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash-flow Statement)</u> ঃ**

o পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ o বিনিয়োগ কার্যক্রমজনিত নগদ প্রবাহ	o পরিচালন সম্পদ ও দায়ের পরিবর্তন o অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রাপ্তি ইত্যাদি

(iv). **<u>ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী (Statement of Changes in Equity)</u> ঃ**

o ১ জানুয়ারি ২০ ..... তারিখে স্থিতি o সম্পদ পুনঃমূল্যায়নজনিত হ্রাস/বৃদ্ধি o বিনিয়োগ পুনঃমূল্যায়নজনিত হ্রাস/বৃদ্ধি o মুদ্রামান পরিবর্তনজনিত হ্রাস/বৃদ্ধি o আয় বিবরণীতে বিবৃত হয় নাই এরূপ প্রাপ্ত এবং ক্ষতি	o আলোচ্য সময়ে নীট লাভ o লভ্যাংশ o শেয়ার মূলধন ইস্যু o ৩১ ডিসেম্বর ২০.... তারিখে স্থিতি

✪✪✪

(১৭). *স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় বলতে কী বোঝেন? অবচয় নির্ধারণের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?*

➪ **স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়**

- স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি, জীর্ণতা, কালের বিবর্তন, সরাসরি সম্ভোগ, বাজার দরের স্থায়ী পতন ইত্যাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য কারণে স্থায়ী সম্পত্তির গুণাগুণ, পরিমান বা মূল্যের যে চিরন্তন এবং অবিরাম হ্রাস ঘটে তাকে অবচয় বলে ।
- R. G. Williams-এর মতে, "ব্যবহারজনিত ক্রম-মূল্যাবনতিই হলো অবচিতি বা অবচয় ।"
- R. N. Carter বলেন, "যে কোনো কারণে কোনো সম্পত্তির ক্রমাগত ও স্থায়ী মূল্য হ্রাসকে অবচয় বলে ।"

➪ **অবচয় নির্ধারণের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ**

অবচয় নির্ধারণের সময় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয় । যথা ঃ-

(i). **সম্পত্তির ক্রয়মূল্য**

- সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ করা হয় ।
- সম্পত্তির ক্রয়মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ক্রয়মূল্যেল সাথে সম্পত্তিকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য পরিবহন খরচ, জাহাজ ভাড়া, আমদানি শুল্ক, প্রতিস্থাপন ব্যয় ইত্যাদি যোগ হবে ।
- এক্ষেত্রে সম্পত্তি ক্রয় করে তার জন্য সাথে সাথে প্রদত্ত মেরামত খরচও সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ হবে ।

(ii). **সম্পত্তির কার্যকরী জীবন**

- একটি সম্পত্তিকে কারবারের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লাভজনকভাবে যতদিন ব্যবহার করা যায় ঐ সময়সীমাকে সম্পত্তির কার্যকরী জীবন বা আয়ুষ্কাল বলে ।
- বেশিরভাগ সম্পদেরই জীবনকাল বা কার্যকর সময় নির্দিষ্ট থাকে না । প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনার ভিত্তিতে সব সম্পদের কার্যকরী জীবনকাল অনুমান করা হয় ।
- এ অনুমিত সময়ের মধ্যে ঐ সম্পদের সম্পূর্ণ অবচয় ধার্য করা হয় ।

(iii). **সম্পদের ভগ্নাবশেষ মূল্য**

- স্থায়ী সম্পদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর সম্পদটি বিক্রয় করে যদি কোনো মূল্য পাওয়া যায় তবে তাকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বলে ।
- এ অবশেষ মূল্য থেকে স্থায়ী সম্পদ অপসারণের জন্য কোনো খরচ হলে তা বাদ দিয়ে নীট অবশেষ মূল্য পাওয়া যায় ।
- এ নীট অবশেষ মূল্য সম্পদের মোট ক্রয়মূল্য থেকে বাদ দিয়ে যে অবশিষ্ট মূল্য পাওয়া যায় তা অবচয় ধার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন হিসাবরক্ষণ বছরের মধ্যে বণ্টন করা হয় । অবচয় পরিমাপে এ বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয় ।

✪✪✪

(১৮). "অবচয় হচ্ছে ব্যয়ের বণ্টন"- গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করুন ।

➪ **ব্যয়-বণ্টন হিসেবে অবচয়**

- স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে যে মূল্য হ্রাস পায় তাকে প্রতি বছর স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হতে বাদ দিতে হয় বা অবচয় সঞ্চিতি হিসাবে যোগ করে দিতে হয় ।
- অন্যদিকে, এই অবচয়কে প্রতিবছর মুনাফার বিপরীতে চার্জ করা হয় । এভাবে স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যকে অবচয় ধরে মুনাফার বিপরীতে সম্পত্তির আয়ুষ্কালে চার্জ করে দিতে হয় ।

- চার্জ করার পরে স্থায়ী সম্পত্তি বাবদ আর কোনো মূলধনী ব্যয় থাকে না। এভাবে স্থায়ী সম্পত্তির মূলধনী ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসেবে লাভের বিপরীতে চার্জ করাকে ব্যয়-বণ্টন বলা হয়।
- উদাহরণ ঃ একটি সম্পত্তির মূল্য ১১,০০০ টাকা। ৪ বছর শেষে আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য ১,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হলে, প্রতি বছরের অবচয় হবে (১১,০০০ - ১,০০০) ÷ ৪ = ২,৫০০ টাকা। প্রতি হিসাবকাল শেষে অবচয়ের জন্য নিম্নোক্ত দাখিলা ২টি দেয়া হবে ঃ

1. Depreciation Expenses	Debit	: 2,500
Accumulated Depreciation	Credit	: 2,500
2. Income statement	Debit	: 2,500
Depreciation Expenses	Credit	: 2,500

- এখানে, ১নং দাখিলা দ্বারা অবচয় হিসাবভুক্ত করা হয় এবং ২নং দাখিলা দ্বারা অবচয় হিসাব বন্ধ করা হয় ও আয় কমিয়ে দেয়া হয়।
- হিসাবকাল শেষে Balance Sheet এ সম্পত্তি থেকে অবচয় এর ক্রমযোজিত পরিমাণ বিয়োগ করা হয়। এভাবে ৪র্থ বছর শেষে সম্পত্তির মূল্য হবে ১,০০০ টাকা। এ ১,০০০ টাকা সম্পত্তি বিক্রি করে আদায় করা হবে।
- প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তি বিক্রি করে ১,০০০ টাকার কম বা বেশি আদায় হতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পত্তি বিক্রয়জনিত মূলধনী লাভ বা ক্ষতি হয়। এভাবে একটি সম্পত্তি ক্রয়ের মূলধনী ব্যয় প্রতি বছর মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে বণ্টিত হয়।

✪✪✪

(১৯). "অবচয় সঞ্চিতি একটি কন্ট্রা সম্পত্তি হিসাব"- ব্যাখ্যা করুন।

➪ অবচয় সঞ্চিতি একটি কন্ট্রা সম্পত্তি হিসাব, কারণ ঃ

(i). অবচয় সম্পত্তির উপর ধার্য্য করা হয়।

(ii). জাবেদা করার সময় Depreciation Expense কে Debit করে Accumulated Depreciation কে Credit করা হয়। ফলে সম্পত্তি থেকে অবচয় বাদ যায় না।

(iii). Accumulated Depreciation কে Credit করার ফলে অবচয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট Asset Credit হয় না, তাই Asset-এর বিপরীত অবচয় সঞ্চিতি Credit হয়। এ কারণে অবচয় সঞ্চিতিকে কন্ট্রা সম্পত্তি বলা হয় এবং Balance তৈরি করার সময় Assets থেকে সংশ্লিষ্ট Accumulated Depreciation বাদ দেয় হয়।

✪✪✪

(২০). Depreciation (অবচয়), Depletion (অবসায়ন) এবং Amortization (অবলোপন) এর মধ্যে মিলগুলো কী কী?

➪ Depreciation, Depletion এবং Amortization এর মধ্যে মিলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i). গণনা করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

(ii). প্রতিটি হিসাবে আয়ের বিপরীতে চার্জ করে আয় কমানো হয়।

(iii). সম্পত্তির মূল্যকে কমিয়ে দেয়।

(iv). বছরান্তে সমন্বয় দাখিলা দিতে হয়।

✪✪✪

(২১). Depreciation (অবচয়), Amortization (অবলোপন) এবং Depletion (অবসায়ন) এর মধ্যে পার্থক্য করুন ।

➪ অবচয়, অবলোপন এবং নিঃশেষ বা অবসায়ন খরচের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

অবচয়	অবলোপন	অবসায়ন
(a). দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাসকে অবচয় (Depreciation) বলা হয় ।	(a). অদৃশ্যমান এবং অস্পর্শনীয় সম্পত্তির মূল্য কমানোকে ক্রমালোপন (Amortization) বলা হয় ।	(a). প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-খনি থেকে কয়লা, লোহা বা তেল অথবা বন থেকে কাঠ সংগ্রহের ফলে ক্ষীয়মান বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির পরিমাণগত ক্ষয়কে Depletion বলা হয় ।
(b). এ পদ্ধতিতে অবচিতি ধার্যের মাধ্যমে মূলধন পুনরুদ্ধার করা হয় ।	(b). এ পদ্ধতিতে অবলোপনের মাধ্যমে মূলধন উসুল করা হয় ।	(b). এ পদ্ধতিতে নিঃশেষকরণের মাধ্যমে মূলধন উসুল করা হয় ।
(c). অবচিতি নির্ধারণের সময় ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয় ।	(c). অবস্তুগত সম্পত্তির কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য না থাকায় এ পদ্ধতিতে ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয় না ।	(c). ক্রমাগত ব্যবহার বা উত্তোলনের কারণে সম্পদ নিঃশেষ হয় । এ ক্ষেত্রে Sales of Scarp বিবেচনা করা হয় ।
(d). অবচয়ের ফলে উদ্বৃত্তপত্রে সঠিক আর্থিক মূল্য প্রদর্শন করা হয় ।	(d). ক্রমাবলোপনের ফলে অদৃশ্য সম্পত্তিকে ভবিষ্যতে না দেখানোর উদ্দেশ্যে মূল্যহ্রাস করা হয় ।	(d). নিঃশেষীকরণের ফলে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তির সঠিক আর্থিক মূল্য প্রদর্শন করা হয় ।
(e). সম্পত্তি পুনঃক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সম্পত্তির অবচিতির ব্যবস্থা করা হয় ।	(e). প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বুনিয়াদি মজবুত করার জন্য ক্রমাবলোপন করা হয় ।	(e). সম্পত্তি পুনঃক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য নিঃশেষকরণের ব্যবস্থা করা হয় ।

✪✪✪

(২২). *বিশেষ জাবেদা কাকে বলে? বিশেষ জাবেদার সুবিধা কী কী?*

➪ **বিশেষ জাবেদা**

- হিসাবরক্ষণের সুবিধার্থে একটি সাধারণ জাবেদার পরিবর্তে লেনদেনের প্রকৃতি অনুয়ায়ী শেণীবিভাগ করে একই জাতীয় লেনদেন লিপিবদ্ধের জন্য যে জাবেদা সংরক্ষণ করা হয় তাদেরকে বিশেষ জাবেদা বলে ।
- অন্যভাবে বলা যায়, কারবারী প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ সংঘটিত হবার পর শ্রেণীবিন্যাস করে ক্রমানুসারে এবং তারিখ অনুসারে ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সর্বপ্রথম যে বইসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিশেষ জাবেদা বলে । এ বইগুলো খতিয়ানের সহকারী হিসেবে কাজ বলে বলে এদেরকে সহকারী বইও বলে ।
- Jeffrey Slater-এর মতে, "একই জাতীয় লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের কাজে ব্যবহৃত জাবেদাকে বিশেষ জাবেদা বলে ।"

➪ **বিশেষ জাবেদার সুবিধা**

বিশেষ জাবেদার কতিপয় সুবিধা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ-

(i). **<u>সময় ও শ্রমের লাঘব</u> ঃ** এ পদ্ধতিতে বিশেষ শ্রেণীর লেনদেনগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ জাবেদায় অতি অল্প সময়ে এবং স্বল্প শ্রমে লিপিবদ্ধ করা সম্ভ হয় ।

(ii). **<u>সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি</u> ঃ** জাবেদার শ্রেনীবিভাগের ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পাওয়া যায় ।

(iii). **<u>শ্রম বিভাগের সুবিধা</u> ঃ** জাবেদার শ্রেণীবিভাগের ফলে প্রতিটি জাবেদা বই সংরক্ষণের দায়িত্ব একজন কর্মচারীর উপর দেয় হয় । ফলে তিনি অতি সহজে এবং নিপুণতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় ও শ্রম বিভাগের সুবিধা পাওয়া যায় ।

(iv). **<u>ভুলত্রুটি হ্রাস ও সংশোধন</u> ঃ** জাবেদার শ্রেনীবিভাগের একটি বিশেষ শ্রেনীর লেনদেন একটি জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ করতে হয় । ফলে ভুলত্রুটি কম হয় এবং তা সহজে সংশোধন করা যায় ।

(v). **<u>কাজের সুষ্ঠু বণ্টন ও দ্রুত সম্পাদন</u> ঃ** লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের কাজ কর্মচারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া যায় বিধায় কাজ সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যায় । ফলে চূড়ান্ত হিসাব তৈরি করতে সময়ক্ষেপণ হয় না ।

✪✪✪

(২৩). *"Debit মানে Favorable এবং Credit মানে Unfavorable" - ব্যাখ্যা করুন।*

➪ **<u>"Debit মানে Favorable এবং Credit মানে Unfavorable" - এর ব্যাখ্যা</u>**

- আমরা জানি যে, প্রতিটি লেনদেনে দুটি হিসাব জড়িত থাকে । একটি হিসাব মূল্য বা সুবিধা গ্রহণ করে, অপরটি মূল্য বা সুবিধা প্রদান করে ।
- মূল্য বা সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবকে বলা হয় ডেটর বা Debtor (Dr.)এবং মূল্য বা সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে বলা হয় ক্রেডিটর বা Creditor (Cr.) ।
- ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ের সনাতন পদ্ধতি অনুসারে -

মূল্য গ্রহণকরাী - ডেটর

মূল্য প্রদানকারী - ক্রেডিটর

অর্থাৎ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন সুবিধা গ্রহণ করলে তার হিসাবকে ডেবিট এবং সুবিধা প্রদান করলে তার হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয় ।

আবার, সম্পত্তি এলে বা বৃদ্ধি পেলে - ডেটর

সম্পত্তি গেলে বা হ্রাস পেলে - ক্রেডিটর

অর্থাৎ, কোন লেনদেনের ফলে কোনো সম্পত্তি এলে বা তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ঐ সম্পত্তি হিসাবকে ডেবিট এবং হ্রাস পেলে ক্রেডিট করতে হবে ।

- সুতরাং, "Debit মানে Favorable এবং Credit মানে Unfavorable" - বলা যুক্তিযুক্ত ।

✪✪✪

(২৪). *উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি এবং দেনার সঠিক ও ভাল মূল্যায়ন থাকা উচিত। কিন্তু আমরা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় মূল্যে দেখাই। কেন?*

➪ উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি এবং দেনার সঠিক ও ভালো মূল্যায়ন াকা উচিত । এটা না াকলে উদ্বৃত্তপত্র যায হয় না । কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় মূল্যে দেখানোর ফলে উদ্বৃত্তপত্র যথাযথ হয় না এ ধারণা সঠিক নয় ।

- হিসাববিজ্ঞানের অনেকগুলো নীতির মধ্যে ক্রয় মূল্য নীতি অনুসারে সম্পত্তির মূল্য ক্রয়মূল্যে দেখানো হয় । ফলে আর্থিক বিবরণী প্রকাশে ধারাবাহিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা পায় এবং কারবারের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় ।
- জমি বাদে অন্য সকল সম্পত্তির মূল্য ক্রয়ের পরবর্তী কয়েক বছর মুদ্রাস্ফীতির কারণে বৃদ্ধি পায় । কিন্তু আয়ুষ্কালের শেষের দিকে ঐ সম্পত্তির মূল্য আর বৃদ্দি পায় না বরং হ্রাস পায় ।

- ফলে বাজার মূল্যে সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হলে সম্পত্তির আয়ুষ্কালের প্রথম দিকের কয়েক বৎসর উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তির মূল্য বেশি দেখাবে, অন্যদিকে কল্পিত মুনাফা বৃদ্ধি পাবে, আয়কর বেশি দিতে হবে, মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ দিতে হলে তা বেশি দিতে হবে, অংশীদার বা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা বেশি বণ্টিত হবে। অর্থাৎ মূলধন থেকে মুনাফা বণ্টিত হয়ে কারবার আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। এটি করা হলে তা রক্ষণশীলতা নীতির ব্যতয় হবে। কাজেই স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়মূল্যে দেখানোর মাধ্যমেই সম্পত্তির সঠিক ও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়।

✪✪✪

(২৫). *সুনাম কোন পরিস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়?*

➪ যেসব পরিস্থিতিতে সুনাম লিপিবদ্ধ করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

(i). কারবার ক্রয়-বিক্রয়ের সময়;
(ii). অংশীদারী কারবারে পরিণত করার সময়;
(iii). যৌথ মূলধনী কারবারে রূপান্তর করার সময়;

- অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে-

(i). নতুন অংশীদার আগমন কালে;
(ii). পুরাতন অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুকালে;
(iii). একাধিক অংশীদারী কারবার একত্রীকরণ হলে;
(iv). মুনাফাবণ্টন হার পরিবর্তন হলে;
(v). অংশীদারী কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারে রূপান্তর করার ফলে;
(vi). অংশীদারী কারবার বিলোপ হলে;

- যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে-

(i). ক্রয়-বিক্রয় কালে;
(ii). দুই বা ততোধিক কেম্পানি একত্রীকরণ হলে;
(iii). একটি কর্তৃক অপর একটি অধিগ্রহণ কালে;
(iv). শেয়ার মূল্য নির্ধারণ কালে;
(v). সম্পদ করের জন্য শেয়ার মূল্য ধার্য করার সময়;
(vi). হোল্ডিং এবং সাবসিডিয়ারী কোম্পানির Consolidated Balance Sheet তৈরির সময়;

✪✪✪

(২৬). *লাভ-ক্ষতি হিসাবের সীমাবদ্ধতার দুইটি ব্যাখ্যা করুন।*

➪ **<u>লাভ-ক্ষতি হিসাবের (Income Statement) সীমাবদ্ধতা</u> ঃ**

(i). প্রাসঙ্গিক কিন্তু অর্থের সঙ্গে পরিমাপযোগ্য নয় এমন উপাদান আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত হয় না। ফলে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক ফলাফলের চিত্র বাধাগ্রস্থ হয়।

(ii). হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করে লেনদেনসমূহ আয় বিবরনীতে হিসাবভুক্ত করা হয়। ফলে সব সময় নগদ প্রবাহের পরিবর্তন হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত হয় না।

(iii). হিসাব বিবরনীতে তথ্য জালিয়াতির সম্ভাবনা থেকে যায়। ব্যবস্থাপক ইচ্ছাকৃতভাবে আয়-ব্যয় বেশি বা কম দেখিয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে প্রতারণাপূর্ণ হিসাব বিবরনী উপস্থাপন করতে পারে।

✪✪✪

(২৭). *Posting কী এবং এটা কীভাবে Recording Process এ সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করুন।*

➪ **<u>Posting</u>**

- ডেবিট এবং ক্রেডিটের মোট পরিমাণ টাকা জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে Posting বলা হয়।

- সুতরাং Posting হলো জাবেদাভুক্ত লেনদেনগুলোকে খতিয়ানে স্থানান্তর করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।

- উদাহরণস্বরূপ, "নগদ ৫০০ টাকায় জিনিসপত্র বিক্রয় করা"-এর জাবেদা এবং খতিয়ানে এন্ট্রি হবে নিম্নরূপ ঃ

জাবেদা এন্ট্রি ঃ

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৫০০	
বিক্রয় হিসাব (বিক্রয় নগদে লিপিবদ্ধ করার জন্য)		৫০০

খতিয়ানে এন্ট্রি ঃ

নগদ হিসাব

বিবরণ	রেফারেন্স	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স
বিক্রয়			৫০০	৫০০

বিক্রয় হিসাব

বিবরণ	রেফারেন্স	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স
নগদ		৫০০		৫০০

- খতিয়ানে স্থানান্তর করা লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে জাবেদায় লিপিবদ্ধ লেনদেগুলোকে খতিয়ানে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত খতিয়ানসমূহের জের রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- রেওয়ামিল হলো Recording Process-এর তৃতীয় ধাপ। খতিয়ান ছাড়া রেওয়ামিল তৈরি করা অসম্ভব। তবে রেওয়ামিল হিসাবের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। কারণ রেওয়ামিল ছাড়াও খতিয়ানের জের হতে সরাসরি চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা যায়।

- সুতরাং কোম্পানির চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতকরণের জন্য খতিয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আর Posting খতিয়ান প্রস্তুত করার জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

✪✪✪

(২৮). Matching Principle এবং Revenue Recognition অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সেটাকে সমন্বয় জাবেদা নিশ্চিত করে। আপনি কি একমত? কেন? কেন নয়?

➪ কোন নির্দিষ্ট সময়ের অর্জিত আয়কে ঐ সময়ের সংঘটিত ব্যয়ের বিপক্ষে লিপিবদ্ধকরণই হলো আয়-ব্যয় সংযোগ নীতি (Matching Princople)।

- এ নীতি অনুযায়ী সঠিক আয়ের বিপরীতে সঠিক ব্যয়কে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ, পণ্য বা সেবা বিক্রয় হতে মোট যে আয় হয়, তা থেকে উক্ত আয়সমূহ অর্জন করতে যে সংশ্লিষ্ট ব্যয় হয় তা বাদ দিতে হয়।

- তাই Income Statement-এ পদত্ত খরচ হতে অগ্রিম খরচ বিয়োগ এবং বকেয়া খরচ যোগ করে প্রকৃত খরচ নিরূপণ করতে হয় এবং একইভাবে প্রাপ্ত আয়ের সাথে অগ্রিম ও বকেয়া আয় সমনবয় করে প্রকৃত আয় নির্ণয় করতে এই নীতি প্রয়োগ করা হয়।

- অগ্রিম ও বকেয়া আয় সমন্বয় করার মাধ্যমে প্রকৃত আয় নির্ণয় করে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরি করা হয়।

- অগ্রিম আয় ও বকেয়া আয় হলো এক ধরনের সমনবয় জাবেদা। সুতরাং, সমন্বয় জাবেদা আর্থিক বিবরণীতে ব্যবহৃত হয়ে হিসাববিজ্ঞানের Matching Principle এবং Revenue Recognition অনুসরণ করাকে নিশ্চিত করে।

- উদাহরণস্বরূপ ঃ

"Rent received in advance for three years Tk. 60,000 at the beginning of the year"

এক্ষেত্রে, বছরের শুরুতে জাবেদা এন্ট্রি হবে নিম্নরূপ ঃ

Account Titles	Debit (Tk.)	Credit (Tk.)
Cash	60,000	
Unearned Rent		60,000

চলতি বছরের শেষে এক বছরের জন্য প্রযোজ্য এক-তৃতীয়াংশ ভাড়া আয় হিসেবে ধরতে হবে এবং এ জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে ঃ

Account Titles	Debit (Tk.)	Credit (Tk.)
Unearned Rent	20,000	
Rent Revenue/Income		20,000

✪✪✪

(২৯). ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর কিছু বিশেষ আইটেমস যা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীতে দেখা যায় না তার কয়েকটির নাম লিখুন ।

➪ **একটি ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উপাদানসমূহ**

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ৩১(৮) ধারা অনুসারে একটি ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উপাদানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i). I.A.S-30 অনুসারে Balance Sheet;

(ii). I.A.S-30 অনুসারে Income Statement;

(iii). I.A.S-7 অনুসারে Cash Flow Statement;

(iv). মূলধন পরিবর্তন সংক্রান্ত বিবরনী;

(v). আর্থিক বিবরনীর টিকাসমূহ;

✪✪✪

(৩০). *ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কী? ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা কী?*

➪ **ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী**

- নগদান বইয়ের ব্যাংক হিসাব ও ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণী তুলনা করে এ দুটি জেরের অমিলের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলা হয় ।
- অন্যভাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বহি এবং পাস বহির উদ্বৃত্তের পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমানতকারীর নগদান বহির ব্যাংক উদ্বৃত্ত ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের গরমিলের প্রকৃদ কারণ নির্দেশপূর্বক সমন্বয় সাধনের জন্য যে বিবরণী তৈরি করা হয়, তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরনী বা Bank Reconciliation Statemnt বলে ।

➪ **ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা**

- কোনো প্রতিষ্ঠানের নগদ বইয়ের ব্যাংক জমার উদ্বৃত্তের নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রধানত ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় ।
- এছাড়াও এর আরও কতগুলো উদ্দেশ্য দেখা যায়। নিচে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর কতিপয় উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো ঃ

(i). **গরমিলের কারণ অনুসন্ধান** ঃ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী হতে উভয় জেরের গরমিলেল কারণ জানা যায় ।

(ii). **নির্ভুলতা পরীক্ষা** ঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রক্ষিত নগদ বই এবং ব্যাংক কর্তৃক রক্ষিত পাস বইয়ের নির্ভুলতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করতে হয় ।

(iii). **জুয়াচুরি নির্ণয়** ঃ এ বিবরণী হতে জাল ও জুয়াচুরি সহজে জানা যায় ।

(iv). **সংশোধিত জের নিরূপণ** ঃ উভয়ের মধ্যে গরমিলের কারণগুলো খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী সমন্বয় দাখিলা তৈরি করে সঠিক জেরটি নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় ।

(v). **অলিখিত লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ** ঃ অলিখিত বা বাদ পড়া লেনদেনগুলো ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশে উল্লেখ করার মাধ্যমে হিসাবভুক্ত করা হয় ।

(vi). **নিরীক্ষাকালীন প্রমাণপত্র** ঃ প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষাকালে উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত নগদ জেরের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য নিরীক্ষক, ব্যাংক ও নগদান বইয়ের মধ্যে মিলকরণের বিবরণী দেখিয়ে থাকের ।

(vii). **লেনদেন নিয়ন্ত্রণ** ঃ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করা হলে ব্যাংকের লেনদেন স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ।

(viii). **সঠিক জের নির্ণয়** ঃ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী হতে প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ জানা যায় ।

✪✪✪

(৩১). BRPD circular অনুসারে ব্যাংকের ঋণ প্রভিশন Requirementগুলো কী?

⇨ **BRPD circular অনুসারে ব্যাংকের ঋণ প্রভিশন Requirementসমূহ**

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা ভবিষ্যতের বিভিন্ন ক্ষতি বা দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য মুনাফার যে অংশ আলাদা করে রাখা হয় তাকে সঞ্চিতি বা প্রভিশন বলা হয় ।

- ঋণ প্রভিশনের Requirementগুলো নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

১. **সাধারণ প্রভিশন বা সঞ্চিতি**

(i). ক্ষুদ্র এবং মাঝারি এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে অশ্রেণিকৃত ঋণের ০.২৫ শতাংশ হারে এবং ১% হারে সকল অশ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি রাখতে হয় ।

(ii). ভোক্তা ঋণের ক্ষেত্রে অশ্রেণিকৃত ঋণের ৫ শতাংশ হারে এবং হাউজ ফাইন্যান্স ও পেশাদার যারা ভোক্তা ঋণের আওতায় ব্যবসা শুরু করতে চায় সেক্ষেত্রে অশ্রেণিকৃত ঋণের ২ শতাংশ হারে সঞ্চিতি রাখতে হয় ।

(iii). ব্রোকারেজ হাইজ, মার্চেন্ট ব্যাংক, স্টক ডিলার ইত্যাদি ঋণের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ হারে সঞ্চিতি রাখতে হয় ।

(iv). Special Mention Account-এ ৫% হারে প্রভিশন রাখতে হবে ।

(v). অফ ব্যালেন্স শীট এক্সপোজার-এর জন্য ১% হারে সঞ্চিতি রাখতে হয় ।

২. **নির্দিষ্ট সঞ্চিতি ঃ শ্রেণিকৃত চলমান, চাহিদাকৃত এবং মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো নিম্নিলিখিত হারে প্রভিশন রাখবে–**

(i). নিম্ন-মান (Sub-Standard) ঃ ২০%

(ii). সন্দেহজনক (Doubtful) ঃ ৫০%

(iii). মন্দ/ক্ষতিজনক (Bad/Loss) ঃ ১০০%

৩. **স্বল্পমেয়াদী কৃষি এবং ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে সঞ্চিতি ঃ**

(i). মন্দ/ক্ষতিজনক শ্রেণিকৃত ব্যতীত সকল ঋণ ঃ ৫%

(ii). মন্দ/ক্ষতিজনক (Bad/Loss) ঃ ১০০%

✪✪✪

(৩২). সম্প্রতি একটি IAS লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্রে কিছু পরিবর্তন-এর কথা বলেছে। এগুলো কী?

- IAS-1 আর্থিক বিবরণী (লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র) প্রস্তুতের নিয়মাবলী বা নির্দেশনা দিয়ে সংশোধিতভাবে ১৯৯৮ সালের ১ জুলাই তারিখে প্রয়োগ করা হয়।
- The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh কর্তৃক Bangladesh Accounting Standard (BAS) নামে ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তা বাংলাদেশে প্রয়োগ করা হয়।
- পরির্তনগুলো নিম্নরূপ ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বিবরণীতে

পূর্বে যা থাকত	পরিবর্তনের পরে যা থাকবে
(i). ক্রয়-বিক্রয় হিসাব	(i). একটি Balance Sheet
(ii). লাভ ও ক্ষতি হিসাব	(ii). একটি আয় বিবরণী
(iii). Balance Sheet	(iii). মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তন বিবরণী
	(iv). নগদ প্রবাহ বিবরণী
	(v). প্রয়োজনীয় নোটসমূহ

- সম্পত্তিকে Current, Non-Current এবং বিনিয়োগে ভাগ করে দেখাতে হবে।
- খরচকে মার্কেটিং খরচ, অফিস খরচ, উৎপাদন খরচ ইত্যাদিতে ভাগ করে দেখাতে হবে।
- সকল দফা, যেমন- Assets, Liabilities, Equity, Income, Expenses, Gain, Losses-কে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।
- তাছাড়া, Balance এবং Income Statement এ দফাগুলো কিভাবে দেখাতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

✪✪✪

(৩৩). *Income Statement সংক্রান্ড় ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করুন।*

⇨ **<u>Income Statement সংক্রান্ত ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারাসমূহ</u>**

Income Statement সংক্রান্ত ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর সংশোধনী নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে ঃ

- ধারা-৪২। ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন। — উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

  "৪২। বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশীট প্রদর্শন। — বাংলাদেশে কার্যরত

  কোন ব্যাংক-কোম্পানিকে ধারা ৩৮ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত ইহার সর্বশেষ ব্যালেন্সশীট এবং লাভক্ষতির হিসাব ব্যাংকের আমানতকারী, শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ ব্যাংক সম্পর্কে যাহাতে সহজে তথ্য লাভ করিতে পারেন সেই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রচার ও ব্যাংকের ওয়েবসাইটে উক্ত বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ প্রকাশ উহার পরবর্তী ব্যালেন্সশীট ও হিসাব একইভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকিবে।"

- ধারা-৪৩ । ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন । — উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর—

  (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত **"এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অনুরূপ পরিদর্শন করাইবে"** শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

  (খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত "যদি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি অনুরোধ করে, বা এইরূপ পরীক্ষার ভিত্তিতে উহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানিকে সরবরাহ করিবে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও হাইফেনগুলির পরিবর্তে **"বাংলাদেশ ব্যাংক আবশ্যক মনে করিলে উক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানিকে সরবরাহ করিতে পারিবে"** শব্দগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে;

  (গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—
  "(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক এই ধারার অধীন কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করার পর উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির কার্যাবলি উহার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, লিখিত আদেশ দ্বারা—

    (ক) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক নতুন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

    (খ) ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে;

    (গ) আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক যেইরূপ সঙ্গত মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান কিংবা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

✪✪✪

(৩৪). *Balance Sheet সংক্রান্ড় Financial Institution Act, 1993 এর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করুন।*

⇨ **<u>Balance Sheet সংক্রান্ত Financial Institution Act, 1993 এর ধারাসমূহ</u>**

Balance Sheet সংক্রান্ত Financial Institution Act, 1993 এর ধারাগুলি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

- ধারা-১১ । প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার সর্বশেষ নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশীট-এর কপি, পরিচালকদের নামসহ, উহার সকল কার্যালয় ও শাখার প্রকাশ্য স্থানে সারা বৎসর প্রদর্শন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট বৎসর শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে উক্ত ব্যালেন্সশীট কমপক্ষে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে ।

- ধারা-২৩ । প্রস্তুতকৃত লাভ-ক্ষতির হিসাব ও ব্যালেন্সশীট এর একটি প্রতিলিপি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে ।

- ধারা-২৪ ।

  (১). কোম্পানি আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে একজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে ।

  (২). কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষক নিয়োগে অসমর্থ হইলে, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষকের সাথে অপর একজন নিরীক্ষকের কাজ করার প্রয়োজন থাকে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাকে প্রদেয় পারিতোষিকও বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করিয়া দিবে ।

  (৩). যে বৎসরের জন্য নিরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন সেই বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং তৎভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করাই হইবে এই ধারার অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষকের দায়িত্ব ।

(৪). উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক নিরীক্ষকের উপর তৎকর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন দায়িত্ব আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিরীক্ষক অতিরিক্ত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫). এই ধারার অধীন প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, ব্যালেন্সশীট ও লাভ-ক্ষতির হিসাবের সাথে সংযোজন করিতে হইবে এবং উহার একটি প্রতিলিপি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬). কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় যদি কোন নিরীক্ষক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) এই আইনের বিধানসমূহ গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে বা পালন করা হয় নাই অথবা প্রতারণা বা অসততার দরুন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে;

(খ) লোকসানের দরুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির মূলধন পঞ্চম শতাংশ পরিমাণ নামিয়া গিয়াছে;

(গ) পাওনাদারগণের পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হওয়াসহ অন্য কোন গুরুতর অনিয়ম ঘটিয়াছে; অথবা

(ঘ) পাওনাদারগণের পাওনা মিটানোর জন্যে সম্পদ যথেষ্ট কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে;

তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে উক্ত বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবেন।

- ধারা-৪১।

(১). কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, নিরীক্ষক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাব বহি, হিসাব, প্রতিবেদন, ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ, বা অন্যান্য দলিলে, অথঃপর উক্ত দলিল বলিয়া উল্লিখিত, মিথ্যা কিছু সংযোজন করেন বা করিতে সাহায্য করেন বা উক্ত দলিলের কিছু গোপন বা নষ্ট করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা অনুর্ধ্ব ৩ বৎসরের কারাদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২). যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধানের প্রয়োজন মোতাবেক বা উহার অধীন বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তলবকৃত বা দাখিলকৃত কোন বিবরণ, প্রতিবেদন বা অন্যান্য দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, অথবা অনুরূপ কোন বিবরণ, প্রতিবেদন বা দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

✪✪✪

(৩৫). *Periodicity এবং Economic Entity অনুমান ব্যাখ্যা করুন।*

➪ **<u>Periodicity অনুমান</u>**

- এ অনুমান বা ধারণা অনুসারে আয়-ব্যয় বা লাভ-ক্ষতির নীট ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অনির্দিষ্ট ও অনন্ত জীবনকালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়কালকে হিসাব কাল বলা হয়। এ হিসাব কাল এক বছর, তিন মাস অন্তর অন্তর, মাসিক অথবা সাপ্তাহিকও হতে পারে।
- Periodicity অনুমানের উপর ভিত্তি করে হিসাবকালের ধারণার উৎপত্তি ঘটে। এ অনুমান অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু লাভ-ক্ষতির বিবরণী প্রস্তুত করত।
- বর্তমানে লাভ-ক্ষতির বিবরণীর পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে আয় বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী কিংবা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মূলধন হিসাব বিবরণীও তৈরি করা হয়।
- Periodicity অনুমানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

(i). এ অনুমানের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বছরকে বিভিন্ন হিসাবকালে বিভক্ত করা হয়। যেমন– সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বাৎসরিক, বাৎসরিক ইত্যাদি।

(ii). এই অনুমানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসার অবস্থা কিরূপ তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়।

➪ **Economic Entity অনুমান**

- এ অনুমান বা ধারণা অনুযায়ী হিসাব নিকাশের সময় অনুমান করা হয় যে, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পৃথক সত্তা রয়েছে। মালিক ও অন্যান্যদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে সম্পর্ক তা হলো ব্যবসায়িক সম্পর্ক।
- মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ যে পরিমাণ মূলধন প্রদান করে তা মালিকের নিকট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায় হিসেবে বিবেচিত হয়। মালিকের নিকট এ দায়কে অন্তঃদায় বলা হয়।
- সত্তা অনুমান বা ধারণার কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ মোট দায় ও মালিকানা স্বত্বের সমষ্টির সমান হয়ে থাকে। কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার মালিক ও তৃতীয় পক্ষের (যদি পাওনাদার ও ঋণ থাকে) নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ বা সেবা সম্পত্তিতে রূপান্তর করে গচ্ছিত রাখে। অর্থাৎ মোট সম্পত্তি = মালিকান স্বত্ব (অন্তঃদায়) + দায় (বহির্দায়)।
- Economic Entity অনুমান অনুযায়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের ব্যয়কৃত বা আয়কৃত অর্থ কখনই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় বা ব্যয় নয়। অর্থাৎ মালিকের নিজস্ব খরচ কখনও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরনীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

✪✪✪

(৩৬). ***আর্থিক একক অনুমান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বা অনুমান ব্যাখ্যা করুন।***

➪ **আর্থিক একক বা মুদ্রামান নীতি বা আর্থিক মাপকাঠি**

- লেনদেনভিত্তিক হিসাবরক্ষণে মুদ্রা হলো মূল্য পরিমাপের একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি। কারণ এ মুদ্রাই হলো বিনিময়ের সাধারণ মাপকাঠি, মাধ্যম, মান ও ভান্ডার।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের নগদ ৮,০০০ টাকা, দশটি রুমের একটি বিল্ডিং, দশ কাঠার একখন্ড জমি, দশটি চেয়ার টেবিল, দুটি মেশিন থাকলে তাদের মোট মূল্য কত হলো তা বুঝা যায় না। বরং মুদ্রার মত একটি সাধারণ পরিমাপক থাকলে তাদের মোট মূল্য যোগ করে মূল্যমান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন- কারবারটির (নগদ ৮,০০০ টাকা + বিল্ডিং ৭,০০,০০০ টাকা + জমি ২,৩০,০০০ টাকা + চেয়ার টেবিল ২২,০০০ টাকা + মেশিন (৪,০০,০০০ টাকা) = ১৩,৬০,০০০ টাকার মোট সম্পদ রয়েছে।
- অতএব বলা যায় যে, "মুদ্রার একক হলো প্রাসঙ্গিক, সহজ, সর্বজনীন প্রাপ্যতা, বোধগম্য এবং হিতকারী"। কারণ অর্থের অঙ্কে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ এবং সম্পত্তি দায়ের মূল্যায়ন সর্বদাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

➪ **প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যবসায়িক সত্ত্বা অনুমান**

- এ অনুমান বা ধারণা অনুযায়ী হিসাব নিকাশের সময় অনুমান করা হয় যে, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এবং পৃথক সত্ত্বা রয়েছে। মালিক ও অন্যান্যদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে সম্পর্ক তা হলো ব্যবসাযিক সম্পর্ক।
- মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ যে পরিমাণ মূলধন প্রদান করে তা মালিকের নিকট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ দায়কে অন্তঃদায় বলা হয়।
- সত্ত্বা অনুমান বা ধারণার কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের সমষ্টির সমান হয়ে থাকে। কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার মালিক ও তৃতীয় পক্ষের (যদি পাওনাদার ও ঋণ থাকে) নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ বা সেবা সম্পত্তিতে রূপান্তর করে গচ্ছিত রাখে।
- ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সৃষ্টি হয় নিচের হিসাব সমীকরণটি ঃ

মোট সম্পত্তি = মালিকানা স্বত্ত্ব (অন্তঃদায়) + দায় (বহির্দায়)

✪✪✪

(৩৭). ***"হিসাববিজ্ঞান আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং তা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ"-ব্যাখ্যা করুন।***

➪ **<u>"হিসাববিজ্ঞান আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং তা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ"-কারণসমূহ</u>**

- যে কোনো প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এর সমস্ত কাজকর্ম সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- অন্যদিকে, সামাজিক পরিবেশেও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(i). আর্থিক লেনদেন ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। তাই অর্থনীতি ও সমাজকে সচল রাখতে আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হিসাববিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হয়।

(ii). ব্যবসা ছাড়া সামাজিক অর্থনীতি অচল। তাই সমাজ ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে ব্যবসা সচল রাখা প্রয়োজন। আর ব্যবসায় সচল রাখতে প্রয়োজন হিসাববিজ্ঞানের।

(iii). মালিকের পুঁজি বা মূলধন রক্ষা করা না গেলে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সমাজ ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং সমাজ তথা অর্থনীতি সচল রাখতে হিসাববিজ্ঞান অপরিহার্য।

(iv). ব্যক্তির সম্পদ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ মূলত সমাজ তথা দেশের সম্পদ। হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে সকল সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করে অর্থনীতিকে সচল রাখা যায়।

✪✪✪

(৩৮). ***বাংলাদেশে ইন্সুরেন্স কোম্পানি লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরি করেনা। তাহলে তারা কীভাবে লাভ-ক্ষতি জানে?***

➪ **<u>বাংলাদেশে ইন্সুরেন্স কোম্পানির লাভ-ক্ষতি জানার পদ্ধতি</u>**

- বাংলাদেশে ইন্সুরেন্স কোম্পানি লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরি করে না কিন্তু লাভ নির্ণয়ের জন্য Revenue Account তৈরি করে। তবে Revenue Account-এ লাভ বা শব্দটি ব্যবহার করা হয় না।
- Revenue Account-এর ডানদিকে প্রথমে পূর্ববর্তী বছরের Life Insurance-এর Opening Balance Fund লেখা হয় এবং সবশেষে বামদিকে Life Insurance Fund-এর Closing Balance লেখা হয়।
- বাস্তবে Revenue Account-এ সাধারণত কোন ক্ষতি হয় না শুধু মুনাফা হয়। তাই লাভ-ক্ষতি হিসাব না করে ইন্সুরেন্স কোম্পানি Revenue Account সংরক্ষন করে।

✪✪✪

(৩৯). ***BEP বের করতে Sensitivity Analysis কী?***

- উৎপাদনের যে পর্যায়ে ব্যয় (Cost) এবং আয় (Revenue) সমান হয় ঐ পর্যায়ে বা Point কে সমচ্ছেদ বিন্দু বা Break Even Point (BEP) বলা হয়।
- উৎপাদনের উপকরণসমূহের একটি উপাদান পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য উপাদানের উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে তা সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ বা Sensitivity Analysis-এর মাধ্যমে আলোচনা করা হয়।
- BEP নির্ণয়ে কতগুলো অনুমান করা হয়। ধরে নেয়া হয় এ অনুমানগুলো সঠিক থাকবে। কিন্তু যদি অনুমানগুলি পরিবর্তন হয় তাহলে BEP তে কি ধরনের পরিবর্তন হবে তা Analysis করাই হলো Sensitivity Analysis.
- যেমন- বিক্রয়ের পরিমাণ, ক্রেতার চাহিদা, বিক্রয় মূল্য, স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তন, কৌশলগত পরিবর্তন, প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা প্রভৃতি পরিবর্তনের ফলে BEP তে কি ধরনের পরিবর্তন হবে তা Sensitivity Analysis এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

✪✪✪

(৪০). এক ধাপ এবং বহু ধাপবিশিষ্ট আয়-ব্যয় বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাংকে কোন ধরনের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়? উদাহরণ দিন।

⇨ **এক ধাপ আয় বিবরণী**

- এক ধাপ আয় বিবরণীতে বিক্রয় বা সেবা আয়সহ অন্যান্য আয় প্রথম ধাপে যোগ করতে হয়। অতঃপর অন্যান্য সর্বমোট আয় হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়সহ সকল পরিচালন খরচ ও অন্যান্য খরচের সমষ্টি বাদ দিয়ে সরাসরি নীট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- অর্থাৎ এক ধাপ আয় বিবরনীতে সকল উপাত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ আয়সমূহ ও খরচসমূহ।পরিচালন আয় ও অন্যান্য আয় একত্রে আয়সমূহ ধরা হয় এবং পরিচালন ব্যয় ও অন্যান্য খরচ একত্রে খরচসমূহ ধরা হয়।
- এ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হলো প্রস্তুতকরণের সরলতা। এই আয় বিবরণী হতে এক নজরে সকল প্রকার আয় এবং সকল প্রকার ব্যয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

⇨ **বহু ধাপ আয় বিবরণী**

- এতে বিভিন্ন প্রকার আয় ও ব্যয়সমূহকে বিভিন্ন ধাপে পৃথকভাবে দেখিয়ে একাধিকবার মুনাফা বা আয় নির্ণয় করা হয়।
- বহুধাপ আয় বিবরণীতে সাধারণত যে সমস্ত আয় ও খরচের ধাপ থাকে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(i). **পরিচালন আয়** ঃ পরিচালন আয় বলতে ব্যবসায়ের প্রধান কার্যাবলি হতে সৃষ্ট আয়সমূহকে বুঝায়। যেমন- পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান আয় অথবা উভয়ই পরিচালন আয়।

(ii). **বিক্রীত পণ্যের ব্যয়** ঃ কারবার প্রতিষ্ঠানের জন্য বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়। আয় বিবরণীতে নিট বিক্রয় আয় হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট আয় নির্ণয় করা হয়। বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয়ের উপর নীট বিক্রয়ের আধিক্যকে মোট মুনাফা বলা হয়।

(iii). **পরিচালন ব্যয়** ঃ

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ব্যতীত বিক্রয় ও প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য সংঘটিত খরচসমূহকে পরিচালন ব্যয় বলা হয়।
- এ ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ- বিক্রয় খরচ ও প্রশাসনিক খরচ।
- পণ্য বিক্রয় ও বাজারজাতকরণের জন্য যে সমস্ত খরচ সংঘটিত হয় সেগুলোকে বিক্রয় খরচ বলা হয়।
- অপরদিকে, কারবারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খরচসমূহকে প্রশাসনিক খরচ বলা হয়।

(iv). **অপরিচালন আয় ও ব্যয়** ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত আয় বিক্রয় আয় বা সেবা আয়ের সাথে জড়িত নয় ঐ আয়কে অপরিচালন আয় বলা হয়।

⇨ **ব্যাংকের আয়-ব্যয় বিবরণী**

- ব্যাংকসমূহ সাধারণত এক ধাপ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। এ ধরনের বিবরণীতে ব্যাংক সকল প্রকার আয় এক ধাপে এবং সকল প্রকার ব্যয় পৃথক ধাপে দেখায়।
- সকল আয়ের সমষ্টি হতে ব্যয়ের সমষ্টি বাদ দিয়ে ব্যাংক নীট মুনাফা বা নীট ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে।
- নিচে একটি ব্যাংকের আয়-ব্যয় বিবরণী নমুনা প্রদত্ত হলো ঃ

ABC ব্যাংক লিমিটেড
আয়-ব্যয় বিবরণী
ডিসেম্বর ৩১, ২০১৪

	Notes	২০১৪ (টাকা)	২০১৩ (টাকা)
আয়			
সুদ, বাট্টা ও অন্যান্য আয়			
লভ্যাংশ হতে আয়			
ফি, কমিশন, ব্রোকারেজ অ-ব্যাংক সম্পদ হতে আয়			

অন্যান্য পরিচালন আয় সুদের হার পরিবর্তনজনিত আয়			
মোট আয়		×××	×××
ব্যয় প্রদেয় সুদ প্রশাসনিক ব্যয় অন্যান্য ব্যয় ব্যাংকের সম্পদের অবচয় সুদের হার পরিবর্তনজনিত আয়			
মোট ব্যয়		×××	×××
নীট মুনাফা/নীট ক্ষতি		×××××	×××××

✪✪✪

(৪১). Closing Entry কী? কোন কোন হিসাবগুলো বন্ধ করা হয়?

⇨ **Closing Entry**

- সংশ্লিষ্ট হিসাব বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল অর্থাৎ লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য যাবতীয় নামিক বা আয়ব্যয়বাচক হিসাবের ব্যালেন্সগুলো আয় বিবরণী বা লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তরের জন্য যে দাখিলা করা হয়, তাকে সমাপনী দাখিলা বা Closing Entry বলা হয়।
- সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে নামিক হিসাবগুলো বন্ধ করা হয়।
- নামিক বা আয়-ব্যয় বাচক হিসাবসমূহের দ্বারা আয় বিবরণী বা লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করে নীট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং নির্ণীত লাভ বা ক্ষতি মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। তাই নামিক হিসাবগুলোর উপযোগিতা চলতি বছরেই শেষ হয়ে যায় বলে সমপানী দাখিলার মাধ্যমে বন্ধ করা হয়।

✪✪✪

JAIBB

ACCOUNTING FOR FINANCIAL SERVICES (AFS)

Reading Materials : Short Notes

Md. Anisur Rahman (Parvej), SO (IT), ICTD, BDBL

S H O R T N O T E S

(১).	আই.এফ.আর.এস (IFRS)
(২).	বাসেল চুক্তি (Basel Accord)
(৩).	Off Balance Sheet Items (অলিখিত উদ্বৃত্তপত্রের উপাদানসমূহ)
(৪).	নগদ নীতি বনাম বকেয়া নীতি (Cash Basis vs. Accrual Basis)
(৫).	রক্ষণশীলতা নীতি (Conservatism Principle)
(৬).	সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)
(৭).	3/10, 2/10, n/30
(৮).	CVP বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ (সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ)
(৯).	Sunk Cost (নিমজ্জিত ব্যয়)
(১০).	Window Dressing
(১১).	CAMELS রেটিং
(১২).	আয় চিহ্নিতকরণ নীতি (Revenue Recognition Principle)
(১৩).	FOB Shipping Point
(১৪).	Comprehensive Income
(১৫).	সমন্বয় জাবেদা (Adjusting Entry)
(১৬).	IAS (International Accounting Standards)
(১৭).	ডেবিট নোট ও ক্রেডিট নোট
(১৮).	বিলম্বিত আয় ও খরচ (Defrred Revenue and Expense)
(১৯).	Break-Even Point (সমচ্ছেদ বিন্দু)
(২০).	দৃশ্যমান সম্পত্তি (Tangible Assets)
(২১).	Current Assets vs. Non-Current Assets (চলতি সম্পত্তি বনাম অ-চলতি সম্পত্তি)
(২২).	Going Concern Assumption (চলমান ধারণা অনুমান)
(২৩).	প্রাসঙ্গিক ব্যয় (Relevant Cost)
(২৪).	কালান্তিক বনাম নিত্য মজুদ (Periodic vs. Perpetual Inventory)
(২৫).	মিলকরণ নীতি (Matching Principles)
(২৬).	অর্জিত বনাম বিলম্বিত রাজস্ব (Accrued Vs Deferred Revenue)
(২৭).	পরিচালন বনাম আর্থিক কাজ (Operating vs Financial Activities)
(২৮).	উলম্ব বনাম সমতল বিশ্লেষণ (Vertical vs Horizontal Analysis)
(২৯).	LIFO বনাম FIFO
(৩০).	অস্পর্শনীয় সম্পত্তি (Intangible Assets)
(৩১).	Off Setting (অফসেটিং)
(৩২).	GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
(৩৩).	দত্তাংশ (Contribution Margin)
(৩৪).	স্থায়ী সম্পত্তি ও চলতি সম্পত্তি
(৩৫).	বিশেষ জাবেদা (Special Journal)

(১). আই.এফ.আর.এস (IFRS-International Financial Reporting Standards)

- IFRS এর পূর্ণরূপ হলো 'International Financial Reporting Standards', যা International Accounting Standard Board (IASB) কর্তৃক প্রণীত ।
- IFRS হলো আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ডের সমষ্টি, যেগুলো একটি প্রতিষ্ঠানকে তার আর্থিক বিবরণীতে কি কি ধরনের আর্থিক লেনদেন বা ইভেন্ট যুক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে ।
- IFRS এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাবায়নকে তুলনামূলকভাবে সহজীকরণ করা ।
- নিম্নলিখিত অনুমানের উপর IFRS প্রতিষ্ঠিত ঃ

  (i). চালু কারবার; (ii). স্থিতিশীল পরিমাপ একক; (iii). স্থির ক্রয় ক্ষমতার একক;

- IFRS নিম্নলিখিত তিন ধরনের একাউন্টিং মডেলকে অনুমোদন দান করেছে ঃ

  (i). চলতি হিসাববিজ্ঞান;
  (ii). নামিক আর্থিক এককে আর্থিক মূলধন রক্ষণাবেক্ষণ;
  (iii). স্থায়ী ক্রয় ক্ষমতার এককে আর্থিক মূলধন রক্ষণাবেক্ষণ;

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি (International Accounting Standard Committee-IASC) গঠন করা হয় ।
- এ কমিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য কিছু মান তৈরী করে, যে মানগুলোকে আন্তর্জাতিক হিসাবমান (International Accounting Standard-IAS) বলে । IASC ২০০০ সাল পর্যন্ত কাজ করে এবং বেশ কিছু IAS প্রণয়ন করে । পরবর্তীতে ২০০১ সালে IAS প্রণয়নের দায়িত্ব পরে International Accounting Standard Board (IASB)-এর উপর এবং তখন থেকে IAS-কে IFRS বলা হয় ।
- বাংলাদেশের The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক যে সব IAS/IFRS এদেশের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তাকে Bangladesh Accounting Standards (BAS) বা Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) বলা হয় ।
- বর্তমান ব্যবসায়ে IFRS-এর ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্র নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(i). আর্থিক বিবরণী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে	ঃ BAS-1/BFRS-1/IAS-1
(ii). মজুদ পণ্যের ক্ষেত্রে	ঃ BAS-2/BFRS-2/IAS-2
(iii). নগদ প্রবাহ বিবরণীর ক্ষেত্রে	ঃ BAS-7/BFRS-7/IAS-7
(iv). নির্মাণ চুক্তির ক্ষেত্রে	ঃ BAS-11/BFRS-11/IAS-11
(v). আয়করের ক্ষেত্রে	ঃ BAS-12/BFRS-12/IAS-12

✪✪✪

(২). বাসেল চুক্তি (Basel Accord)

- ব্যাসেল-২ হলো মোটাদাগে এমন ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যে ঝুঁকি থাকে তা সহনীয় মাত্রায় রাখতে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ বা মূলধনের যোগান নিশ্চিত করা ।
- এ পদ্ধতির আওতায় ব্যাংকের পরিচালনা ঝুঁকি ও মূলধন ঝুঁকি পৃথকভাবে নির্ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ।
- এখানে ঝুঁকি বলতে মূলত ঋণ ঝুঁকি, পরিচালনা ঝুঁকি এবং বাজার ঝুঁকিকেই বুঝানো হয় ।
- ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ ব্যাংকিং সুপারভিশন এই পদ্ধতিটি অনুসরণের জন্য সুপারিশ করেছে । এর আগে আশির দশকে ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ব্যাসেল-১ ব্যবস্থা প্রণীত হয় । ব্যাসেল-২ এরই উন্নততর সংস্করণ ।

✪✪✪

(৩). Off Balance Sheet Items (অলিখিত উদ্বৃত্তপত্রের উপাদানসমূহ)

- কোন প্রতিষ্ঠানের যে সম্পদ বা দায়সমূহ ঐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর উদ্বৃত্তপত্রে (Balance Sheet) উল্লেখ করা হয় না, তাদেরকে অলিখিত উদ্বৃত্তপত্রের উপাদানসমূহ (Off Balance Sheet Items) বলা হয়। একটি সাধারণ Off Balance Sheet Item-এর উদাহরণ হলো 'Operating Lease'.
- এই উপাদানসমূহ ট্রাক করা কঠিন এবং লুকানো দায় হিসেবে থাকে।
- ব্যাংকিং কোম্পানি আইন-১৯৯১ অনুযায়ী অফ ব্যালান্স শীট আইটেমগুলো হলো ঃ

  (i). Bills for collector; (ii). Acceptance and Endorsement;

✪✪✪

(৪). নগদ নীতি বনাম বকেয়া নীতি (Cash Basis vs. Accrual Basis)

- বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ হলো আয় বা মুনাফা নির্ণয়ের এরূপ একটি পদ্ধতি যেখানে ব্যবসায়িক পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদানের বৎসরেই এদের বিনিময়ে প্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য পণ্যকে "Revenue Income" হিসেবে ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে নগদ টাকার আকারে উক্ত Revenue আসল কিনা তা বিবেচনা করা হয় না।
- একইভাবে চলতি হিসাবকালে যে কোন বাহ্যিক সূত্র হতে উৎপন্ন তথা প্রাপ্য আয়কে (নগদ না পাওয়া সত্ত্বেও) চলতি সালে হিসাবভুক্ত করা হয় এবং পাওয়ার অধিকারটিকে চলতি সালেই সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- আবার, চলতি হিসাবকালে কোন স্বীকৃত রাজস্ব আয় (যেমন বিক্রয়) উৎপাদনের জন্য একই সালে ব্যয়িত (Incurred) খরচগুলোকে চলতি সালের ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। উক্ত খরচগুলোকে প্রকৃতপক্ষে নগদে পরিশোধ করা হলো কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। যদি উক্ত খরচ অপরিশোধিত থাকে তখন তাকে (বকেয়া অংশটুকু) একদিকে চলতি সালের ব্যয় এবং অন্যদিকে ব্যবসায়ের দায় হিসেবে গণ্য করা হয়।
- হিসাব শাস্ত্রের বিবেচনা মতে, কেবলমাত্র বকেয়া ভিত্তিতে নির্ণীত কারবারী ফলাফলই বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ প্রণালীতে সমন্বয় জাবেদার (Adjusting Entries) ব্যবহার করা হয় হিসাবকে Up-to-Date রাখার জন্য।
- বাণিজ্যিক বিশ্বে বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ প্রণালী প্রচলিত বিধায় বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ প্রণালী 'বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণ প্রণালী' নামে সর্বাধিক পরিচিত।
- পক্ষান্তরে, নগদান ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ প্রণালী একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে নগদ ছাড়া অন্যান্য অর্জিত আয় লিপিবদ্ধ করে না। অনুরূপভাবে, খরচের ক্ষেত্রে অর্জিত আয়ের বিপরীতে সকল খরচও লিপিবদ্ধ করে না। তাই এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ বা সঠিক Financial Statement তৈরি করা যায় না। তাছাড়া নগদান ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ প্রণালী সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবরক্ষণ নীতিও (GAAP) অনুসরণ করে না।
- সুতরাং বলা যায় যে, বকেয়া ভিত্তিক আর্থিক বিবরণী নগদান ভিত্তিক আর্থিক বিবরণীর তুলনায় অধিক তথ্য সরবরাহ করে।

✪✪✪

(৫). রক্ষণশীলতা নীতি (Conservatism Principle)

- রক্ষণশীলতা নীতির মূল কথা হলো, "সকল ক্ষতিকে আগে থেকে পূর্বানুমান কর, লাভকে নয়"।
- আর্থিক বিবরণী তৈরি করার ক্ষেত্রে তাই নিরাপদ পথ অনুসরণ করা উচিত। নিরাপদ পথ বলতে বর্তমান অনিশ্চয়তার জগতে পূর্ব হতে সম্ভাব্য লোকসানের জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা বুঝায়।
- কোন বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা যতই বেশি থাকুক না কেন তা বিবেচনা করা যাবেনা। কিন্তু ক্ষতির সামান্য সম্ভাবনা থাকলে তা বিবেচনায় আনতে হবে।
- রক্ষণশীলতা নীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় ঃ

  (i). মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্য এ দুইয়ের মধ্যে যে মূল্যটি কম তা গ্রহণ করে যথাসম্ভব লাভ কম দেখাতে হয়।

(ii). ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ, যেমন- কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি মুনাফা জাতীয় খরচ দেখিয়ে নীট আয় কমানো হয়।

(iii). অনাদায়ী দেনার জন্য ভবিষ্যত ব্যবস্থা তৈরি করে নীট লাভ কমানো হয়।

(iv). বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য তহবিল সৃষ্টি করে নীট আয় কমানো হয়।

(v). ব্যবসায়ের অনির্দিষ্ট জীবনকাল থাকা সত্ত্বেও সুনামের মত অস্পর্শনীয় সম্পত্তির অবলোপন করা হয়।

(vi). পাওনাদারের উপর প্রভিশন ধরা হয় না।

- সুতরাং বলা যায় যে, হিসাব তৈরীর সময় কোন আয় বাদ গেলেও খুব একটা অসুবিধা হবে না, যে অসুবিধা হবে কোন খরচ যদি বাদ পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গির নীতিকেই রক্ষণশীলতার নীতি বা Conservatism Principle বলা হয়।

✪✪✪

(৬). সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

- সম্পদের বা সুযোগের একাধিক ব্যবহার থাকতে পারে। সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার ফলে অন্য এক বা একাধিক প্রকার ব্যবহারের সুবিধাকে বর্জন করতে হয়। এরূপ অগৃহীত বা বর্জনকারী কার্যের পরিমাপযোগ্য সুবিধাকে সুযোগ ব্যয় বলে।
- উৎপাদনের উপাদানসমূহ অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে যে অর্থমূল্য লাভ করতে পারে, কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োগ করেও উপাদানগুলোকে সেই পরিমাণ মূল্যই দিতে হয়। উপাদানসমূহের বিকল্প ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দিতে হতে পারে, তাকেই সুযোগ ব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ উপাদানগুলোকে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখার দামই হচ্ছে সুযোগ ব্যয়।
- যেমন ঃ- একজন ব্যক্তির ১,০০০ টাকা আছে। সে উক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখতে পারে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। ব্যাংকে জমা থেকে তার আয় ১০০ টাকা এবং ব্যবসায় থেকে আয় ১৫০ টাকা। সে স্বাভাবিক কারণে ব্যবসায় উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকে জমা থেকে আয় অর্থাৎ ১০০ টাকা হলো তার সুযোগ ব্যয়।

✪✪✪

(৭). ২/১০, ৩/১০, n/৩০

- ২/১০, ৩/১০, n/৩০ (Two-ten, Three-ten, Net-Thirty) হলো ধারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাট্টা গণনার একটি টার্ম/শর্ত/নিয়ম।
- ২/১০, n/৩০ এর অর্থ হলো চালান তৈরির তারিখ থেকে পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হলে মোট চালানী মূল্যের উপর ২% বাট্টা মঞ্জুর করা হবে। ১০ দিনের মধ্যে ২% বাট্টার সুযোগ নিয়ে পরিশোধ করা না হলে ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই পূর্ণ টাকা অর্থাৎ চালান মূল্য পরিশোধ করতে হবে।
- অর্থাৎ n/৩০ এর অর্থ হলো চালানী তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্য প্রদেয়। সুতরাং ২/১০ হলো বাট্টা মঞ্জুরীর সময় এবং n/৩০ হলো বিক্রয়মূল্য পরিশোধের সময়।
- একইভাবে ৩/১০, n/৩০ এর অর্থ হলো চালান তৈরির তারিখ থেকে পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হলে মোট চালানী মূল্যের উপর ৩% বাট্টা মঞ্জুর করা হবে। ১০ দিনের মধ্যে ৩% বাট্টার সুযোগ নিয়ে পরিশোধ করা না হলে ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই পূর্ণ টাকা অর্থাৎ চালান মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

✪✪✪

(৮). CVP (Cost Volume Profit) বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ

- কোন কারবারের উৎপাদন ব্যয়, মূল্যহার, বিক্রয় পরিমাণ, বিক্রয় মিশ্রণ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটলে মুনাফার উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা ব্যাখ্যা করাকেই ব্যয় পরিমাণ মুনাফা (CVP) সম্পর্ক বিশ্লেষণ বলে।
- মুনাফা বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বিক্রয় পরিমাণ এবং উৎপাদন ব্যয় উপাদান দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

- বিক্রয় পরিমাণ নির্ভর করে ব্যয়ের উপর এবং ব্যয় সাধারণত উৎপাদনের পরিমাণ, দ্রব্যের মিশ্রণ, অভ্যন্তরীণ দক্ষতা, উৎপাদন দক্ষতা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে ।

- নিম্নে CVP বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

  (i). একাধিক পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয় মিশ্রণ ব্যবস্থা ঠিক থাকে এরূপ অনুমানের ভিত্তিতে সমচ্ছেদ-বিন্দু নির্ধারণ করা হয় । কিন্তু বাস্তবে বিক্রয় মিশ্রণ ঠিক রাখা অসম্ভব হতে পারে;

  (ii). বিক্রয়মূল্য যে কোনো বিক্রয়স্তরে অপরিবর্তিত থাকে;

  (iii). উৎপাদন প্রযুক্তি অপরিবর্তনশীল;

  (iv). একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে;

  (v). উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ একই হবে;

  (vi). সকল ব্যয় মূলতঃ পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী হবে;

  (vii). নির্ধারিত কার্যমাত্রায় স্থায়ী খরচ অপরিবর্তিত থাকে;

✪✪✪

(৯). Sunk Cost (নিমজ্জিত ব্যয়)

- কোন নির্দিষ্ট জব বা উৎপাদন কার্যে ব্যয়িত খরচ পুনরুদ্ধারের অযোগ্য বিবেচিত হলে তাকে নিমজ্জিত ব্যয় (Sunk Cost) বলে । অর্থাৎ নিমজ্জিত ব্যয় হলো অতীত ব্যয়ের যে অংশ উদ্ধারযোগ্য নয় ।

- এ ধরনের ব্যয়কে অতীতের সুযোগ ব্যয়ও বলা হয় । এ ব্যয় ভবিষ্যতে যে কোনো ইভেন্ট ঘটার জন্য যে ব্যয় হবে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ।

- উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি প্রতিষ্ঠান Software Installation বাবদ ২ কোটি টাকা খরচ করে তবে এ ধরনের ব্যয় হবে নিমজ্জিত ব্যয় । কারণ এই ব্যয় আর কখনো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না ।

✪✪✪

(১০). Window Dressing

- কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবৃতির অবয়ব উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক তা প্রণয়ের পূর্বে গৃহীত ব্যবস্থাকে Window Dressing বলে । সাধারণত একাউন্টিং সময়সীমা শেষ হওয়ার খুব অল্প সময় পূর্বে এটা করা হয় ।

- যখন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক শেয়ার হোল্ডার থাকে তখন Window Dressing করা হয়, যাতে শেয়ার হোল্ডাররা মনে করেন যে প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছে । যখন প্রতিষ্ঠানটি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে চায় তখনো এটি করা হয়ে থাকে ।

- Window Dressing এর কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

  (i). **নগদ টাকা (Cash)** ঃ একাউন্টিং সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বা কয়েকদিন আগে থেকে সরবরাহকারীকে টাকা পরিশোধ না করা । যেমন- জুন ও ডিসেম্বর ক্লোজিং-এর সময় ব্যাংক কর্তৃক বড় বড় চেক পেমেন্ট না দেওয়া বা ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙ্গাতে না দেওয়া । ফলে উক্ত সময়সীমায় প্রতিষ্ঠানের আয় বেশি দেখানো যায় ।

  (ii). **স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets)** ঃ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের সাথে পুঞ্জীভূত অবচয় বিক্রি করে দেওয়া ।

  (iii). **ব্যয় (Expenses)** ঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকারীর টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখা, যাতে পরবর্তী সময়সীমায় তা নথিভুক্ত করা যায় ।

✪✪✪

(১১). CAMELS রেটিং

- একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা (Profitability), উৎপাদনশীলতা (Productivity) এবং ভোক্তা সন্তুষ্টি (Customer's Satisfaction) এই তিনটি উপাদান মূল্যায়ণ করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাকে CAMELS Rating বলে।
- ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে অফ সাইট সুপারভিশন ও এর ক্যামেল রেটিং প্রচলন করা হয়, যা ১৯৯৩ সাল থেকে ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অফ সাইট সুপারভিশন ইউনিট কর্তৃক ২৪/০৮/১৯৯৩ তারিখের বিসিডি সার্কুলার নং-২০/৯৩-এর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়েছে।
- CAMELS Rating ছয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত ঃ

  (i). C = Capital Adequacy (মূলধনের পর্যাপ্ততা)
  (ii). A = Asset Quality (সম্পদের গুণগতমান)
  (iii). M = Management Quality (ব্যবস্থাপনার মান)
  (iv). E = Earning (মূলধনের পর্যাপ্ততা)
  (v). L = Liquidity (তারল্য)
  (vi). S = Sensitivity to Market Risk (বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা)
- CAMELS Rating এর মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা নিরূপণ করা এবং এদের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা। অর্থাৎ,

  (i). আর্থিক শক্তি ও দুর্বলতা; (ii). প্রয়োগগত; (iii). ব্যবস্থাপকীয়;
- এটি একটি অনুমোদিত সূত্রের আওতায় প্রথমে উপরের C, A, M, E, L, S-এর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অবস্থা পৃথকভাবে নির্ণয় করে রেটিং করা হয়।
- পরবর্তীতে এই রেটিংগুলোর গড় রেটিং বের করে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এইভাবে Composite Rating করা হয়। এই Composite Rating ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর বিপরীতে যথাক্রমে Strong, Satisfactory, Fair, Marginal ও Unsatisfactory মতামত গ্রহণ করা হয়।
- সাধারণত যে সমস্ত ব্যাংকের Composite Rating এ ৫ হয় তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক হিসেবে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

✪✪✪

(১২). আয় চিহ্নিতকরণ নীতি (Revenue Recognition Principle)

- পণ্য বা সেবা ক্রেতার নিকট যে মূল্যে হস্তান্তর করা হয় সাধারণত তাকেই আয় বলা হয়। এই আয় দ্বারা ব্যবসায়ের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ের বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি ও হিসাব পাওনা ঐ হিসাবকালের আয়।
- নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয় নির্ধারণ এবং উহার ভিত্তিতে আয় বিবরণী তৈরীকরণের ক্ষেত্রে এই নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে আর্থিক বছরে আয় অর্জিত হয় তা ঐ বছরে হিসাবভুক্ত করাই হলো আয় চিহ্নিতকরণ নীতি।
- আয় চিহ্নিতকরণ নীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয় ঃ

  (i). পণ্য বা সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত আয়কে সম্পদের আন্তঃপ্রবাহ ধরা হয়।
  (ii). নির্দিষ্ট সময়ের আয় অর্জিত হলেই তাকে আয় হিসেবে ধরা যাবে।
  (iii). অর্জিত আয় নগদ টাকার বিনিময়ে বা নগদ টাকার মূল্যমানের সম্পদ উভয়ের বিনিময়ে হতে পারে।
- উদাহরণস্বরূপ ঃ টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলো স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে টক টাইম বিক্রি করে। যখন এই কার্ড বিক্রি করে তখন তাকে আয় হিসেবে ধরা যাবে না। কিন্তু গ্রাহক যখন ঐ কার্ড দিয়ে কথা বলবে অর্থাৎ খরচ করবে তখন তা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

✪✪✪

(১৩). FOB Shipping Point

- FOB অর্থাৎ Freight on Board Shipping Point হলো বিক্রেতা (Seller/Exporter) কর্তৃক ক্রেতার (Buyer/Importer) পোর্টের উদ্দেশ্যে পণ্য যখন ছাড়া হবে তখন উক্ত পণ্যের সকল দায়-দায়িত্ব ক্রেতা কর্তৃক বহন করতে হবে।

- FOB Shipping Point এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

  (i). ক্রেতা পণ্য বুঝে নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করবেন;
  (ii). পণ্যের ভাড়া ক্রেতাই প্রদান করবেন, বিক্রেতা নয়;
  (iii). Shipping Point-এ Title of Goods হলো ক্রেতার;
  (iv). যাত্রাপথের পরিবহনকৃত মালামাল ক্রেতা ক্রয় করেছে বলে গণ্য হবে;
  (v). যাত্রাপথের মালামালগুলো ক্রেতার ইনভেন্টরি হিসেবে পরিগণিত হবে;
  (vi). পণ্য বিক্রেতার পোর্ট ত্যাগ করার সাথে সাথে তা বিক্রয় হিসাবে বিক্রেতা দেখাবেন এবং হিসাব প্রাপ্য ধরে আর্থিক বিবরণীতে সম্পদ হিসেবে যোগ করবেন;
  (vii). জাহাজের ভাড়া ক্রেতা পরিশোধ করবেন;

✪✪✪

(১৪). Comprehensive Income

- একটি সময়সীমার মধ্যে অ-মালিক উৎস হতে সৃষ্ট লেনদেন বা ইভেন্টের কারণে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদের পরিবর্তনকে কম্প্রিহেনসিভ আয় বলে।

- মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ হতে আয় এই ধরনের আয়ের সাথে যুক্ত হবে না। সুতরাং কম্প্রিহেনসিভ আয় হলো নীট আয় ও অন্যান্য আয়ের সমষ্টি যেগুলো আয় বিবরনীতে দেখানো হয় না।

- কম্প্রিহেনসিভ আয়ের খাতগুলো নিম্নরূপ ঃ

  (i). অপ্রাপ্ত লাভ ও লোকসান (লভ্য সিকিউরিটিজ বিক্রয়);
  (ii). নগদ প্রবাহ হিসেবে রাখা ডেরিভেটিভস হতে লাভ বা লোকসান;
  (iii). পুনঃনির্ধারিত উদ্বৃত্ত অর্থের পরিবর্তন;
  (iv). বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদ সমন্বয়;
  (v). পেনশন বা অবসর পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনার লাভ বা লোকসান;
  (vi). পেনশন বা অবসর পরবর্তী সুবিধার পরিকল্পনার পূর্ব সেবা খরচ বা ক্রেডিট;

- কম্প্রিহেনসিভ আয় বিবরণীর দফাগুলো নিম্নরূপ ঃ

  (i). রাজস্ব (ii). অর্থ খরচ (iii). ট্যাক্স খরচ
  (iv). অসমাপ্ত কার্যকলাপ (v). লাভ শেয়ার (vi).লাভ/ক্ষতি

✪✪✪

(১৫). সমন্বয় জাবেদা (Adjusting Entry)

- যে জাবেদার মাধ্যমে বছরের শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে বছরের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সঠিক সংযোগ সাধনের জন্য তথা হিসাব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভুল ফলাফল নিরূপণের উদ্দেশ্যে কিছু অসমন্বিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাকে সমন্বয় জাবেদা বলে। যেমন ঃ

31 Dec, 2013	Salaries Expenses	1,20,000	
	Salaries Payable		1,20,000
	(To record outstanding Salaries)		

✪✪✪

(১৬). IAS (International Accounting Standards)

- বিশ্বব্যাপী ক্রমপ্রসারমান বাণিজ্যের এই যুগে হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে একই ধারা আনয়নের লক্ষ্যে ৯টি উন্নত দেশ মিলে আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি (International Accounting Standard Committee-IASC) গঠন করে। এই নয়টি দেশ হলো : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, মেক্সিকো এবং নেদারল্যান্ডস।
- IASC-এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক হিসাবমান প্রণয়ন করা, প্রকাশ করা এবং বিশ্বব্যাপী এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবমানকে আন্তর্জাতিক হিসাবমান বলে, যা IAS নামে পরিচিত।
- ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে IASC একটি বোর্ড গঠন করে, যার নাম 'International Accounting Standard Board (IASB)'. এই বোর্ড ২০০১ সালের ১ এপ্রিল থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করে। IASB কর্তৃক ইস্যুকৃত Standard বা মানগুলোকে 'International Financial Reporting Standard (IFRS)' বলা হয়।
- এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪১টি IAS ইস্যু করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪০টি আন্তর্জাতিকভাবে জানুয়ারি-২০০১ পর্যন্ত কার্যকরী হয়েছে।
- IAS-41 ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকরী হয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ১১টি হিসাবমান কার্যকরী হয়েছে। ৭টি হিসাবমান কার্যকরী করার জন্য বিবেচনায় রয়েছে।

✪✪✪

(১৭). ডেবিট নোট ও ক্রেডিট নোট

- কোন হিসাবকে ডেবিট করে হিসাবের মালিককে যে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়, তাকে ডেবিট নোট বলা হয়। অর্থাৎ Bank Charge ধার্য্য করে গ্রাহকের হিসাব Debit করে গ্রাহককে যে পত্র দেয়া হয়, তাই ডেবিট নোট বা Debit Memorandum.
- অনুরূপভাবে, কোন হিসাবকে ক্রেডিট করে হিসাবের মালিককে যে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়, তাকে ক্রেডিট নোট বলা হয়। অর্থাৎ Bank Interest Charge করে গ্রাহককে যে পত্র দেয়া হয়, তাই ক্রেডিট নোট বা Credit Memorandum.

✪✪✪

(১৮). বিলম্বিত আয় ও খরচ (Deferred Revenue and Expense)

- বর্তমানে নগদ আয় গৃহীত হয়েছে কিন্তু এই আয় পুরোপুরি উপার্জিত নয়। অর্থাৎ কিছু উপার্জিত, কিছু অনুপার্জিত। সুতরাং প্রাপ্ত কোনো আয়কে প্রান্তিক বছরের আয় হিসাবে গণ্য না করে পরবর্তী কয়েক বছরের আয় হিসাবে গণ্য করা হলে ঐ পরবর্তী বছরগুলোর আয়কে বিলম্বিত আয় বলে।
- উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাণবীশ সেলামী প্রতি বছর ২,০০০ টাকা হিসাবে ৫ বছরের জন্য ১০,০০০ টাকা গ্রহণ করা হলে ১ম বৎসরে ২,০০০ টাকা নগদ আয় এবং অবশিষ্ট ৮,০০০ টাকা বিলম্বিত আয়।
- একইভাবে, যখন কোন খরচ যে বছরে করা হয় ঐ বছরের বিপরীতে সম্পূর্ণ খরচ চার্জ না করে পরবর্তী কয়েক বছরে চার্জ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই পরবর্তী বছরগুলোর খরচের সমষ্টিকে বিলম্বিত খরচ বলা হয়। যেমন- প্রাথমিক খরচ।

✪✪✪

(১৯). সমচ্ছেদ বিন্দু (Break-Even Point)

- সমচ্ছেদ বিন্দু বা Break Even Point বলতে ব্যবসায়ের এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যে অবস্থায় কোন লাভও হয় না আবার কোন লোকসান বা ক্ষতিও হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করলে মোট বিক্রয়মূল্য মোট আয়ের সমপরিমাণ হবে তাকে সমচ্ছেদ বিন্দু বা সম আয়-ব্যয় বিন্দু পরিমাণ বলে।
- অর্থাৎ সম-আয়-ব্যয় বিন্দু পরিমাণ বিক্রয় হতে অর্জিত আয় কেবল ব্যয়ের সমপরিমাণ হয়, কোন মুনাফা হয় না। এ বিন্দুতে লাভ বা ক্ষতির অংক শূন্য হয়।
- সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকীয় হিসাব রক্ষকগণ ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।

✪✪✪

(২০). দৃশ্যমান সম্পত্তি (Tangible Assets)

- যে সকল সম্পত্তি চোখে দেখা যায় বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় সেগুলোকে দৃশ্যমান সম্পত্তি বলে। যেমন ঃ

(i). Land (ii). Buildings (iii). Machinery
(iv). Ships (v). Aircraft (vi). Motor Vehicles
(vii). Furtinure (viii). Office Equipments etc.

✪✪✪

(২১). চলতি সম্পত্তি বনাম অ-চলতি সম্পত্তি (Current *vs* Non-Current Assets)

- যে সকল সম্পত্তি নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করে তাদের চলতি সম্পত্তি বলা হয় ঃ

(i). ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যকালে যে সকল সম্পত্তির মূল্য আদায় হবে বা আদায়ের চেষ্টা হবে, বিক্রয় হবে বা বিক্রয়ের চেষ্টা হবে এবং ভোগ হবে বা ভোগের চেষ্টা হবে;

(ii). ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য যে সকল সম্পত্তি রাখা হবে;

(iii). Balance Sheet প্রস্তুতের তারিখের পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে সকল সম্পত্তির মূল্য আদায় করা হবে;

(iv). যে সকল সম্পত্তি নগদ বা নগদের সমতুল্য হতে পারে;

- উপরের শর্তগুলো পূরণ করে যে সকল সম্পত্তি চলতি সম্পত্তি হবে তা বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল সম্পত্তি অ-চলতি সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

✪✪✪

(২২). Going Concern Assumption (চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা)

- কারবারি প্রতিষ্ঠানটি অনাদিকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরি করা হয়।
- মনে করা হয় যে, আপাতত কারবারটিকে বিলোপ সাধনের ইচ্ছা নেই অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতেও কারবারটির স্বাভাবিক কার্যকলাপসহ চলমান অস্তিত্ব বজায় রাখবে।
- এ ধারণার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

(i). বিভিন্ন ব্যয়গুলোকে দীর্ঘমেয়াদি বা মূলধন জাতীয় এবং চলতি বছরে সমাপ্য বা মুনাফা জাতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রথমোক্ত ব্যয়গুলোকে উদ্বৃত্তপত্রে এবং শেষোক্ত ব্যয়গুলোকে লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয়;

(ii). স্থির সম্পত্তির মূল্যগুলোকে তাদের ক্রয়মূল্য বাদ অবচয় ধরে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়। তাদের বাজার মূল্য বা বর্তমানে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়া যেত সে মূল্যকে হিসাবে ধরা হয় না;

(iii). স্থির সম্পদের অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে তাদের বাজার মূল্যকে ভিত্তি না ধরে কার্যকরী জীবনকালকে ভিত্তি ধরা হয়;

(iv). অগ্রিম প্রদত্ত খরচকে সম্পত্তি গণ্য করা হয় যদিও তাদের কোনো আদায় মূল্য নেই;

(v). চলতি সম্পদসমূহ ক্রয়মূল্য এবং আদায়যোগ্য মূল্যের মধ্যে নিম্নতর অঙ্কে প্রদর্শিত হয়;

✪✪✪

(২৩). প্রাসঙ্গিক ব্যয় (Relevant Cost)

- কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে ঐ ব্যয়কেই প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে।
- প্রাসঙ্গিক ব্যয়ের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

(i). ব্যয় অবশ্যই ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে হবে;

(ii). বিভিন্ন বিকল্প কার্যধারা থাকবে এবং এই কার্যধারায় ব্যয়ের পার্থক্য থাকতে হবে;

- কাজেই দেখা যায় নিমজ্জিত ব্যয় বা অতীত ব্যয়কে প্রাসঙ্গিক ব্যয় হিসাবে বিবেচনায় আনা হয় না।

- আবার, সকল ভবিষ্যৎ ব্যয়কেও প্রাসঙ্গিক ব্যয় ধরা যায় না। কারণ কোন কোন বিকল্প কার্যধারায় ভবিষ্যৎ ব্যয় একই রকম থাকতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ব্যয়ের কোন পার্থক্য থাকবে না।
- সুতরাং বলা যায়, "সকল প্রাসঙ্গিক ব্যয়ই ভবিষ্যৎ ব্যয় কিন্তু সকল ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রাসঙ্গিক ব্যয় নয়।"
- প্রাসঙ্গিক ব্যয় ধারণায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(i). প্রতিটি বিকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যয় সংগ্রহ করতে হবে;

(ii). নিমজ্জিত ব্যয় পরিত্যাগ করতে হবে;

(iii). বিভিন্ন বিকল্পের যে সমস্ত ব্যয়ের পার্থক্য থাকবে না তা পরিত্যাগ করতে হবে;

(iv). অবশিষ্ট ব্যয় উপাত্তের সর্বোত্তম বিকল্প নির্বাচন করতে হবে;

(v). একক ব্যয় সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মোট ব্যয় ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ একক ব্যয় সাধারণত অপ্রাসঙ্গিক হয়। আবার একই একক পরিমাণের উপর একক ব্যয়ের তুলনাও সম্ভব নয়;

✪✪✪

(২৪). নিত্য মজুদ বনাম কালান্তিক মজুদ (Perpetual *vs* Periodic Inventory)

নিত্য মজুদ তালিকা পদ্ধতি (Perpetual Inventory)	কালান্তিক মজুদ তালিকা পদ্ধতি (Periodic Inventory)
(i). এ পদ্ধতি দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ গণনার উপর নির্ভরশীল।	(i). এ পদ্ধতি কালান্তিক প্রত্যক্ষ গণনার উপর নির্ভরশীল।
(ii). এটি মজুদ পণ্যের পরিমাণ এবং বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্যের চলমান বা দৈনন্দিন তথ্য প্রদান করে।	(ii). এটি মজুদ পণ্যের পরিমাণ এবং বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের কালান্তিক তথ্য প্রদান করে।
(iii). বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথচ কম সংখ্যক আইটেমের পণ্য বিক্রয় করা হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	(iii). তুলনামূলকভাবে ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথচ অধিক সংখ্যক আইটেমের পণ্য বিক্রয় করে সে সকল প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
(iv). এক্ষেত্রে স্থায়ী ও অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষণকারীর প্রয়োজন হয়।	(iv). এক্ষেত্রে হিসাবরক্ষনের জন্য পৃথক হিসাবরক্ষণকারীর প্রয়োজন নাই।
(v). এক্ষেত্রে মজুদ মূল্যায়ন পদ্ধতির সূত্র নিম্নরূপ ঃ প্রারম্ভিক মজুদ A + ক্রয় B (A+B) বাদ ঃ বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্য C সমাপনী মজুদ (A+B-C)	(v). এক্ষেত্রে মজুদ মূল্যায়ন পদ্ধতির সূত্র নিম্নরূপ ঃ প্রারম্ভিক মজুদ A + ক্রয় B (A+B) বাদ ঃ সমাপনী মজুদ C বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্য (A+B-C)
(vi). প্রতিটি ক্রয় এবং ইস্যুর জন্য Entry দিতে হয় তাই এ পদ্ধতিতে সময় এবং শ্রম বেশি লাগে।	(vi). এ পদ্ধতিতে Entry কম তাই সময় এবং শ্রম উভয়ই কম লাগে।
(vii). এ পদ্ধতিতে সারা বছর ধরে মজুদ পণ্যের গণনা করা হয়।	(vii). এ পদ্ধতিতে বছরের শেষে মজুদ পণ্যের গণনা করা হয়।

✪✪✪

(২৫). মিলকরণ নীতি (Matching Principles)

- মিলকরণ নীতির অর্থ হলো আয়ের সাথে ব্যয়ের সংযোগ সাধন। এ নীতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য মুনাফা জাতীয় আয়সমূহ হতে ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকারের মধ্যে প্রদত্ত ও প্রদেয় সকল মুনাফা জাতীয় খরচসমূহ বাদ দিয়ে ব্যবসায়িক লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- এ নীতিতে শুধুমাত্র চলতি হিসাবকালের প্রাপ্ত ও প্রাপ্য মুনাফা জাতীয় আয়ের সাথে উক্ত চলতি হিসাবকালের প্রদত্ত ও প্রদেয় মুনাফা জাতীয় খরচের সংযোগ সাধন করা হয়। ঐসব আয়-ব্যয়ের পূর্ববর্তী হিসাবকালের সংযোগসাধন হবে না।
- এ নীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী কোন মুনাফা জাতীয় আয় চলতি সালে পাওয়া গেলে তাকে চলতি সালের আয় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। পক্ষান্তরে, চলতি সালে অর্জিত কোন মুনাফা জাতীয় আয় নগদে না পাওয়া গেলে তাকে চলতি সালের আয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

- একইভাবে চলতি হিসাবকালের মুনাফা জাতীয় খরচের মধ্যে পরবর্তী হিসাবকালের খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকলে চলতি হিসাবকালের খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। পক্ষান্তরে, চলতি হিসাবকালের মুনাফা জাতীয় খরচ বকেয়া থাকলে তা চলতি হিসাবকালের খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- সুতরাং মিলকরণ নীতির মূল বক্তব্য হচ্ছে, "একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্ত ও প্রাপ্য আয় হতে উক্ত সময়ের মুনাফা জাতীয় প্রদত্ত বা প্রদেয় খরচ সমন্বয় করে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করতে হবে।"

✪✪✪

(২৬). অর্জিত বনাম বিলম্বিত রাজস্ব (Accrued *vs* Deferred Revenue)

➪ **অর্জিত রাজস্ব** ঃ যে রাজস্ব একটি হিসাবকালের জন্য নির্ধারণ করা যায়, তাকে অর্জিত রাজস্ব বলে। এ রাজস্ব নগদ বা বকেয়া উভয়ই হতে পারে।

➪ **বিলম্বিত রাজস্ব** ঃ যে রাজস্ব কয়েক বছরের জন্য এককালীন গ্রহণ করা হয়েছে এবং রাজস্ব হতে প্রাপ্তির বছরের রাজস্ব আনুপাতিক হারে আয় হিসেবে দেখিয়ে অবশিষ্ট রাজস্ব পরবর্তী হিসাবকালের আয় বিবেচনার জন্য বিলম্বিত করা হয় তাকে বিলম্বিত রাজস্ব বলে। সাধারণত "শিক্ষানবীশ সেলামী" বিলম্বিত রাজস্ব আয়ের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

✪✪✪

(২৭). পরিচালন বনাম আর্থিক কাজ (Operating vs Financial Activities)

➪ **পরিচালন কার্যাবলী** ঃ কারবারের প্রধান রাজস্ব অর্জনকারী কার্যাবলীকে পরিচালন কার্যাবলী বলা হয়। IAS-7 অনুসারে পরিচালন কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i). নগদে পণ্য ও সেবা ক্রয়;	(ii). আয়কর প্রদান বা আয়কর ফেরত;
(iii). পণ্য বা সেবার সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান;	(iv). কর্মচারীদের সেবার জন্য নগদ প্রদান;
(v). ধারে পণ্যের ক্রেতার কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি;	(vi). বীমা কোম্পানীকে প্রিমিয়াম প্রদান;
(vii). রয়্যালটি, ফিস, কমিশন এবং অন্যান্য আয় থেকে নগদ প্রাপ্তি;	(viii). চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম বিক্রয়ের বিপরীতে নগদ গ্রহণ এবং অগ্রিম ক্রয়ের বিপরীতে নগদ প্রদান;
(ix). বীমাদাবী থেকে, বার্ষিক বৃত্তি থেকে এবং বীমা কোম্পানি থেকে অন্যান্য নগদ সুবিধা;	

➪ **আর্থিক কার্যাবলী** ঃ IAS-7 অনুসারে আর্থিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i). শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ;	(ii). আর্থিক লীজের কিস্তি প্রদান;
(iii). শেয়ার অর্জন বা পুণরায় ক্রয় করার জন্য প্রদত্ত নগদ অর্থ;	(iv). ঋণ, নোট, বন্ড, বন্ধকী ঋণ এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের অর্থ গ্রহণ;

✪✪✪

(২৮). উলম্ব বনাম সমতল বিশ্লেষণ (Vertical vs Horizontal Analysis)

সমান্তরাল বা অনুভূমিক বিশ্লেষণ (Horizontal Analysis)	উলম্ব বা খাড়াখাড়ি বিশ্লেষণ (Vertical Analysis)
(i). আর্থিক বিবরণীর যে বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানের একাধিক বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহকে কাজে লাগানো হয় তাকে সমান্তরাল বা অনুভূমিক বিশ্লেষণ বলে।	(i). আর্থিক বিবরণীর যে বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানের কোন এক বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহকে কাজে লাগানো হয় তাকে উলম্ব বা খাড়াখাড়ি বিশ্লেষণ বলে।
(ii). তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী তৈরি করাই এ বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।	(ii). একটি নির্দিষ্ট বছরের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবরণীসমূহের অনুপাত বিশ্লেষণ করাই এ বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।
(iii). এ বিশ্লেষণ বিভিন্ন বছরভিত্তিক ও তুলনামূলক বলে একে গতিশীল বিশ্লেষণ বলে।	(iii). এ বিশ্লেষণ একটি নির্দিষ্ট বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে একে স্থির বিশ্লেষণ বলে।
(iv). এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক ফলাফলের তুলনা করা যায়।	(iv). এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক ফলাফলের তুলনা করা যায় না।
(v). দীর্ঘমেয়াদী ঝোঁক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে এ বিশ্লেষণ খুবই উপযোগী।	(v). দীর্ঘমেয়াদী ঝোঁক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।

(২৯). FIFO বনাম LIFO

➪ First in First Out (FIFO) Method

- পণ্যের প্রকৃত প্রবাহ এবং ব্যয় প্রবাহ এই দুটি প্রবাহ রয়েছে যাদেরকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ হতে দেখা হয়ে থাকে। FIFO Method বলতে পণ্যের ব্যয় প্রবাহকে বুঝানো হয়েছে।
- অর্থাৎ ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় পণ্য খতিয়ান কার্ডে মজুদ পণ্যের মধ্যে প্রথম চালানের পণ্য যে মূল্যে মূল্যায়ন করা আছে, সে মূল্য ব্যবহার করা হবে।
- প্রথম চালানের পণ্যের মূল্য শেষ হলে দ্বিতীয় চালানের মূল্যে হাত দেওয়া হবে। এরূপ পদ্ধতিতে প্রথমদিকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্যে ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয় এবং শেষের দিকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্যে অবশিষ্ট মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।
- এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

  (i). এটি একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি, কারণ এই পদ্ধতিতে পণ্য ইস্যুর সময় ঐ সকল পণ্যকেই বিবেচনা করা হয় যেগুলো প্রথমে গ্রহণ করা হয়েছিল অর্থাৎ ক্রয়ের পর্যায় অনুসারে এ পদ্ধতিতে পণ্য ইস্যু করা হয়;

  (ii). এ পদ্ধতিতে পণ্যের কার্যাদেশ (Work Order) এর খরচ ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ফলে পণ্যের খরচ মূল্য পুনরুদ্ধার করা সহজ হয়;

  (iii). মূল্য যখন নিম্নগামী হয় তখন এই পদ্ধতির ব্যবহার যথেষ্ট উপকারী;

  (iv). যেহেতু মজুদ পণ্যের মূল্যায়নের জন্য শেষদিকের ক্রয়মূল্য ব্যবহার করা হয়, সেহেতু পণ্যের মূল্য বাজার মূল্যের কাছাকাছি হয়ে থাকে;

  (v). এই পদ্ধতিতে পণ্যের প্রকৃত প্রবাহের সঙ্গে ব্যয় প্রবাহের মিল রয়েছে;

➪ Last in First Out (LIFO) Method

- LIFO Method এর ক্ষেত্রেও পণ্যের ব্যয় প্রবাহকে বুঝানো হয়। তবে এই পদ্ধতিটি FIFO পদ্ধতির বিপরীত।
- অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে সর্বশেষ ক্রয়ের হার অনুযায়ী ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্যায়ন হয় এবং সর্বশেষ ক্রয়কৃত পণ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী ক্রয়ের হার ব্যবহার করা হয় না।
- এভাবে প্রয়োজন অনুসারে নিচের দিক হতে উপরের পণ্যের হার ব্যবহার করে ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয় এবং সর্বপ্রথমে ক্রয়কৃত পণ্যের হারে সমাপ্তি মজুদের মূল্যায়ন করা হয়।
- এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

  (i). এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত উৎপাদন ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, কারণ পণ্যের প্রকৃত খরচ উৎপাদনে চার্জ করা হয়;

  (ii). যখন প্রতিষ্ঠানে খুব বেশি লেনদেন থাকে না এবং পণ্যের মূল্যের স্থিরতা বজায় থাকে, তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার সুবিধাজনক;

  (iii). যেহেতু সর্বশেষ ক্রয়কৃত পণ্যের দরে ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়, সেহেতু ইস্যুকৃত মূল্য ও বাজার মূল্য প্রায় একইরূপ থাকে;

  (iv). উঠতি মূল্যের সময় এই পদ্ধতিতে লাভ কম হয় বলে এটি আয়কর বাঁচাতে সাহায্য করে:

  (v). এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বাজার মূল্যের উঠানামা বা হ্রাস-বৃদ্ধি লাভ-ক্ষতিকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে না, কারণ উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় একই দিকে উঠানামা করে;

✪✪✪

(৩০). অস্পর্শনীয় সম্পত্তি (Intangible Assets)

- যে সকল সম্পত্তির বাস্তব অস্তিত্ব নেই, দেখা যায় না, স্পর্শ করা বা ছোঁয়া যায় না, অথচ সম্পত্তি হিসেবে প্রদর্শন করতে হয়, তাদেরকে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলে ।
- এ ধরনের সম্পত্তি থেকে ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা ও সেবা পায় ।
- কয়েকটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(i). সুনাম (Good Will) (ii). মুদ্রন স্বত্ব (Copy Right)

(iii). পেটেন্ট স্বত্ব (Patent Right) (iv). ব্যবসায়িক চিহ্ন (Trade Right)

(v). ব্যবসায়িক নাম (Trade Name)

✪✪✪

(৩১). Off Setting (অফসেটিং)

- দেনাদার অথবা গ্যারান্টার-এর ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার জন্য তাদের ব্যাংক হিসাবের জমাকৃত অর্থ Seize করে ঋণ হিসাবের সাথে সমন্বয় করাকে অফ সেটিং বলা হয় ।
- এছাড়াও, স্থায়ী সম্পত্তির বিপরীতে সঞ্চিত অবচয়কে স্থায়ী সম্পত্তি হতে বাদ দেয়াকে অফ সেটিং বলা হয় ।

✪✪✪

(৩২). GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)

- যে নিয়ম বা ধারণা হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তাকে সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বা Generally Accepted Accounting Principles, সংক্ষেপে GAAP বলে ।
- অর্থাৎ, GAAP হলো ঐসব নীতিমালা, যা হিসাববিজ্ঞান কৌশল নির্বাচন এবং উত্তম হিসাববিজ্ঞান চর্চা হিসেবে বিবেচিত পদ্ধতিতে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরির হিসাববিজ্ঞান পেশাকে নির্দেশনা দেয় ।
- GAAP-এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

(i). GAAP বা সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এবং সকল ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়;

(ii). সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা দ্বারা রীতি, পদ্ধতি, ধারণা, স্বতঃসিদ্ধ অনুশাসন প্রভৃতিকে বুঝানো হয়ে থাকে;

(iii). হিসাববিজ্ঞানীগণের ব্যক্তিগত কার্যাভ্যাস, রাষ্ট্রীয় আইন এবং আদালতের রায় দ্বারা হিসাবরক্ষণ নীতিগুলো সর্বজনগ্রাহ্য হয়;

(iv). এই নীতি অনুসরণ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় বলে ব্যবহারকারীগণ সেগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকেন;

(v). এই নীতি দ্বারা সঠিকভাবে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পদ ও দায় দেখানো যায়;

✪✪✪

(৩৩). দত্তাংশ (Contribution Margin)

- বিক্রয়মূল্য হতে প্রান্তিক ব্যয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিলে যে আয় পাওয়া যায়, তাকে দত্তাংশ বা অবদান বা অনুদান প্রান্ত বলে । ব্যবসায়ের মুনাফা উপার্জন ক্ষমতা পরিমাপে দত্তাংশের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি ।
- দত্তাংশ বিক্রয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে । বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় বৃদ্ধি না পেলে দত্তাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । অপরপক্ষে, বিক্রয় হ্রাস পেলে দত্তাংশের পরিমাণ হ্রাস পায় ।

- সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণে (BEP) ব্যয় পরিমাণ ও মুনাফা নির্ণয়ে দত্তাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে মুনাফার বদলে দত্তাংশকে সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়।
- দত্তাংশ নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\text{Contribution} = \text{Sales} - \text{Variable Cost}$$

$$\text{or, Contribution} = \text{Sales} \times \text{P/V Ratio}$$

✪✪✪

(৩৪). স্থায়ী সম্পত্তি ও চলতি সম্পত্তি

➪ **স্থায়ী সম্পত্তি**

- যে সকল সম্পত্তি ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রয় করা হয় তাদেরকে স্থায়ী সম্পত্তি বলে।
- এ সম্পত্তিগুলো অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির এবং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। যেমন- জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, মোটর যান, সুনাম ইত্যাদি।
- স্থায়ী সম্পত্তির উপর যখন অবচয় বা অপলোপন ধার্য করা হয় তখন সম্পত্তির ক্রয়মূল্য হতে অবলোপনকৃত অর্থ বা অবচয় সঞ্চিতি বাদ দিয়ে তার মূল্য উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়।

➪ **চলতি সম্পত্তি**

- যে সকল সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করা হয় অথবা যে সকল সম্পদের সুবিধা এক বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে বা এক বছরের মধ্যে নগদ অর্থে পরিণত হবে, তাদেরকে চলতি সম্পত্তি বলে।
- চলতি সম্পত্তি বেশি দিন এক আকারে থাকে না,সর্বদাই পরিবর্তনশীল। যেমন- দেনাদার, প্রাপ্য বিল, মজুদ পণ্য, বিনিয়োগ, ব্যাংকে জমা, অগ্রিম খরচাবলি ইত্যাদি।
- চলতি সম্পত্তি আবার দু'ধরনের, যথা ঃ **(i). ভাসমান সম্পদ** ও **(ii). তরল সম্পদ**।

(i). **ভাসমান সম্পদ** ঃ যে চলতি সম্পত্তিসমূহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তাদেরকে ভাসমান সম্পত্তি বলে। যেমন- ব্যবসায়িক পণ্য বা সেবা। যেহেতু এই সম্পত্তি Asset→Cash→ Asset -এই চক্রাকারে আবর্তিত হয়, সেহেতু এদেরকে ভাসমান সম্পত্তি বলা হয়;

(ii). **তরল সম্পদ** ঃ যে সকল চলতি সম্পত্তিকে দায় পরিশোধে সরাসরি ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ নাম মাত্র লোকসান দিয়ে এ সকল সম্পত্তিকে এরূপ অবস্থায় পরিণত করা যায় যাতে পাওনাদারদের দাবি সহজে পরিশোধ করা যায় তাদেরকে তরল সম্পদ বলে। যেমন- দেনাদারদের নিকট হতে পাওনা, প্রাপ্য বিল, ব্যাংকে জমা, হাতে নগদ প্রভৃতি;

✪✪✪

(৩৫). বিশেষ জাবেদা (Special Journal)

- ছোট আকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের সংখ্যা কম হওয়ায় একটিমাত্র সাধারণ জাবেদাতেই সকল প্রকারের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় একটি সাধারণ জাবেদায় সকল প্রকার লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না।
- হিসাবরক্ষণের সুবিধার্থে কারবারী প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ সংঘটিত হবার পর একটি সাধারণ জাবেদার পরিবর্তে লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে ক্রমানুসারে এবং তারিখ অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সর্বপ্রথম যে বইসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে বিশেষ জাবেদা বলে। এ বইগুলো খতিয়ানের সহকারী হিসেবে কাজ করে বিধায় এদেরকে সহকারী বইও বলা হয়।
- জেফরী স্লাটার-এর মতে, "একই জাতীয় লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের কাজে ব্যবহৃত জাবেদাকে বিশেষ জাবেদা বলে।" যেমন- বিক্রয় বই বা বিক্রয় জাবেদায় সমস্ত ধারে বিক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।
- পাইল ও লারসন বলেন, "বিশেষ জাবেদা হলো এক প্রকার লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের একটি বহুঘর বিশিষ্ট প্রাথমিক বই।"

✪✪✪